উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

APD

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ঢাকায় প্রয়াত বদরুদ্দিন উমর » ৭

আবার রুশ হামলা

ইউক্রেনে আবার হামলা রাশিয়ার। শনিবার রাতে কিভ লক্ষ্য করে ৮০০ ড্রোন ও ১৭টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে রুশ সেনা। হামলায় এক মহিলা ও শিশু সহ কমপক্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

এশিয়ার তাজ রক্ষার প্রতিশ্রুতি হার্দিকদের » ১১

২২ ভাদ্র ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 8 September 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 112

সহজ তবু সংশয়

নয় বছরের অপেক্ষা। বহু বিতর্ক নিয়ে কার্যত নির্ঝঞ্ঝাটেই রবিবার হয়ে গেল এসএসসি'র শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। গোটা রাজ্যেই এদিন পরীক্ষা দিয়েছেন ভিনরাজ্যের বহু চাকরিপ্রার্থী। উত্তরপ্রদেশ থেকে সংখ্যাটা চোখে পড়ার মতো। যাঁরা প্রথমবার পরীক্ষা দিলেন তাঁরা তো বটেই, পুরোনোরাও কিন্তু নিয়োগ নিয়ে সংশয়ে।

৩ কন্যার কেউ অজ্ঞাতবাসে, কেউ পরীক্ষাকেন্দ্রে

তমালিকা দে ও দীপেন রায়

শিলিগুড়ি ও মেখলিগঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর : এসএসসি'র নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কথা বলতে গেলে উত্তরের তিন কন্যাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। মেখলিগঞ্জের অঙ্কিতা অধিকারী এবং শিলিগুড়ির অনামিকা রায় ও ববিতা সরকার। রবিবার যখন রাজ্যে নতুন করে এসএসসি'র নিয়োগ-পরীক্ষা হচ্ছে, তখন সেই তিনমূর্তি কী করলেন? অনামিকা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

তো পরীক্ষা দিয়েছেন, আর ববিতা নাকি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। তাঁর পরীক্ষা আগামী রবিবার। আর অঙ্কিতার নাম তো সদ্য প্রকাশিত দাগিদের তালিকায় রয়েছে। তিনি আর পরীক্ষায় বসতে পারবেন না।

মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতাকে নিয়ে গত কয়েক বছরে তো যারপরনাই হইচই হয়েছে। মেধাতালিকায় তাঁর নাম ছিল না। ২০১৮ সালে পরেশ অধিকারী তৃণমূলে যোগ দিতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে ওয়েটিং লিস্টে হঠাৎ প্রথম স্থানে উঠে আসে অঙ্কিতার নাম। পরে তিনি বাড়ির কাছেই মেখলিগঞ্জ ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পান। সেই নিয়োগ থেকেই শুরু হয় তীব্র বিতর্ক, যা সংবাদমাধ্যমে বহুলচর্চিত। ২০২২ সালে আদালতের রায়ে অঙ্কিতার চাকরি খারিজ হয়ে যায়। তখন বিষয়টি ফের আলোচনায় উঠে আসে। তারপর একের পর এক নিয়োগ দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হয়।

রবিবার নতুন করে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার দিন কার্যত অজ্ঞাতবাসে ছিলেন অঙ্কিতা ও তাঁর বাবা পরেশ। দলীয় সূত্রে দাবি, তাঁরা কলকাতায় দলের কাজে গিয়েছেন। এসএসসি মামলায় সিবিআইয়ের আলিপুর বিশেষ আদালতে জামিনের দিন

এরপর দশের পাতায়

ববিতা সরকার, অঙ্কিতা অধিকারী ও অনামিকা রায়।

পরীক্ষার হলে ঢোকার আগে সন্তানকে চুমু। আলিপুরদুয়ারের একটি কেন্দ্রে রবিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ভিনরাজ্যের স্রোত রাজনীতির হাতিয়ার

> উত্তরপ্রদেশ সরকার চাকরি দিতে চায় না। চাকরির বদলে সরকার যুবসমাজকে 'সাধুবাবা' তৈরি করতে চায়। তিন বছর ধরে কোনও শিক্ষক নিয়োগ নেই।
> –হনুমত চৌরাসিয়া, উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের বাসিন্দা

নিউজ ব্যুরো

৭ সেপ্টেম্বর : চাকরিপ্রার্থীদের যে রাজ্যের সীমানায় বাঁধা যায় না, প্রমাণ হল এসএসসি'র শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায়। রবিবার রাজ্যজুড়ে ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের ভিড়ের এই ছবিটাই আবার হয়ে গেল রাজনীতির হাতিয়ার। ভিনরাজ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় বাংলায় দলে দলে পরীক্ষার্থীদের এই স্রোত বলে প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল।

তবে এতে বাংলার চাকরিপ্রার্থীদের সুযোগ কমে গেল বলে ক্ষোভও ছড়িয়েছে। উত্তরবঙ্গের মালদা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালবাজারের মতো শহরের পরীক্ষাকেন্দ্রে উত্তরপ্রদেশের চাকরিপ্রার্থীদের ভিড় থাকায় তৃণমূলের দাবি আরও জোরালো হয়েছে। যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের বক্তব্য সেই প্রচারকে আরও হাওয়া দিয়েছে।

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে এসে যেমন উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের হনুমত চৌরাসিয়া বলেন, "উত্তরপ্রদেশ সরকার চাকরি দিতে চায় না। চাকরির বদলে সরকার যুবসমাজকে 'সাধুবাবা' তৈরি করতে চায়। তিন বছর ধরে কোনও শিক্ষক নিয়োগ নেই। আগাম না জানিয়ে চাকরির পরীক্ষা আমাদের রাজ্যে বাতিল করে দেওয়া হয়।"

একই রাজ্যের অযোধ্যার বাসিন্দা অনিল জয়হিন্দের বক্তব্য, 'উত্তরপ্রদেশে উন্নয়নের স্রোত কেবল কাগজে।' তাঁরও অভিযোগ, 'বছরের পর বছর নিয়োগ হচ্ছে না উত্তরপ্রদেশে। আমাদের রাজ্যে নিয়োগ হলে বাইরের রাজ্যে যাওয়ার প্রয়োজন হত না।' প্রয়াগরাজের বাসিন্দা অর্চনা যাদব শিলিগুড়িতে পরীক্ষা দিয়ে বলেন, 'আমাদের রাজ্যে অনেক দিন শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না।'

এই পরিস্থিতি দেখে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'শকুনের অভিশাপে গোরু মরেনি। স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, ডাবল ইঞ্জিন শাসিত রাজ্যগুলিতে চাকরিপ্রার্থীরা হতাশ। ওই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে চাকরিপ্রার্থীরা বাংলায় আশার আলো দেখছেন। বাংলায় ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের জন্য বাধা নেই। কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল, অন্য রাজ্যের হাল কতখানি খারাপ।'

বিরোধীদের অবশ্য যুক্তি, অন্য রাজ্যে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার প্রবণতা খুব স্বাভাবিক। সিপিএমের রাজ্যসভা সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মত, 'প্রতিবারই বাইরের রাজ্য থেকে প্রচুর পরীক্ষার্থী আসেন। এটা তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার। বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে দেখানোর কী আছে, বুঝলাম না। তৃণমূল এটাকে অযথা রাজনৈতিক ইস্যু বানানোর চেষ্টা করছে।'

তবে সিপিএমের আরেক নেতা সুজন চক্রবর্তীর কিছুটা ভিন্ন মত। তাঁর কথায়, 'এরাজ্যে যে চাকরি বিক্রি হয়, জেনে গিয়েছে সারা দেশ।

এরপর দশের পাতায়

বাবার আশীর্বাদ। আলিপুরদুয়ারে রবিবার।

পিস্তল উদ্ধারের ঘটনায় জমায়েত। রবিবার কুমারপাড়া গ্রামে।

বন্দুক নিয়ে অপহরণের চেষ্টা কিশোরকে

সুভাষ বর্মন

সোনাপুর, ৭ সেপ্টেম্বর : রাতের অন্ধকারে পিস্তল দেখিয়ে পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের স্কুল পড়ুয়া পনেরো বছরের এক কিশোরকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল মাঝবয়সি এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। তাঁর নাম মাখন রায়। তবে দু'বারের চেষ্টাতেও কিশোরকে নিয়ে যেতে পারেননি ওই ব্যক্তি। উলটে লোকজন জানাজানি হতেই তাঁকে উত্তমমধ্যম খেতে হয়েছে। শনিবার রাতে চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারপাড়া গ্রামের এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দাপাদাপিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয়রা। তবে রাতেই পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। রবিবার সংনে এলাকার কচুখেত থেকে পিস্তলটি উদ্ধার হয়। তবে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স রয়েছে। আর অভিযুক্ত ব্যক্তি অবসরপ্রাপ্ত এসএসবি জওয়ান।

সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেবের কথায়, 'ওই ব্যক্তির বাড়ি আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ায়। পিস্তলটির লাইসেন্স আছে। তবে অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে এদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

কিন্তু শহর সংলগ্ন বীরপাড়া এলাকা থেকে এরকম অপরিচিত এক ব্যক্তি হঠাৎ কেন কুমারপাড়া গ্রামের এক বাড়িতে হামলা চালাল? এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে না। স্থানীয়দের দাবি, রাতে দুটি বাইকে চারজন অপরিচিত ব্যক্তি এলাকায় আসে। ওই বাড়িতে ঢোকে দুজন। তারমধ্যে একজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। গ্রামের এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতেই ঢোকে তারা। ওই পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী ঝর্ণা রায়ের দাবি, প্রথমে তাঁর মাথায় পিস্তল ঠেকায় এক ব্যক্তি। তারপর ঘর থেকে ছেলেকে বের হয়ে আসতে বলে। ওই গৃহবধূর কথায়, 'তখন ভয়ে ঘর থেকে ছেলে বের হয়। ওর মাথাতেও পিস্তল ঠেকায়। ওকে নিয়ে যেতে চায়। তখন হইচই করাতে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নেওয়া ছেলেটি চলে যায়।'

কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার ওই বাড়িতে আসেন সেই ব্যক্তি। তবে ততক্ষণে গ্রামের লোকজন বিষয়টি জেনে ফেলেন। তাই দ্বিতীয়বার আর তিনি পালাতে পারেননি। রাস্তায় লোকজন তাঁকে ধরে ফেলে। শুরু হয় মারধর। তখন বাকি তিনজন পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে এসে ওই ব্যক্তিকে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। রাতে চিকিৎসার জন্য তাঁকে ভর্তি করা হয় পাঁচকোলগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। তবে প্রথমে আগ্নেয়াস্ত্রের কথা পুলিশ মানতে চায়নি।

এরপর দশের পাতায়

যা ঘটেছে

- দুটি বাইকে চারজন অপরিচিত ব্যক্তি এলাকায় আসে
- ওই পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে ঢোকে দুজন
- একজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল
- প্রথমে পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রীর মাথায় পিস্তল ঠেকায়
- তারপর ঘর থেকে ছেলেকে বের হয়ে আসতে বলে
- হইচই হলে পালিয়ে যায়

সময়ের কথা

অভিশাপের ভয় নয়, বেঁচে থাকুক সহমর্মিতা

দীপ সাহা

হুসলুরডাঙ্গা টোল প্লাজার সামনে লম্বা লাইন। গাড়িটা ব্রেক কষতেই উইন্ডস্ক্রিনের সামনে অকস্মাৎ এসে হাজির দুটো হাত। গাঢ় অন্ধকারে মুখটা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। তালির শব্দ কানে পৌঁছে গিয়েছে ততক্ষণে। জানলার কাচ নামিয়ে হাতে দশ টাকার একটা কড়কড়ে নোট দিতেই পালটা তা মুখের ওপর ছুড়ে মারলেন দাঁড়িয়ে থাকা শাড়ি পরিহিতা। সঙ্গে বয়ে গেল কুকথার বন্যা। দাবি একটাই, 'একশো টাকা চাই'। কথা না বাড়িয়ে হাতে একটা কুড়ি টাকার নোট ধরিয়ে জানলার কাচ তুলে এগিয়ে চললাম। একগাদা 'অভিশাপ' নিয়েই সেদিন ফিরতে হয়েছিল।

পথে-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে ওঁদের রোজকার রমরমা। আজ থেকে নয়, বহু যুগ ধরে। যাত্রাপথে এখন তো তালির শব্দ শুনলেই আড়চোখে নিদ্রায় যান কেউ কেউ। বাকিরা আবার সুড়সুড় করে হাত ঢোকান পকেটে। দশ টাকা, কুড়ি টাকা যে যেমন পারেন দেওয়ার চেষ্টা করেন। দিলখুশ হলে মেলে 'আশীর্বাদ'। আর তা না হলেই নেমে আসে অভিশাপের খাঁড়া। কিছু ক্ষেত্রে অশালীনতাও হজম করতে হয়। ভদ্রস্থ গেরস্থ কি আর চায় সেসব হ্যাপা সামলাতে! তাই দাবি পূরণে কোনও কসুর করেন না তাঁরা।

আজকাল ওটিটির দৌলতে গণেশ থেকে গৌরী হওয়ার গল্প অনেকেই জানেন। মুম্বইয়ের ট্রান্সজেন্ডার কর্মী গৌরী সাওয়ান্ত কীভাবে অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত দৌড়েছেন সেকথাও তাঁদের জানা। রাতের অন্ধকার কাটলে যেমন ভোর আসে, তেমনই ওঁদেরও জীবনে সেই ভোর এসেছিল ২০১৪ সালের ১৫ এপ্রিল। বৃহন্নলাদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। কণ্টকাকীর্ণ পথ অবশ্য ফুরোয়নি। কারণ এই সভ্যসমাজের কেউ কেউ মন থেকে মেনে নিতে পারেননি নারী-পুরুষের মতো ওঁরাও মানুষ। ধীরে ধীরে অবশ্য বুঝতে শিখছেন অনেকে।

এরপর দশের পাতায়

পাওয়ার গ্রিডের গাড়িতে সিডেটিভ ড্রাগস

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৭ সেপ্টেম্বর : পাওয়ার গ্রিড অফ ইন্ডিয়ার গাড়িতে পাচারের সময় ১৮ হাজার সিডেটিভ ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করল বীরপাড়া থানার পুলিশ। শনিবার সন্ধ্যায় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে ডিমডিমা চা বাগান এলাকায় গাড়িটি আটক করা হয়। গাড়ি থেকে প্রথমে বাবলু মিয়াঁ এবং শ্যাম রাইকে আটক করা হয়। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। ধূপগুড়ি থেকে ট্যাবলেটগুলি বীরপাড়া এলাকায় বিক্রির জন্য নিয়ে আসছিলেন ওই দুজন, জানিয়েছেন বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস।

শনিবার বাজেয়াপ্ত করা হয় ২২৫০টি ট্যাবলেটের স্ট্রিপ। একেকটিতে ৮টি করে ট্যাবলেট রয়েছে। সেসবের 'ম্যাক্সিমাম রিটেইল প্রাইস' হিসেবে ৭৯ টাকা মুদ্রিত থাকলেও নেশার বাজারে একেকটি স্ট্রিপ বিকোচ্ছে ১৬০ টাকা থেকে ২০০ টাকা দরে। ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জেনেছে, পালের গোদাদের কাছ থেকে প্রতিটি স্ট্রিপ ১২০ টাকা পাইকারি দরে কিনেছিলেন তাঁরা।

দুই পাচারকারীর মধ্যে বাবলু মিয়াঁ ওরফে দেবা বীরপাড়া এলাকায় নেশার সামগ্রী পাচারের অন্যতম পান্ডা, খবর বীরপাড়া থানা সূত্রের। তাঁর বাড়ি বীরপাড়ার ক্ষুদিরামপল্লিতে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল পুলিশ। কিছুদিন আগে ব্রাউন সুগার থাকার খবর পেয়ে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। কিন্তু তাঁর কাছে কিছু পাওয়া যায়নি। এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

সিমেস্টারে আজ প্রথম উচ্চমাধ্যমিক

» পাঁচের পাতায়

সেরা পরিচালক পুরস্কার পুরুলিয়ার কন্যার

» সাতের পাতায়

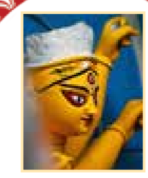

মা আসছেন ২০ দিন পর

অনুপ্রবেশকারীদের মসিহা সেই চিকিৎসক

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৭ সেপ্টেম্বর : যিনি পরিচয়পত্র বানিয়ে দিচ্ছেন, তিনিই আবার টাকার বিনিময়ে থাকার জায়গার বন্দোবস্তও করছেন। বাংলাদেশ থেকে কোনও নাগরিক অবৈধভাবে আলিপুরদুয়ারে এলেই তাই খোঁজ পড়ে জটেশ্বরের ওই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের। গত দশ বছরে অনুপ্রবেশকারীদের দালাল হিসেবে কাজ করে ফুলেফেঁপে উঠেছেন সেই হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানের মালিক তথা চিকিৎসক।

ফালাকাটা ব্লকজুড়ে বাংলাদেশিদের আনাগোনা এবং তাঁদের জাল নথি বানিয়ে দেওয়ার চক্র বর্তমানে ব্যাপক সক্রিয়। বিষয়টি পুলিশ-প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জটেশ্বরের এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কিন্তু পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কারণ, আজ অবধি তাঁর নামে থানায় কোনও লিখিত অভিযোগই হয়নি। স্থানীয়রা বলছেন, এলাকায় জমির দাম নাকি হুহু করে বাড়ছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দৌলতেই। বিশেষ করে জলার ধারের জমি, যেসব একটা সময় কেউ কিনতই না, সেসবই এখন কিনে বসতি গড়ছেন বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীরা। তবে জমি তো আর চাইলেই কেনা যায় না। তারজন্য টাকার জোর যেমন লাগে, তেমনই লাগে নথিপত্রও। আর এই সুযোগেই কারবার ফেঁদে বসেছেন সেই চিকিৎসক। জমির দালালি, সেইসঙ্গে ভুয়ো নথি, জটেশ্বরে আসা অনুপ্রবেশকারীদের কাছে তিনিই মুশকিল আসান। আর এই কারবার চালানোর ফলে গত দশ বছরে এলাকায় অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা যেমন হুহু করে বেড়েছে, তেমনই সেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের আঙুলও ফুলে কলা গাছ।

এরপর দশের পাতায়

ফলাও কারবার

- এলাকার কেউ জমি বিক্রি করতে চাইলে খবর চলে যায় তাঁর কাছে
- সেই জমি বাকিদের থেকে বেশি টাকায় কিনে নেন
- পরে সেই জমি বাংলাদেশিদের কাছে বিক্রি করেন আরও চড়া দামে
- জমি কিনতে প্রয়োজনীয় নথির জোগানদারও তিনি

জয়ন্তী-অশোক ছাড়াই সাজছে কলাবৌ

আজকাল জয়ন্তী আর অশোক গাছের বড়ই আকাল। কলাবৌ সাজাতে যে নয়টি গাছ লাগে তারমধ্যে এই দুটি অন্যতম। বাধ্য হয়ে বিকল্প বেছে নিতে হচ্ছে পুরোহিতদের।

পুজো সংবাদ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : কলা গাছ, সাদা কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান গাছ।

কলাবৌ সাজাতে গেলে প্রয়োজন হয় এই নয়টি গাছ। বাকি গাছগুলি সহজে জোগাড় করা গেলেও গোল বাধছে জয়ন্তী আর অশোক গাছ নিয়ে। কলাবৌ সাজাতে জয়ন্তী এবং অশোক গাছ জোগাড় করতে গিয়ে নাজেহাল হতে হচ্ছে দুর্গাপুজোর আয়োজক থেকে শুরু করে পুরোহিতদের।

পুজোর সময় বিধি পালনে অনেক ক্ষেত্রেই জেনেবুঝে গোঁজামিল দিয়েই মেলাতে হচ্ছে নবপত্রিকা। জয়ন্তী এবং অশোক গাছ জোগাড়ে ব্যর্থ হলে বেলের ডাল বা অন্য কোনও গাছকেই মনে মনে 'বিকল্প' হিসেবে ধরে নিয়ে কাজ সারতে হচ্ছে। এমন কথা অবশ্য সরাসরি স্বীকার করছেন না পুরোহিতরা। তবে আত্মরক্ষার ঢংয়ে বলছেন, পঞ্চমৃত্তিকা, নীলপদ্ম কিংবা সাত সমুদ্রের জলই বা আমরা কোথায় পাই? প্রায় ঠিকঠাকভাবে দুর্গাপুজো করতে অন্তত চারজন পুরোহিত দরকার। এত দাবি করলে আয়োজকরা তো সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত বদলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন।

পুজোমণ্ডপে ঘোমটায় এয়োস্ত্রী'র সাজে গণেশের পাশে দাঁড় করানো কলাবৌ বা নবপত্রিকায় কলা গাছ হল দেবী ব্রহ্মাণীর প্রতীক। সাদা কচু হল সাক্ষাত দেবী কালিকা। হলুদ গাছ উমারূপী দুর্গা। জয়ন্তীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কার্তিকী। দেবী শিবার রূপ বেল গাছ। দেবীর রক্তদন্তিকা রূপের প্রতীক ডালিম গাছ। অশোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শোকরহিতা। দেবী চামুণ্ডার প্রতীক মানকচু এবং দেবী লক্ষ্মীর রূপকল্প হল ধান গাছ। বাংলার গ্রামীণ লোকায়ত দেবদেবী, সংস্কৃতি এবং বিশ্বাস নিয়ে গবেষণা করা ডঃ রত্না রায়ের কথায়, 'অসুরনাশিনী দেবীর বদলে ঘরের মেয়ে উমা হিসেবেই দুর্গাকে দেখতে চেয়েছেন গড়পড়তা বাঙালি। এরপর দশের পাতায়

স্নান করানো হচ্ছে কলাবৌকে। (ইনসেটে) বাঁয়ে অশোক, ডানে জয়ন্তী।

ট্রেনের কামরায় অপেক্ষা... নিউ কোচবিহার স্টেশনে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

সুকান্তর এক্স পোস্টে রবির ছবিতে আগুন

নিশানায় চাঁচল কলেজের টিএমসিপি

কল্লোল মজুমদার

চাঁচল, ৭ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় তৃণমূলের তরফে সেনার আওতাধীন জমিতে বাঁধা প্রতিবাদ মঞ্চ খুলে ফেলার ঘটনায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী-সমর্থকরা মোদি-শা'র ছবি পোড়ানোর পাশাপাশি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতেও আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এরপরই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই নিয়ে সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার। ঘটনাটি গত মঙ্গলবারের হলেও রবিবার সেই ভিডিও (উত্তরবঙ্গ সংবাদ যার সত্যতা যাচাই করেনি) প্রকাশ্যে আসে। সুকান্ত মজুমদার এই নিয়ে কটাক্ষ করে সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'অশিক্ষা, বর্বরতা ও ঔদ্ধত্য চরম সীমায় পৌঁছালে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটতে পারে!' তাঁর আরও সংযোজন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তথাকথিত ভাষা আন্দোলন-এর নামে যেসব ভণ্ডামির নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে, মালদার এই ঘটনাও তারই জঘন্য বহিঃপ্রকাশ। কবিগুরুর ছবি দাহ করার অপচেষ্টার মতো নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডকে যদি প্রতিবাদের অংশ হিসেবে দাঁড় করানো হয়, তবে সেটি বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়।'

যদিও এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন জেলা তৃণমূলের নেতারা।

মঙ্গলবার চাঁচল কলেজ ইউনিট টিএমসিপি-র উদ্যোগে বিজেপির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। সেই সময় কলেজের গেটের

> ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, এই ঘটনা কাম্য নয়। যদি সত্যি এই ঘটনা ঘটে থাকে, তবে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব।
>
> **প্রসূন রায়** জেলা সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস

সামনে বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল মনীষীদের ছবি। বিক্ষোভ চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছবি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, তখন পুড়িয়ে দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম, নেতাজির ছবি।

কলেজ পড়ুয়াদের দাবি, সেদিন কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবু সরকার, চাঁচল কলেজ টিএমসিপি ইউনিটের সভাপতি নাসিমুল হক সোহেল, কলেজ ইউনিটের কোর কমিটির সদস্য বাপি আলি, রকি হোসেন, ফাইয়াজ আলম, মিরাজ হোসেন সহ অন্যরা।

ঘটনায় বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, 'আমরা কোন বর্বর রাজ্যে বাস করছি, এই ঘটনা তারই প্রমাণ। তৃণমূল মুখে বাংলার কথা বলবে আর রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আগুন দেবে, তা হয় না। মানুষ সব বুঝতে পারছেন। তৃণমূলের জমানায় বাংলার ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। জানি না, পুলিশ কী করছে? অবিলম্বে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' এই ঘটনার প্রতিবাদে কুশমণ্ডিতে বিজেপি পথ অবরোধ করে।

যদিও টিএমসিপি-র জেলা সভাপতি প্রসূন রায়ের সাফাই, 'আমার কাছে অভিযোগ এসেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। মনে হয় না কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ঘটনা ঘটাবে। তবে ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, এই ঘটনা কাম্য নয়। যদি সত্যি এই ঘটনা ঘটে থাকে, তবে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব।'

ট্রেনের নতুন স্টপ

নিউজ ব্যুরো

৭ সেপ্টেম্বর : উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক যোগাযোগ উন্নত করতে এবং ভ্রমণে আরও স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করতে কাটিহার ডিভিশনের অধীনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের জন্য নতুন স্টপ চালু করেছে। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে, ট্রেন নম্বর ১৩১৪১/১৩১৪২ (শিয়ালদা-নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদা) তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসকে কানকি স্টেশনে নতুন স্টপ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে, আজমনগর রোড স্টেশনে ট্রেন নম্বর ১৩১৪৫/১৩১৪৬ (কলকাতা-রাধিকাপুর-কলকাতা) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নম্বর ১৩০৫৩/১৩০৫৪ (হাওড়া-রাধিকাপুর-হাওড়া) কুলিক এক্সপ্রেসের জন্য স্টপ দেওয়া হয়েছে। এই নতুন স্টপগুলি বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সংখ্যক যাত্রীকে উপকৃত করবে। যার ফলে আঞ্চলিক যোগাযোগ মজবুত হবে। পাশাপাশি ভ্রমণও স্বাচ্ছন্দ হবে।

দাঁড়িয়ে রাজধানী এক্সপ্রেস

ক্রসিংয়ে লরি, গেট খোলাই

এই মালবাহী গাড়ি থেকেই সিমেন্ট আনলোডিংয়ের কাজ চলছে।

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : রেললাইন দিয়ে একনাগাড়ে লরি যাওয়ার জন্য লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ করতে পারেননি রেলকর্মী। যার জেরে স্টেশনেই দাঁড়িয়ে থাকল রাজধানী এক্সপ্রেস। প্রায় ৮-১০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেনটি। একইসঙ্গে তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসকে স্বাভাবিকের থেকে বেশি সময়ে স্টেশনে রাখা হয়। রবিবার এমন ঘটনায় কিছুটা হলেও বিপাকে পড়তে হয়েছে রেলের আধিকারিকদের। তবে ধূপগুড়িতে ২টি ট্রেন বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকলেও পরবর্তীতে টাইম মেকআপ করে গন্তব্যের দিকে গিয়েছে ট্রেন ২টি।

রেলমন্ত্রক জানিয়েছে, ডিব্রুগড়গামী রাজধানী এক্সপ্রেস ও শিয়ালদাগামী তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস গড়ে ৮-১০ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল। মূলত রেলস্টেশনের পাশেই ইয়ার্ডে মালবাহী ট্রেন (সিমেন্টবোঝাই) দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানেই সিমেন্ট ওঠানো-নামানোর কাজ চলছিল। সিমেন্ট ওঠানো-নামানোর জন্য স্টেশনের ইয়ার্ডে ট্রাক চলাচল করছিল। ইয়ার্ডে ট্রাক চলাচলে ভিড় জমে গিয়েছিল।

এমনকি সেখানে কর্মরত কর্মীও নতুন ছিলেন। তিনি ভিড় দেখে কিছুটা হিমসিম খেয়ে যান। এতেই লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ করতে পারেননি।

ধূপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মনোজ সিং বললেন, 'ইয়ার্ডে সিমেন্ট লোডিং ও আনলোডিংয়ের কাজ চলছিল। সেই কারণেই ট্রাক যাতায়াত করছিল। এই ভিড়েই লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ করতে পারেননি।'

তবে স্টেশনে মালবাহী ট্রেন ঢুকলে ওই চত্বর দিয়ে ট্রাক চলাচল নিয়ে প্রায়ই অভিযোগ হয়। কখনও

> ইয়ার্ডে সিমেন্ট লোডিং ও আনলোডিংয়ের কাজ চলছিল। সেই কারণেই ট্রাক যাতায়াত করছিল। এতে লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ করতে পারেননি।
>
> **মনোজ সিং** সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ধূপগুড়ি স্টেশন

বেপরোয়াভাবে ট্রাক চলাচল করছে, তো কখনও সিমেন্টবোঝাই ট্রাকগুলি ত্রিপল দিয়ে না ঢেকে, ধুলো উড়িয়ে চলছে। একাধিকবার রেল কর্তৃপক্ষ ও ট্রাকচালকদের জানিয়েও সুরাহা হয়নি বলেও অভিযোগ।

এক যাত্রী রাজেশ ঘোষের কথায়, 'এটি নতুন ঘটনা নয়, স্টেশনের ইয়ার্ডে ট্রাকগুলি মালবোঝাই করার জন্যে নিজেদের মধ্যেই হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয়। এতে বেপরোয়াভাবে যেমন ছুটছে, তেমনি ধুলো উড়িয়ে বিরক্ত করে তুলছে। এদিনও একই ঘটনা ঘটিয়েছে।'

জিএসটি কমার সিদ্ধান্তকে স্বাগত শ্যাম স্টিলের

নিউজ ব্যুরো

৭ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সিমেন্টের ওপর জিএসটি ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করেছে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে দেশের নির্মাণ ও আবাসন ক্ষেত্র।

শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ডিরেক্টর ললিত বেরিওয়ালা এই সম্পর্কে বলেন, 'সরকারের এই সিদ্ধান্ত একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। সিদ্ধান্তটি নির্মাণ খরচ ও আবাসন ব্যয়কে কমাতে সাহায্য করবে। সঙ্গে দেশের পরিকাঠামো বৃদ্ধির হারকে বাড়াতে সাহায্য করবে।'

তিনি আরও বলেন, 'সিমেন্ট ও ইস্পাত হল নির্মাণশিল্পের মেরুদণ্ড। এই পদক্ষেপ নির্মাণ ক্ষেত্রকে সহায়তা করবে এবং ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড হল বর্তমানে দেশের অন্যতম টিএমটি বার প্রস্তুতকারক সংস্থা। সংস্থাটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন ভারতীয় রেল, প্রতিরক্ষা সহ একাধিক পরিকাঠামো উদ্যোগকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

তারা টিএমটি বার, স্পঞ্জ আয়রন ও ফেরো অ্যালয় উৎপাদন করে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভারতের পাশাপাশি বিদেশেও তাদের ব্যবসা রয়েছে।

NOTICE
In the Court of Ld. Civil Judge, Sr. Division (S), Cooch Behar
Misc. Probate Case 05/2024.
Kiran Chandra sarkar
@Kiran Sankar Sarkar
...Petitioner.

It is notified for General Information that Sri Kiran Chandra Sarkar @Kiran Sankar Sarkar of Vill. Kalarayerkuthi, P.O. & P.S. Pundibar, Dist. Cooch Behar filed an application of grant of Probate of the will of deceased Smt. Chameli Talukdar W/O. Lt. Basanta Talukder of Vill. Madhya Kalarayerkuthi, P.O. & P.S. Pundibar, Dist. Cooch Behar before this court. If anybody has any objection/claim he/she may appear and filed objection within 1 month before this court after publication of this notice failing which the matter will be heard exparty.

By order
Supriya Mandal
Sheristadar
Ld. Civil Judge, Sr. Division
Cooch Behar

বিক্রয়

জমি বিক্রয় করতে চাই, পাতি কলোনি, 47 No. Ward- 2½ কাঠা। M : 7001443173. (C/118213)

জ্যোতিষ

সূরাচার্য্য (জ্যোতিষ গোল্ড মেডেলিস্ট) শিলিগুড়িতে বসছেন হোটেল প্রকাশে এই মাসে 6/9 থেকে 10/9 (M) 9123306469. (C/117954)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি/কুচবিহারবাসীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। সিরিয়াস ব্যক্তি আবশ্যক। 8240311982. (K)

•

শিলিগুড়ি সেবক রোডে দরজা এবং U.P.V.C Window শোরুমের জন্য সেলসম্যান লাগবে। M : 8001040040.

হারানো/প্রাপ্তি

গত 12/07/25 তারিখে আমার কাস্ট সার্টিফিকেট (Old No. 1908/APD-I/SC & New No. WB2001SC201300580) হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তবে নীচের ঠিকানায় দেওয়ার অনুরোধ করছি। প্রভাত বর্মন, পিতাঃ গৌরাঙ্গ বর্মন, মেজবিল, আলিপুরদুয়ার, ফোন - 9382357309. (C/118214)

অ্যাফিডেভিট

Birth Certificate আমার ও স্বামীর নাম ভুল থাকায় 29/5/25 তারিখে মেখলিগঞ্জ 1st Class Magistrate-এ আমার নাম Latika Khatun ও স্বামীর নাম Jakir Md করা হলো।

•

আমি Abdul Mannan Miya, S/o Karim Miya, সাকিন- রুনিবাড়ি, নিশিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার 2/9/25 তারিখে মাথাভাঙ্গা ই এম কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই, 17-09-1987 তারিখে আমার জন্ম হয়। (C/117963)

•

আমি Rakhal Dey (Old Name) পিতা মৃত Narendra Ch. Dey ঠিকানা- Hitendra Narayan Road By Lane Tetul Tala, Ward No. 18, Cooch Behar, Pin- 736101, West Bengal নোটারি পাবলিক/ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট Alipurduar কোর্ট, Dist- Alipurduar-এর Affidavit দ্বারা (New Name) Rakhal Chandra Dey নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 469 Dated 3/9/25 (Old Name ও New Name) একই ব্যক্তি। (B/S)

ফের বেফাঁস তৃণমূলের রহিম বক্সী

পদ্মের বিধায়কের গলায় অ্যাসিড ঢালার হুমকি

মুরতুজ আলম

সামসী, ৭ সেপ্টেম্বর : ফের বেফাঁস মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন মালদা জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। এবার বিজেপি বিধায়কের গলায় অ্যাসিড ঢালার হুমকি দিয়েছেন তিনি। চাঁচল-২ ব্লক তৃণমূলের তরফে গৌড়হণ্ড এনায়েতনগরে ভিনরাজ্যে বাঙালিদের উপর আক্রমণ এবং বাংলা ভাষার অপমান নিয়ে একটি বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজিত করা হয়। শনিবার সন্ধ্যায় সেখানেই ফের বিতর্কিত মন্তব্য করেন রহিম বক্সী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন,জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুল হাই, জেলা পরিষদ সদস্যা রেহেনা পারভিন, দলের চাঁচল-২ ব্লক সভাপতি আবু কালাম আজাদ প্রমুখ। সেই সমাবেশের মঞ্চ থেকেই একের পর এক বেফাঁস মন্তব্য করেন দলের জেলা সভাপতি।

এনায়েতনগরের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন রহিম বক্সী।

সেখানে বিজেপি বিধায়কের গলায় অ্যাসিড ঢেলে কণ্ঠ বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। শুধু তাই নয়, এলাকায় কেউ বিজেপি করলে বয়কট করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন। এমনকি বিজেপির পতাকা ছেঁড়ার পাশাপাশি সাংসদকে পেটানোর হুঁশিয়ারিও দেন।

যদিও তাঁর মুখে এই ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য নতুন নয়। এর আগেও বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে বারবার বিরোধীদের বেলাগাম আক্রমণ করেছেন তিনি। আব্দুর রহিম বক্সী সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় নাম না করেই শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষকে নিশানা করে বলেন,'যে বিজেপি বিধায়ক বিধানসভায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা বলছেন, তাঁর গলায়

> নিজের বিধানসভায় মালতীপুরে রহিম বক্সীর হার একপ্রকার নিশ্চিত ভেবেই ভোটের আগে উলটোপালটা মন্তব্য করে বাজার গরম করে শিরোনামে আসতে চাইছেন।
>
> **খগেন মুর্মু** বিজেপি সাংসদ, উত্তর মালদা

এমনভাবে অ্যাসিড ঢালব যাতে কণ্ঠ বন্ধ হয়ে যায়। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার লোক খুন হচ্ছে। এখানে যাঁরা বিজেপি করছেন, তাঁরা প্রতিবাদ করছেন না। তাই এলাকায় বিজেপি করা যাবে না। মানুষকে বলব, বিজেপি বয়কট করুন। বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে দিন।' বিজেপি সাংসদকে পেটানোর হুমকিও দেন তিনি। উত্তর মালদার বিজেপি বিধায়ক খগেন মুর্মু চাঁচল থানায় ২০ ঘণ্টা ধর্নায় বসেছিলেন। সেই ঘটনাকে 'অগণতান্ত্রিক' বলে আখ্যা দেন রহিম বক্সী।

এনিয়ে পালটা তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি। সাংসদ খগেন মুর্মুর বক্তব্য,'সামনে বিধানসভা ভোট আসছে। নির্বাচনে শাসকদলের একটা আতঙ্ক আছে। রাজ্যে খারাপ ফল করবে ওরা। মালদা জেলায়ও তৃণমূল গোহারা হারবে। নিজের বিধানসভায় মালতীপুরে রহিম বক্সীর হার এক প্রকার নিশ্চিত ভেবেই ভোটের আগে উলটোপালটা মন্তব্য করে বাজার গরম করে শিরোনামে আসতে চাইছেন।'

যদিও শাসকদলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী সাফ বলেন,'আমি কোনও বেফাঁস মন্তব্য করিনি।'

আজ টিভিতে

জোয়ার ভাঁটা নতুন বাংলা ধারাবাহিক রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ মান মর্যাদা, দুপুর ১২.১৫ মহাগুরু, বিকেল ৪.০০ প্রতিবাদ, সন্ধে ৭.০০ মানিক, রাত ১০.১৫ শিকারি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বস-বর্ন টু রুল, বেলা ১১.৩০ টক্কর, দুপুর ২.৩০ বৌমার বনবাস, রাত ১১.০০ বাজি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সানাই

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জন্মদাতা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.০০ বঞ্জারন, দুপুর ১২.০০ এলান, বিকেল ৩.০০ দিওয়ানা মস্তানা, সন্ধে ৭.০০ বর্ডার, রাত ১০.০০ ইজ্জতদার

জি ক্লাসিক : সকাল ৯.১৮ পেয়ারি ব্যাহেনা, দুপুর ১২.১৬ মাঙ্গ ভরো সজনা, বিকেল ৩.৩৩ খুদা কসম, সন্ধে ৭.০০ রোটি কপড়া অওর মকান, রাত ১০.৪০ ইন্তেকাম

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৩০ সূরয়া : দ্য সোলজার, দুপুর ২.৩৫ দ্য কেরালা স্টোরি, বিকেল ৫.২২ দ্য সবরমতী রিপোর্ট, সন্ধে ৭.৫৫ সিংহম এগেইন, রাত ১০.৪৫ রাবণাসুরা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৩ এনএইচ টেন, দুপুর ১.২৮ রাঞ্ঝনা, বিকেল ৩.৪৮ গল্লি বয়, সন্ধে ৬.৩১ ডন-টু, রাত ৯.০০ কহানি-টু, ১১.১১ বিয়ন্ড দ্য ক্লাউডস

হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ডেথলি হ্যালোজ-টু দুপুর ১২.১৫ এবং রাত ৯.০০ স্টার মুভিজ

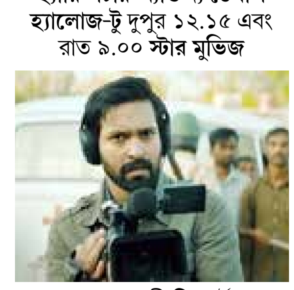
দ্য সবরমতী রিপোর্ট বিকেল ৫.২২ জি সিনেমা এইচডি

স্টার মুভিজ : দুপুর ২.১৫ নাইট অ্যাট দ্য মিউজিয়াম, বিকেল ৪.০০ ব্রেভ, সন্ধে ৭.১৫ ফ্রি গাই, রাত ১১.০০ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর

চিরসখা রাত ৯.০০ স্টার জলসা

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ ভাদ্র, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ২২ ভাদ, সংবৎ ১ আশ্বিন বদি, ১৫ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৪, অঃ ৫।৪৭। সোমবার, প্রতিপদ রাত্রি ১০।২৩ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ১০।১৩। ধৃতিযোগ দিবা ৯।৫। বালবকরণ দিবা ১১।১০ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১০।২৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, অপরাহ্ণ ৪।২৫ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ১০।১৩ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১০।১৩ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১০।২৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১০।২৩ গতে উত্তরে। কালবেলাদি- ৬।৫৭ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।৪১ গতে ৪।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ১০।৮ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৬।৪৭ গতে উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ১০।১৩ গতে দক্ষিণে শুভ, রাত্রি ১০।২৩ গতে মাত্র পূর্ব্বে নিষেধ। শুভকর্ম্ম- বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস (৮ সেপ্টেম্বর)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১১।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৯ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।১০ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।১৪ গতে ৪।৫৩ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারেন। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা চলবে। বৃষ : পারিবারিক কোনও কাজে দূরে যেতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক বজায় থাকবে। মিথুন : অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হতে পারে। কর্কট : খুব নিকটজনের দ্বারা প্রচুর অর্থক্ষতি। মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের সম্ভাবনা। সিংহ : নতুন কোনও কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। মাথাব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। কন্যা : ধার শোধ করতে পেরে স্বস্তি। কাপড়, লোহা প্রভৃতি ব্যবসায় লাভ হবে। তুলা : খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। পথে বিতর্কে জড়ালেই খুব সমস্যা হতে পারে। বৃশ্চিক : ব্যবসায় সামান্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। হার্টের রোগীরা সাবধানে থাকুন। ধনু : মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। পাওনা আদায় হবে। মকর : আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। কুম্ভ : বাড়িতে অতিথির আগমন। ভাইয়ের সুসংবাদে খুশি হবেন। মীন : সংসারের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। শ্লেষ্মাজনিত সমস্যায় ভোগান্তি।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুলিশের সাফল্য

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত মালদার তরুণ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৭ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটায় ফের ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার হলেন এক তরুণ। ধৃতের নাম সামশের মিয়াঁ। বাড়ি মালদার কালিয়াচকে। শনিবার রাতে ফালাকাটা স্টেশনবাজার এলাকা থেকে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ক'দিন আগেও মালদারই এক তরুণকে কয়েক গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পুলিশের দাবি, ওই তরুণ ফালাকাটায় ব্রাউন সুগার হাতবদল করতে এসেছিল। পুজোর মুখে বারবার ব্রাউন সুগার উদ্ধার ও অন্য জেলার তরুণরা গ্রেপ্তার হওয়ায় উদ্বিগ্ন শহরের নাগরিকরা।

রবিবার ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমরা এক তরুণকে ধরে তল্লাশি করি। তার কাছ থেকে ২০৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এদিন তাকে আদালতে তোলা হয়।'

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, তাদের কাছে গোপন খবর ছিল, এক তরুণ ফালাকাটায় ব্রাউন সুগার হাতবদল করতে পারেন। সেভাবেই সাদা পোশাকের পুলিশ ওঁত পেতে বসে ছিল। শনিবার ফালাকাটা স্টেশনবাজার এলাকায় এক সন্দেহভাজন তরুণকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তল্লাশি চালাতেই ব্রাউন সুগারের প্যাকেট বের হয়। পরে ঘটনাস্থলেই যাবতীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

ফালাকাটার স্টেশনবাজার এলাকায় ধৃত তরুণ।

জয়গাঁয় মাদক সহ ধৃত তরুণ।

সিডেটিভ ড্রাগস সহ গ্রেপ্তার ২

জয়গাঁ, ৭ সেপ্টেম্বর : শনিবার দুই বন্ধু রাত বাড়তেই বেরিয়েছিলেন খদ্দেরদের হাতে 'মাল ডেলিভারি' করতে। কিন্তু 'মাল ডেলিভারি' আর করা হয়নি তাঁদের। কারণ তার আগেই সিডেটিভ ড্রাগস সহ জয়গাঁ থানার পুলিশের জালে ধরা পড়লেন ছোট মেচিয়াবস্তির দুই তরুণ। এই দুই তরুণের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১৫০টি সিডেটিভ ড্রাগস। ধৃতদের রবিবার আলিপুরদুয়ার আদালতে পাঠানো হয়। আদালত ধৃতদের সাতদিনের রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছে।

এবিষয়ে জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া বলেন, 'নেশামুক্ত জয়গাঁ আমাদের লক্ষ্য। তার জন্য যেখান থেকে নেশা জাতীয় দ্রব্য কারবারের কথা আসছে আমরা সেখানেই অভিযানে নামছি। নেশার কারবার বরদাস্ত করা হবে না।'

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম বিজয় সূত্রধর এবং ছিরিং লামা। জয়গাঁ ছোট মেচিয়াবস্তি এলাকায় গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায় জয়গাঁ থানার পুলিশ। স্থানীয়রা এই দুই বন্ধুর নেশার কারবারের কথা পুলিশের কাছে জানিয়েছেন। রাত হলেই ছোট মেচিয়াবস্তির গলিতে গলিতে চলত দেদার নেশার কারবার বলে অভিযোগ। ধৃত বিজয় ও ছিরিংয়ের বাড়ির সামনে বহিরাগত ছেলেদের আড্ডা বসত রাত বাড়লেই বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন স্থানীয়রা। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে বহিরাগত তরুণদের আনাগোনা কমেছিল এলাকায়। কিন্তু নেশার কারবার কমেনি। এলাকার তরুণদের অন্ধকার জগতে নিয়ে যাচ্ছিলেন বিজয় ও ছিরিং বলেও অভিযোগ। এলাকার বেশিরভাগ বাড়িতেই নেশাদ্রব্য সেবন নিয়ে বাড়ছিল অশান্তি। এরপর পুলিশে অভিযোগ জানান স্থানীয়রা।

রাতে কারবার

- জয়গাঁ ছোট মেচিয়াবস্তি এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ
- অভিযানে বিজয় সূত্রধর এবং ছিরিং লামা নামে দুই তরুণ গ্রেপ্তার হন
- রাত হলেই ছোট মেচিয়াবস্তির অলিগলিতে নেশার কারবার চলে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের

গ্রামে ঢুকে ফসল নষ্ট করছে হাতির পাল

বিদ্যুতের ঝুলন্ত ফেন্সিং অকেজো

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ৭ সেপ্টেম্বর : কুমারগ্রাম ব্লকের রাধানগর, বারবিশা, ডাঙ্গাপাড়া, আদিবাসী ফুলগ্রাম সহ জঙ্গল লাগোয়া জনপদগুলিতে হাতির হানা রুখতে ইলেক্ট্রিক হ্যাংগিং ফেন্সিং দেওয়া হয়েছিল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বারবিশা বিটের জঙ্গল ঘেঁষে দেড় কিমি দীর্ঘ বিদ্যুতের তারের ঝুলন্ত বেড়া অকেজো হয়ে পড়েছে। ফলে অবাধে বুনো হাতির পাল ঢুকে পড়ছে গ্রামে। খেতের ফসল, ঘরবাড়ি, গাছ বাগান নষ্ট করে দিচ্ছে। শনিবার রাতেও পাঁচটি হাতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বারবিশা ও ডাঙ্গাপাড়ায় তাণ্ডব চালায়, ধানখেত তছনছ করে। ঘটনার জেরে ছয়-সাতজন কৃষকের মাথায় হাত। দ্রুত ঝুলন্ত ফেন্সিং মেরামত সহ রাতে বনকর্মীদের নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

রবিবার ভক্সা রেঞ্জের এক বনাধিকারিক বলেন, 'এদিন সকালে বারবিশা বিটের বনকর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত ধানখেত ঘুরে দেখেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সরকারিভাবে ক্ষতিপূরণ পেতে নির্দিষ্ট ফর্মে কৃষকদের আবেদনের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। বিকল ঝুলন্ত ফেন্সিং ঠিক করার পাশাপাশি রাতে বনকর্মীদের টহলদারিও বাড়ানো হবে।'

এদিকে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক তপন চৌধুরীর বক্তব্য, গ্রামে হাতির হানা নতুন নয়। দু-তিনটি তারের সমান্তরাল ফেন্সিং হটিয়ে ঝুলন্ত ফেন্সিং দেওয়ার পর হাতির হানা ঠেকানো গিয়েছিল। কিন্তু এই ঝুলন্ত ফেন্সিংয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো হচ্ছে না। যে কারণে সেটি কাজ করছে না। একপ্রকার বিনা বাধায় হাতি খাবারের লোভে গ্রামে তাণ্ডব চালাচ্ছে।

ঝুলন্ত ফেন্সিং রক্ষণাবেক্ষণে বন দপ্তরের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন ক্ষতিগ্রস্ত আরেক কৃষক তপন দাসও। তাঁর সংযোজন, 'বিপদের সময় ফোনে যোগাযোগ করেও বনকর্মীদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। হাতি প্রত্যেক বছর খেতের ফসল নষ্ট করছে। আবেদন জানিয়েও সঠিক ক্ষতিপূরণ পাচ্ছি না।' একইভাবে ক্ষোভের কথা উগরে দিয়েছেন বারবিশার ১০/৮৭ বুথের প্রদীপকুমার দাস, পল্টু দাস, মতি চৌধুরী, নয়ন দাস, বিমলচন্দ্র দাসের মতো অনেকেই।

আদিবাসী ফুলগ্রামের বাসিন্দা সঞ্জয় ভগত জানাচ্ছেন, ঝুলন্ত ফেন্সিং বিগত নয় মাসে তিনবার খারাপ হয়েছে। ঠিক করার পর ফের অকেজো হয়ে গিয়েছে। শেষবার নষ্ট হওয়ার পর প্রায় তিন মাস হতে চলল ঠিক করা হয়নি। বর্ষা শুরুর আগে ফেন্সিংয়ের নীচের ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করা হলে এমন পরিস্থিতি হত না, কারণ ঝুলন্ত ফেন্সিংয়ের তার আগাছার সংস্পর্শে এলে সেটি কাজ করে না বলে বক্তব্য তাঁর।

আরেক বাসিন্দা স্বপন ভগতের দাবি, চলতি বছরে হাতির হানায় ভুট্টাখেতের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ধানখেতের ক্ষতি করল হাতি।

বারবিশা ১০/৮৭ বুথে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত ধানখেত।

গাফিলতি

- দু'-তিনটি তারের সমান্তরাল ফেন্সিং হটিয়ে ঝুলন্ত ফেন্সিং দেওয়ার পর হাতির হানা ঠেকানো গিয়েছিল
- ঝুলন্ত ফেন্সিংয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো হচ্ছে না, যে কারণে সেটি কাজ করছে না
- একপ্রকার বিনা বাধায় হাতি খাবারের লোভে গ্রামে তাণ্ডব চালাচ্ছে

বৃষ্টির মজা। আলিপুরদুয়ারের কলেজ হল্টে রবিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সাইবার ক্রাইম রুখতে প্রচার পুজো প্যান্ডেলে

শামুকতলা বজরং ভবনে পুজো কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক পুলিশের।

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৭ সেপ্টেম্বর : লাগাতার সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালানোর পরেও বেড়ে চলেছে সাইবার ক্রাইম। নানা কায়দায় নতুন কৌশলে গ্রামের সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে সাইবার ক্রাইম ঘটেই চলেছে। সাইবার ক্রাইম রুখতে এবার হাতিয়ার পুজো কমিটিগুলি। পুজো প্যান্ডেলে সাইবার ক্রাইমের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে মানুষকে সচেতন করার কর্মসূচি নিতে চলেছে শামুকতলা থানার পুলিশ।

দর্শনার্থীদের সচেতনতার উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। রবিবার এ নিয়ে শামুকতলা বজরং ভবনে ওই থানা এলাকার ৭২টি পুজো কমিটির কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করে পুলিশ। এছাড়া এদিন পুজো কমিটিগুলিকে সরকারি বিধিনিষেধ মেনে পুজো করার কড়া বার্তা দেওয়া হয়। কোনওভাবে পুজো কমিটিগুলির গাফিলতির ফলে শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও বার্তা দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। এছাড়া নারী পাচার, বাল্যবিবাহ রোধ এবং সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়েও সচেতন করার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে শামুকতলা থানার পুলিশ। এছাড়া বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুলোকেও কাজে লাগাতে চাইছে পুলিশ।

শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানান, আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নির্দেশে এবার পুজোয় এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়ায় জোর দিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। বিভিন্ন লিফলেট, ব্যানার ইত্যাদি সরবরাহ করা হবে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই প্রচার অভিযান চলার পাশাপাশি পুজো প্যান্ডেলগুলিতে এই ধরনের প্রচার থাকলে সহজেই মানুষকে সচেতন করা যাবে।

শামুকতলা শক্তি সংঘ পুজো কমিটির সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস বলেন, 'পুলিশের পক্ষ থেকে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই আমরা মেনে চলব।'

তলব মিলতেই প্রাণ এল হাটে

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৭ সেপ্টেম্বর : বোনাস এখনও মেলেনি বটে, তবে বহু বাগানেই মাসের প্রথমে যে 'তলব' হওয়ার কথা, সেটা হয়ে গিয়েছে। খাইখরচের ওই টাকার ওপর ভরসা করেই পুজোর মাসের প্রথম রবিবারে ডুয়ার্সের হাট থেকে কেনাকাটা সারলেন শ্রমিকরা। একাধিক স্থানে এদিন বৃষ্টি মাথায় করেই হাটে আসেন ক্রেতারা। এবারে অপেক্ষা পরম আকাঙ্ক্ষিত বোনাসের। সরকারি নির্দেশিকা মোতাবেক যা ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দিয়ে দেওয়ার কথা। সেই হিসেবে আগামী ১৪ তারিখের রবিবাসরীয় হাট আরও জমে উঠবে বলেই মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। মালবাজার হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কমল দত্তর সরেস প্রতিক্রিয়া, 'বলতে পারেন এদিন ছিল ৫০ ওভারের ওয়ান ডে। বোনাস হলে টি টুয়েন্টির মারকাটারি ইনিংস শুরু হবে।' শ্রমিকদের মতো ব্যবসায়ীরাও চাইছেন বাগানগুলি দ্রুত ওই টাকা দিয়ে দিক।

রাজ্যের অ্যাডভাইজারির পর এখনও পর্যন্ত ডুয়ার্সের জুরন্তি, মেচপাড়া, মাঝেরডাবরির মতো তিনটি চা বাগানে বোনাস হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে বহু বাগানে ৭ তারিখ সাপ্তাহিক কিংবা পাক্ষিক মজুরি দেওয়ার চল আছে। সেই দিনটি এবার রবিবার পড়ে যাওয়ায় তা দস্তুর অনুযায়ী শুক্র কিংবা শনিবার দেওয়া হয়েছে। সেটাই ছিল দিন-আনি-দিন-খাই গোছের চা শ্রমিকদের পুজোর বিকিকিনির যখের ধন।

পশ্চিম ডুয়ার্সের সবচেয়ে বড় হাট ওদলাবাড়ির কথাই ধরা যাক। খদ্দেরদের গন্তব্য ছিল জামাকাপড়ের দোকান। পাথরঝোরা চা বাগানের সোমারি ওরাওঁ নামে এক পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলা শ্রমিক বলেন, 'নাতির জন্য একটি বাবা সুট কিনলাম। বোনাস হলে বাড়ির অন্যদেরটা কিনব।' ওই হাটে রেডিমেড পোশাক বিক্রি করেন আশরাফুল ইসলাম নামে এক ব্যবসায়ী। তিনি বলেন, 'সকাল থেকে দোকান সাজিয়ে বসেছিলাম। কিছু বেচাকেনা হলেও আসল বাজার বোনাস না হলে জমবে না।' হাটের জামাকাপড়ের আরেক দোকানি নীরজ রায়ের আশা, আগামী রবিবার থেকে বাজারে তেজি ভাব আসবে। স্বপন মালাকার নামে এক জুতোর ব্যবসায়ী বলেন, 'প্রথম রবিবার একরকম গেল। দ্বিতীয় রবিবারই আমাদের সবার পাখির চোখ।'

রবিবার মেটেলির সাপ্তাহিক হাটে বিঘ্ন ঘটায় বৃষ্টি। সুদীপ দাস নামে এক কাপড়ের ব্যবসায়ী পুজোর জন্য বেশি পণ্য তুলেছেন। বোনাসের পর বিক্রি বাড়ার আশায় রয়েছেন। একইরকম ছবি ছিল চালসা ও মঙ্গলবাড়ির হাটেরও। নাগরাকাটায় এদিন হাট বসেছিল লুকসান ও চম্পাগুড়িতে। লুকসানে সপরিবার কেনাকাটি করতে এসেছিলেন চ্যাংমারি চা বাগানের মানা লাইনের শুক্রা সাঁওতাল। ওই শ্রমিক বলেন, 'শুনেছি দু'একদিনের মধ্যেই আমাদের বোনাস হয়ে যাবে। তার আগে তলবের টাকা দিয়েই বাড়ির ছোটদের জন্য অল্পকিছু রেডিমেড পোশাক কিনলাম।' এদিন বানারহাট ও চামুর্চি চেকপোস্টের সাপ্তাহিক হাটে ভিড় ছিল অন্য রবিবারের মতোই। ব্যবসা জমে ওঠা বলতে যা বোঝায় তা না হলেও পুজোর গন্ধ কিন্তু ছিল যথেষ্ট। বানারহাট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি তথা কাপড় ব্যাবসায়ী শান্তি দত্ত জানালেন, যা বিক্রিবাটা হয়েছে তা মূল ক্রেতা চা শ্রমিকদের মজুরির ওপর ভরসা করে। অনেকে এদিনই নতুন জামাকাপড় কিনতে না পারলেও নেড়েচেড়ে পছন্দ করে গিয়েছেন।

হাট ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, এবছর কমবয়সি ছেলেমেয়েদের ঝোঁক ঢিলেঢালা জিনস প্যান্টে। হাটের নিজস্ব ভাষায় যা 'ঢাপলুং'। চম্পাগুড়ি হাটের এক রেডিমেড জামাকাপড়ের ব্যবসায়ী প্রকাশ প্রসাদের কথায়, 'গত বছর ছিল চাপা জিনসের ট্রেন্ড। এবার উলটোটা।'

রবিবার লুকসান হাটে ক্রেতাদের ডেস্টিনেশন ছিল পোশাকের দোকানই।

২০ দিনেই রূপ পাবে শক্তি সংঘের প্রতিমা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৭ সেপ্টেম্বর : বেশিরভাগ পুজো কমিটির প্রতিমা তৈরির কাজ অনেক আগে শুরু হয়ে গিয়েছে। দিনরাত এক করে কাজ চালাচ্ছেন মৃৎশিল্পীরা।তবে কলকাতা থেকে ভাস্কররা আসতে দেরি করায় শামুকতলা শক্তি সংঘ ক্লাবের দুর্গা প্রতিমার কাজ শুরু করা যায়নি এতদিন।

হাতে এখনও তিন সপ্তাহের বেশি সময় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কাঠামোপুজোর মধ্যে দিয়ে শামুকতলা শক্তি সংঘ ক্লাবের দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হল রবিবার।

কলকাতা এবং শামুকতলার শিল্পীরা একসঙ্গে প্রতিমা তৈরি করবেন। সোমবার থেকে জোরকদমে কাজ শুরু হবে।

রবিবার রীতি মেনে, ঢাকের বোল আর মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে ক্লাবের কাঠামোপুজো করা হয়।

প্রতিমাশিল্পী বাবুয়া দাস বলেন, 'এবছর প্রায় ৩৫টি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছি আমরা। তার মধ্যে ৩৩টি প্রতিমা নির্মাণের কাজ শেষের দিকে। দুটি প্রতিমার কাজ সোমবার থেকে শুরু করা হবে। এখানকার শিল্পীদের পাশাপাশি কলকাতার শিল্পীরাও কাজ করবেন। দুই শিল্পী ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ারে এসে পৌঁছেছেন। আগামীকাল থেকে তাঁরা কাজ শুরু করবেন।'

ক্লাবের সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস বলেন, 'কাঠামোপুজো করে দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হল। পুজোর ক'দিন বাল্যবিবাহবিরোধী, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, সাইবার ক্রাইম এবং ড্রাগসবিরোধী প্রচার চালানো হবে।'

ভোজনপুর গিলছে তোর্ষা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৭ সেপ্টেম্বর : ভাগ্যিস তিন-চারদিন আগে খুঁটি থেকে তার খুলে নিয়েছিল বিদ্যুৎ দপ্তর। বলছেন ডাউয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ আমবাড়ি ভোজনপুর গ্রামের বাসিন্দারা। কারণ, রবিবার বিদ্যুতের সেই খুঁটিটি তোর্ষার গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। সেই এলাকায় তোর্ষার করাল গ্রাসে শয়ে শয়ে বিঘা জমিজিরেত বিলীন হয়ে যাচ্ছে। জমিজিরেত হারিয়ে অনেকেই সর্বস্বান্ত হওয়ার মুখে। পরিস্থিতি ভয়াবহ।

নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কারণেই এমনটা হচ্ছে বলে জানিয়েছে সেচ দপ্তর। এদিকে, প্রতিদিন এলাকার বিভিন্ন জমি যেভাবে তোর্ষার গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে, তাতে ঘুম উড়েছে এলাকার বাসিন্দাদের। ভাঙনের ভয়াবহতার খবর পেয়ে সেচ দপ্তরের তরফে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে বিভিন্ন আধিকারিক ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে গিয়েছেন। রবিবার ঘটনাস্থলে যান নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, খোকন মিয়াঁ প্রমুখ। তাঁরা গিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেন।

সেচ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, দপ্তরের তরফে সেখানে ইতিমধ্যেই ভাঙন রোধের কাজ শুরু হয়েছে। এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এসেছেন। বর্ষার পরে নতুন করে ডিপিআর তৈরি করে রাজ্য সেচ দপ্তরের কাছে জমা দেওয়া হবে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, ভোজনপুর এলাকায় হাজারখানেক পরিবার বসবাস করে। এর মধ্যে শতাধিক পরিবার তোর্ষা নদীর ভাঙনের মুখে পড়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেচ দপ্তর প্রাথমিকভাবে বাঁশের খাঁচা দিয়ে ভাঙন রোধ করার চেষ্টা করছে। যদিও তা খুব বেশি কাজে আসছে না। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরেই এলাকায় ভাঙন চলছে। এই অবস্থায় এলাকায় বাঁধ নির্মাণের জন্য জেলা প্রশাসন ও সেচ দপ্তরের কাছে স্থানীয়রা একাধিকবার দরবার করেছেন। সূত্রের খবর, ওখানে ১৪০০ মিটার বাঁধ তৈরি করার জন্য সেচ দপ্তরের তরফে একবার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল। সেজন্য প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা খরচ হবে বলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত যে কোনও কারণেই হোক, তা আর হয়নি। এলাকাবাসীর ক্ষোভ, প্রশাসন দীর্ঘদিন হাত গুটিয়ে বসে ছিল। তাই এবছর ভাঙন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে।

পরীক্ষার্থীকে নিয়ে বিভ্রাট

আলিপুরদুয়ার, ৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলার ১১টি পরীক্ষাকেন্দ্রে মোট ৪৮০৪ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষা দেন। এদিন শিলবাড়িহাট হাইস্কুল পরীক্ষাকেন্দ্রের এক পরীক্ষার্থী ভুল করে পরীক্ষা দিতে বিবেকানন্দ কলেজে চলে যান।

ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় তাঁকে শিলবাড়িহাট হাইস্কুল পরীক্ষাকেন্দ্রে পাঠানো হয়। এই দিন বিবেকানন্দ কলেজে এক পরিদর্শক শিক্ষিকা পরীক্ষা শুরুর সময় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখন তিনি সুস্থ আছেন।

দেবী আরাধনায় লাইট-সাউন্ড শো

এল এল পুজো এল

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ৭ সেপ্টেম্বর : গত বছর আদিযোগী থিমে মণ্ডপ করে দর্শনার্থীদের ভিড় টেনেছিল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা হাটখোলা সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি। থিমের বাইরে যে আলো ও ধ্বনির শো ছিল সেটাও প্রশংসা কুড়িয়েছিল। আলিপুরদুয়ার শহরের বড় ক্লাবগুলোর মতো আলো ও ধ্বনির শো চা বাগান অধ্যুষিত ওই এলাকায় আয়োজন করে প্রশংসা পেয়ে এবছরও একইভাবে মণ্ডপে আলো ও ধ্বনির শোতে চমক দেবে বলে দাবি মথুরা হাটখোলা সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির। এবছর কিছুটা পরিবর্তন করে শো রাখা হয়েছে মণ্ডপের ভিতরে।

এবিষয়ে পুজো কমিটির সম্পাদক মৃণাল দাসের বক্তব্য, 'শব্দ ও ধ্বনির শো সাধারণত শহরের পুজোমণ্ডপে দেখা যায়। গ্রামীণ এলাকায় খুব একটা দেখা যায় না। আমার প্রতিবারেই একটু অন্য ধরনের আয়োজন করার চেষ্টা করে আসছি।'

মথুরা হাটখোলা দুর্গা মন্দিরের পাশেই শুরু পুজোমণ্ডপ তৈরির কাজ। মণ্ডপের ভিতরের দিকে শব্দ ও ধ্বনির শো হলেও মণ্ডপের বাইরের দিক হচ্ছে থিমমণ্ডপ। কোচবিহারের শিল্পীরা মণ্ডপ তৈরির কাজ করছেন। দুর্গা প্রতিমার থিমের উপরই মূল মণ্ডপের কাজ হচ্ছে। বর্তমানে বাঁশের কাজ চলছে। এরপর কাপড় লাগানো হবে। থিমের মডেলগুলো তৈরি হবে প্লাই, থার্মোকল, ফোম দিয়ে। বেশ কয়েকটি মুখোশও থাকবে মণ্ডপের বাইরে।

পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, তাঁদের পুজোর প্রতিমাও হবে চোখধাঁধানো। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে বাপি পালের কারখানায়। মথুরা হাটখোলার প্রতিমা প্রতি বছর শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপের মূর্তিগুলোকে টক্কর দেয়। এবছর এই পুজো কমিটির প্রতিমা রঙিন নয়, হবে স্টিল ও সোনালি রংয়ের।

পুজো কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের কথায়, 'এবছর মথুরা হাটখোলার পুজো ৭২ বছরে পড়ল। পুজোর এবারের বাজেট প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। মূলত পুজো কমিটির সদস্যদের চাঁদা সহ মথুরা বাজার থেকে চাঁদা নিয়েই এই পুজো হয়।

এছাড়াও বিভিন্ন জায়গা থেকে পুজোর চাঁদা তোলা হয়। সেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।'

মথুরা হাটখোলা সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপের কাজ চলছে।

খুঁটিনাটি

- বর্তমানে বাঁশের কাজ চলছে, এরপর কাপড় লাগানো হবে
- থিমের মডেলগুলো তৈরি হবে প্লাই, থার্মোকল, ফোম দিয়ে
- বেশ কয়েকটি মুখোশও থাকবে মণ্ডপের বাইরে
- মথুরা হাটখোলার পুজো ৭২ বছরে পড়ল, বাজেট প্রায় ৫ লক্ষ টাকা

পণের দাবিতে বধূ নির্যাতন

শামুকতলা, ৭ সেপ্টেম্বর : শামুকতলা থানার পশ্চিম খলিসামারি গ্রামে মারধর করে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এক বধূকে। নির্যাতিতার নাম অনীতা দাস। গত শুক্রবার স্বামী, শাশুড়ি ও ননদ মিলে তাঁকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেন। এরপর আহত অবস্থায় তিনি যশোডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যান। শনিবার রাতে শামুকতলা থানায় শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তিনি।

অনীতা জানান, ১৪ বছর আগে সামাজিক মতে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর ২ মেয়ে রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই স্বামীর তাঁকে পছন্দ নয় বলে, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর ওপর অত্যাচার চালাত। গত শুক্রবার অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তাঁর বুকে ও পিঠে বাঁশ দিয়ে মারা হয়। এখন বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। অনীতার বাবা কমল দাস জানান, তাঁর মেয়েকে নির্যাতন করায়, ২০১৪ সালে এই নিয়ে থানায় অভিযোগ করেছিলেন তিনি। তখন সালিশি সভায় তাঁর জামাই বলেছিল, অনীতার ওপর আর অত্যাচার করা হবে না। তারপর তিনি জামাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করেছিলেন। কিন্তু তার পরেও অত্যাচার কমেনি। তাঁর কথায়, 'বিয়ের সময় কিছু সোনা কম দেওয়া হয়েছিল। পরে সেটুকুও আমি দিয়ে এসেছি। কিন্তু অত্যাচার থামেনি। মেয়ে সব সহ্য করে সংসার করে যাচ্ছিল। কিন্তু গত শুক্রবারের মারধর সহ্য করতে পারেনি। ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে শাশুড়ি, ননদ আর জামাই মিলে। আমি তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছি।' এই বিষয়ে শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানান, অনীতার অভিযোগ পেয়ে তাঁরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। অভিযোগ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাস

হাসিমারা, ৭ সেপ্টেম্বর : কালচিনি ব্লকের হাসিমারায় ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটির রিজিওনাল সেন্টার তৈরির আবেদন খতিয়ে দেখার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। রবিবার কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা জানিয়েছেন, শিক্ষামন্ত্রকের তরফে ইতিবাচক পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কালচিনি ব্লকের হাসিমারায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ বায়ুসেনা ঘাঁটির এয়ার বেস রয়েছে। রয়েছে অত্যাধুনিক রাফাল যুদ্ধবিমান। কিন্তু কোনও বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই। সেজন্য প্রায় এক মাস আগে নয়াদিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কাছে ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটির রিজিওনাল সেন্টার তৈরির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন বিধায়ক বিশাল লামা। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিধায়ককে চিঠি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। বিধায়ক বলেন, 'ওই এলাকায় সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটির রিজিওনাল সেন্টার চালু করা হলে কালচিনি ব্লক ছাড়াও উত্তরবঙ্গের উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত পড়ুয়ারা উপকৃত হবে।'

দলবেঁধে।। রবিবার গ্যারগান্ডা নদীর বুকে হাতির পাল। -সংবাদচিত্র

সন্ধ্যায় অবশেষে এলাকা ছাড়া

মালঙ্গি বস্তিতে ঠায় দাঁড়িয়ে হাতির পাল

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৭ সেপ্টেম্বর : রাতের আঁধার তখনও কাটেনি! খুদেদের নিয়ে ফালাকাটার দলমণি ফরেস্ট থেকে রওনা হয়েছিল মা হাতিরা। গন্তব্য, রাঙ্গালিবাজনার ধুমচি ফরেস্ট। কিন্তু এশিয়ান হাইওয়ে পেরোতেই ঘড়ির কাঁটা ভোর পাঁচটা পেরিয়ে যায়। অগত্যা রবিবার ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় পঁচিশটি হাতির দিনভর বিরাম মালঙ্গি বস্তিবাসীদের ব্যক্তিগত বাগানে। খবর পেয়ে হাতি দেখতে দলে দলে লোক ছোটেন মালঙ্গি বস্তিতে। ততক্ষণে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন বনকর্মীরা। ওঁরা উৎসাহীদের পথ আগলে দাঁড়ান। অন্যদিকে, তাঁরা দিনভর নজরে রাখেন হাতির পালটিকে। শেষপর্যন্ত ওদের যখন ফের রওনা করানো গেল, ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা।

বন দপ্তর জানিয়েছে, এলাকাটি হাতি চলাচলের করিডর। তবে এশিয়ান হাইওয়ে সরাসরি না পেরিয়ে গ্যারগান্ডা সড়কসেতুর তলা ব্যবহার করে হাতির পাল। এদিনও সেটাই করেছিল পালটি। গ্রামবাসীরা জেগে উঠে হইচই শুরু করায় ঘাবড়ে গিয়ে ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নেয় হাতিগুলি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শাবক হাতিগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঝোপঝাড়ে শুয়ে পড়ে। ফলে মা হাতিরাও শাবকদের আগলে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল।

উৎসাহী কয়েকটি হাতি বাঁশ গাছ ভাঙার চেষ্টা করতেই সেগুলি গিয়ে পড়ে বিদ্যুতের তারের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে যান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কর্মীরা। নিরাপদেই হাতিগুলিকে বনে ফেরত পাঠানো গিয়েছে, সন্ধ্যায় জানান মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায়। মালঙ্গি বস্তির ভেতর দিয়ে শর্টকাটে বীরপাড়া যাওয়ার রাস্তা রয়েছে। শিশুবাড়ি, গোপালপুরের অনেকেই ওই রাস্তাটি ব্যবহার করেন। তবে এদিন ওই রাস্তা দিয়ে কাউকে যাতায়াত করতে দেননি বনকর্মীরা।

তবে ততক্ষণে সাহস করে হাতি দেখে ফিরে এসেছে সপ্তম শ্রেণির অক্ষিত ওরাওঁ, হেমেন মঙ্গররা। শিশুবাড়ির রাজকুমার রায় বলছিলেন, 'আমিও হাতি দেখতে এসেছি। কিন্তু বনকর্মীরা কাছে যেতে দেননি।' এলাকার কাঞ্চা মঙ্গর জানান, এক বন থেকে আরেক বনে যাওয়ার পথে এই এলাকার ঝোপঝাড়ে মাঝে মাঝেই হাতির পাল বিশ্রাম করে। কারণ এলাকাবাসীর রোপণ করা হাজার হাজার গাছ রয়েছে। ২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর ওই এলাকায় একইভাবে ঝোপঝাড়ে দাঁড়িয়েছিল হাতির পাল। কয়েকশো মানুষ হাতি দেখতে ভিড় করেন। এঁদের মধ্যে বিজয় ওরাওঁ নামে সিংহানিয়া চা বাগানের এক বাসিন্দা বনকর্মীদের নিষেধাজ্ঞা না শুনে এগিয়ে যান। হাতির আক্রমণে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এদিন বনকর্মীরা স্থানীয়দের ওই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হাতির কাছাকাছি যেতেই দেননি।

তবে সকাল থেকে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে ঝোপঝাড়ের ওপর নজর রেখেছেন দলে দলে মানুষ। যদি একবার হাতি দেখা যায়! এলাকার উত্তম মঙ্গর বলছিলেন, 'হাতির পালে শাবক থাকায় ঝুঁকি রয়েছে। কারণ শাবক ছুটোছুটি করলে পেছন পেছন মায়েরাও ছোটে। তখন সামনে মানুষ পড়লেই আক্রমণ করে মা হাতি।'

পথে হল দেরি

- শাবকদের নিয়ে দলমণি ফরেস্ট থেকে রওনা হয়েছিল মা হাতিরা
- তাদের গন্তব্য ছিল রাঙ্গালিবাজনার ধুমচি ফরেস্ট
- এশিয়ান হাইওয়ে পেরোতেই ঘড়ির কাঁটা ভোর পাঁচটা পেরিয়ে যায়
- পঁচিশটি হাতির দিনভর বিরাম মালঙ্গি বস্তিবাসীদের ব্যক্তিগত বাগানে
- শেষপর্যন্ত যখন ফের রওনা করানো গেল, ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা

টোটোপাড়ার পরীক্ষার্থীদের নিয়ে চিন্তায় প্রশাসন

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৭ সেপ্টেম্বর : টোটোপাড়ার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য দুটি হস্টেলের ব্যবস্থা করছিল প্রশাসন। তবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় আগ্রহ দেখায়নি পরীক্ষার্থীরা। আর তাতেই উদ্বিগ্ন প্রশাসন। বিশেষ করে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। নদীতে জল বৃদ্ধি পেলে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। টোটোপাড়ার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য দুটি হস্টেলের ব্যবস্থা করেছিল জেলা প্রশাসন। টোটোপাড়াতে ১৮ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

এবিষয়ে জেলা উচ্চমাধ্যমিক যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর মজুমদার বলেন, 'টোটোপাড়ার পরীক্ষার্থীদের জন্য দুটি হস্টেলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অভিভাবকরা আগ্রহ দেখাননি। নদীতে জল বাড়লে যাতায়াতের সমস্যা হতে পারে। তবে বিষয়টির উপর প্রশাসনের নজরদারি থাকবে। এছাড়াও প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র নিয়ে যাওয়া-আসার জন্য এসকর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও পুলিশের পেট্রলিং থাকবে।'

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, টোটোপাড়ার ১৮ জন পরীক্ষার্থীর মাদারিহাট সেন্টারের রাঙ্গালিবাজনা হাইস্কুলে পরীক্ষাকেন্দ্র। তাদের মাদারিহাট ইউথ হস্টেল ও রাঙ্গালিবাজনা মোহন সিং হাইস্কুল হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৭ জন ছাত্রী ও ৩ জন ছাত্র নিজেদের উদ্যোগে থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। বাকি ৮ জন অবশ্য নিত্য যাতায়াত করবে। নদী পারাপার করে এই ৮ জন পরীক্ষার্থীর যাতায়াত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়তে পারে বলে মনে করছেন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। বিশেষ করে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ফলে নদীতে জল বৃদ্ধি পেলে যাতায়াতে সময় অনেক বেশি লাগবে। এমনকি তা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

উচ্চমাধ্যমিক

টোটোপাড়ার পরীক্ষার্থীদের বেশিরভাগ মাদারিহাট হাইস্কুলের পড়ুয়া। তাই জেলা প্রশাসনের তরফে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। প্রথমে কয়েকজন পরীক্ষার্থী হস্টেলে থাকার আগ্রহ করলেও অভিভাবকদের সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ। রবিবার বিকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করেও পরীক্ষার্থীরা আগ্রহ না দেখালে হতাশ হন কর্তৃপক্ষ। এদিকে টোটোপাড়ার ভক্ত টোটো বলছেন, 'টোটোপাড়া থেকে পরীক্ষার্থীদের জন্য বড় বাসের দাবি ছিল। সেই বাস না পেলে পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ বাড়বে।' এছাড়া হস্টেলের বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানেন না ভরতের দাবি।

ঝড়-বৃষ্টির মরশুম থাকায় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, জেলা প্রশাসনের একাধিক দপ্তরকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। প্রশ্নপত্র পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানো, ফের পরীক্ষা শেষে থানায় উত্তরপত্র জমা রাখার জন্য এসকর্ট টিম থাকবে। চলতি বছরে এসকর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রশ্ন ও উত্তরপত্র পরিবহণ রুটে পুলিশের পেট্রলিং থাকবে বলে প্রশাসনের কর্তারা জানিয়েছেন।

গজরাজের তাণ্ডব

কালচিনি, ৭ সেপ্টেম্বর : শনিবার গভীর রাতে কালচিনি ব্লকের সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানের হাতিমারা ডিভিশনের বাসিন্দা রোহন ওরাওঁয়ের দোকান বুনো হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হল। পাশাপাশি দোকানের পেছনে থাকা বাড়ির রান্নাঘরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভিযোগ, দোকানে রাখা খাদ্যসামগ্রী খেয়ে সাবাড় করে হাতিটি। খবর পেয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতিটিকে জঙ্গলমুখী করেন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় রাতে বাগানের বিভিন্ন শ্রমিক লাইনে হাতি হামলা চালায়।

সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অর্ণব দাস জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত দোকান ও বাড়ি বনকর্মীরা পরিদর্শন করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সরকারি ক্ষতিপূরণের আবেদন করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। বনকর্মীরা নিয়মিত ওই এলাকায় টহলদারি চালান বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

নাট্য উৎসবে থাকছে কর্ণ, স্বপ্নের মেঘ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৭ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর আর বাকি মাত্র ২৩ দিন। দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠির আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই শীতের হিমেল ছোঁয়া ছড়িয়ে পড়বে আকাশে বাতাসে। আর সেইসঙ্গে শুরু হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ দ্বারা আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির ২৫তম নাট্যমেলা। নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসজুড়ে সারা রাজ্য এই মেলা হবে। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে রাজ্যর ১০টি জায়গায় উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সম্ভাব্য জায়গাগুলোর মধ্যে রয়েছে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, বহরমপুর, আসানসোল, চন্দননগর, মেদিনীপুর, সাঁওতালডিহি, পানিহাটি এবং জয়নগর। কলকাতাতেও এই উৎসব আয়োজিত হবে। কলকাতার রবীন্দ্র সদন, মধুসূদন মঞ্চ, গিরীশ মঞ্চ, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্রতীর্থ (নিউ টাউন), একতারা মুক্তমঞ্চ, তৃপ্তি মিত্র নাট্যগৃহ মিলিয়ে মোট আটটি জায়গায় এই নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় পথনাটিকা অনুষ্ঠিত হবে। অ্যাকাডেমির পাশাপাশি বিভিন্ন নাট্য সংস্থার আয়োজনে ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস অবধি চলছে নাট্যমেলা এবং উৎসব। এই উৎসবগুলিতে অংশ নেওয়ার জন্য আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন নাট্য সংস্থা জোরকদমে নতুন নাটকের মহড়া শুরু করে দিয়েছে। নাট্য আকাডেমিতে সমস্ত নিয়ম মেনে তাঁরা অংশগ্রহণের জন্য আবেদনপত্র জমা দিচ্ছেন।

অথ নাট্য-কথা

নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসজুড়ে সারারাজ্যে নাট্য উৎসব

বিভিন্ন জেলার ১০টি জায়গায় এবং কলকাতার আটটি মঞ্চে এই উৎসব হবে

থাকছে পথনাটিকাও

আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন নাট্য সংস্থা এই উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য নতুন নাটকের মহড়া দিচ্ছে

কামাখ্যাগুড়ি আওয়াজ নাট্য এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মকর্তা বিষ্ণু চক্রবর্তী বলেন, 'এই বছর আমাদের নতুন প্রযোজনা কর্ণ। মহাভারতের গল্প থেকে একটি মনোজ্ঞ নাটক প্রস্তুত করেছি।' তিনি যোগ করেন, 'নাট্য অ্যাকাডেমির এই উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়। নিজেদের নাট্য উৎসবের পাশাপাশি আমরা নাট্য অ্যাকাডেমির নাট্য উৎসব অংশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে বাংলা অ্যাকাডেমির নাট্য উৎসবে অংশগ্রহণ করবার জন্য আবেদনপত্র দ্রুত জমা করতে হবে। কিছুটা আগে এই মেলার আবেদন করার তারিখ জানতে পারলে খুব ভালো হত।'

সলসলাবাড়ি ডুয়ার্স নাট্যকথা, পলাশবাড়ির ভাবনা নাট্যম সংস্থা, ফালাকাটার রেনেসাঁ এবং রানার, আলিপুরদুয়ার কালজানি নাট্য সংস্থা এবং বারবিশার বিভিন্ন নাট্য সংস্থা ইতিমধ্যে নাট্যমেলার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

সলসলাবাড়ি ডুয়ার্স নাট্যকথার প্রযোজক গৌতম দত্ত বলেন, 'এই বছর নাট্য উৎসবের আয়োজন করছি, তার জন্য প্রস্তুতি চলছে। আমাদের এবারের নাটক- স্বপ্নের মেঘ। একটি মেয়ের জীবনের কাহিনী অবলম্বনে সুন্দর একটি নাটক প্রস্তুত করেছি।' তিনি যোগ করেন, 'পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির নাট্য উৎসব জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। এটা কাছে অনেক বড় পাওনা। আমরা ছাড়াও অন্য নাট্য সংস্থাগুলিও নতুন নাটক প্রস্তুত করছে। আলিপুরদুয়ারে ডিসেম্বর মাস থেকে উৎসব শুরু হয়ে যাবে। কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার এবং পলাশবাড়িতে নাট্য উৎসব হবে।'

সব মিলিয়ে পুজো শেষ হলেই, গায়ে শীতের পরশ মেখে নাট্য উৎসবে মেতে উঠবে গোটা রাজ্য এবং আলিপুরদুয়ার।

গাড়ির ছাদে চেপে স্কুলে

চা বলয়ে বন্ধ এনবিএসটিসি-র বাস পরিষেবা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৭ সেপ্টেম্বর : বীরপাড়ার চা বলয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) বাস পরিষেবা চালুর কয়েকদিন পরই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে ঢেকলাপাড়া, বান্দাপানি, জয়বীরপাড়া, মাকরাপাড়া, তুলসীপাড়া, রামঝোরা, লঙ্কাপাড়া চা বাগানগুলির শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাতায়াতে ভরসা দুই-একটি বেসরকারি বাস এবং ছোট গাড়ি। বিভিন্ন রুটে এনবিএসটিসির বাসের সংখ্যা বাড়লেও প্রত্যন্ত ভুটান সীমান্তের চা বাগানগুলি বঞ্চিত কেন, প্রশ্ন বিভিন্ন পড়ুয়ার অভিভাবকদের।

বীরপাড়া থেকে লঙ্কাপাড়া, মাকরাপাড়ার দূরত্ব কমবেশি ১৮ কিমি। বান্দাপানি ১৪ কিমি, ঢেকলাপাড়া ৯ কিমি, তুলসীপাড়া ১০ কিমি, রামঝোরা ৮ কিমি দূরে। লঙ্কাপাড়া থেকে দুই-একটি বেসরকারি বাস শিলিগুড়ি যায় সাতসকালে। বীরপাড়া থেকে সেগুলি লঙ্কাপাড়া ফেরে সন্ধ্যা নাগাদ। ফলে সেই বাসগুলোতে পড়ুয়ারা যাতায়াত করতে পারে না। এদিকে, ছোট গাড়িতে স্কুলে যাতায়াতে পড়ুয়াদের মাথাপিছু দৈনিক গাড়িভাড়া লাগে ৬০ থেকে ১০০ টাকা। তা-ও সেই যাত্রা সবসময় নিরাপদের নয়। কখনও ছোট গাড়ির ছাদ, পিছনের সিঁড়ি কিংবা বনেটে চেপে স্কুলে যাতায়াত করতে হয়। গতবছর বীরপাড়ায় একটি ছোট গাড়ি উলটে কয়েকজন পড়ুয়া আহত হয়।

বীরপাড়া থেকে বান্দাপানি পর্যন্ত একটি ছোট বেসরকারি বাস চলে। সেই বাসের ছাদ কিংবা পেছনের সিঁড়িতেও মাঝেমধ্যে পড়ুয়াদের ঝুলে থাকতে দেখা যায়। বান্দাপানির সঞ্জয় সুরি বললেন, 'আমার ছেলে বীরপাড়ার একটি স্কুলে আর মেয়ে বীরপাড়া লাগোয়া একটি স্কুলে পড়ে। বাসে প্রায়ই জায়গা হয় না। তাই তিন হাজার টাকার মাসিক চুক্তিতে একটি টোটো ভাড়া করেছি। অন্তত পড়ুয়াদের কথা ভেবে সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা প্রয়োজন। কিন্তু সরকারের তো কোনও হেলদোলই নেই।'

এভাবেই স্কুলে যাতায়াত করে বান্দাপানি, ঢেকলাপাড়ার পড়ুয়ারা।

অন্যদিকে, চা শ্রমিকদের উপার্জন কম। তার ওপর বান্দাপানি চা বাগানটি ধুঁকছে। দীর্ঘদিন শ্রমিকরা মজুরির টাকা পাননি। তাই রোজ বেসরকারি বাস কিংবা ছোট গাড়িতে করে স্কুলে যাতায়াতের সামর্থ্য নেই অধিকাংশের। ১৪ কিমি দূর থেকে বান্দাপানির অনেক শ্রমিক পরিবারের পড়ুয়া সাইকেলে চেপে বীরপাড়ায় স্কুলে যায়।

সৌরভ চক্রবর্তী চেয়ারম্যান থাকাকালীন ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে আলিপুরদুয়ার থেকে বীরপাড়া হয়ে লঙ্কাপাড়া পর্যন্ত বাস পরিষেবা চালু করে এনবিএসটিসি। ভোটের পর সেবছর পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে ওই রুটে পরিষেবা চালু হলে ফের ভোটের পর বন্ধ হয়। ২০২১ সালের ২৫ জানুয়ারি বান্দাপানি থেকে বীরপাড়া হয়ে আলিপুরদুয়ার রুটে একটি বাস পরিষেবা চালু হয় এনবিএসটিসির তৎকালীন বোর্ড অফ ডিরেক্টরের সদস্য মৃদুল গোস্বামীর উদ্যোগে। সেবছরই ভোটের পর ফের বন্ধ হয় পরিষেবা।

চলতি বছরের ১ অগাস্ট লঙ্কাপাড়া এবং তুলসীপাড়ার প্রায় দেড়শো পড়ুয়া মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়াকে বীরপাড়া-লঙ্কাপাড়া রুটে সরকারি বাস চালুর দাবিতে স্মারকলিপি দেয়। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে, বক্তব্য বিডিওর। তুলসীপাড়ার কলেজ পড়ুয়া সারদা ওরাওঁ বলেন, 'চওড়া পাকা রাস্তা রয়েছে। অথচ সরকারি বাস নেই।' এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের আশ্বাস, 'ওই এলাকাগুলিতে ফের বাস পরিষেবা চালু করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।'

ভোট কৌশল

- ২০১৬-এর বিধানসভার আগে আলিপুরদুয়ার থেকে লঙ্কাপাড়া পর্যন্ত এনবিএসটিসি-র বাস চলত
- সেবছর ভোটের পর বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়
- ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে পরিষেবা চালু হয়ে ভোটের পর ফের বন্ধ হয়ে যায়
- ২০২১ সালে বান্দাপানি থেকে বীরপাড়া হয়ে আলিপুরদুয়ার রুটেও একটি বাস পরিষেবা চালু হয়
- সেটাও ভোটের পর বন্ধ হয়ে যায়

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
শরৎ ও সবুজ।। মালবাজারে ছবিটি তুলেছেন সৌভিক পোদ্দার।

পুজোর আগে রাস্তা সংস্কার দাবি

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : ভালো শাড়ি পরে, সেজেগুজে পুজো দেখতে বেরিয়ে যদি রাস্তায় নেমে টোটোকে ধাক্কা দিতে হয় তাহলে মেজাজ হারাতে বাধ্য। তবে উপায় নেই। পারপাতলাখাওয়ায় দুই রাস্তায় দুই কালভার্টের জন্য সেখান দিয়ে যাতায়াতে ওই সমস্যায় পড়তে হয়। এমনি সময় মানিয়ে নিলেও পুজোর সময় সকলেই বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পারপাতলাখাওয়া গ্রামের বালাসিপাড়ার মদন সরকার টোটো চালান। গ্রামের রাস্তায় রয়েছে একটি উঁচু কালভার্ট। সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসার সময় যাত্রীদের নেমে টোটোয় ধাক্কা দিতে হয়। কারণ, কালভার্টের দু'পাশে সংযোগকারী রাস্তা সংস্কার করা হয়নি। গ্রামের ডাঙ্গাপাড়ার রাস্তাতেও উঁচু কালভার্টে একই পরিস্থিতির স্বীকার হন টোটোচালকরা।

মদনের কথায়, 'যাত্রী নিয়ে একটানে টোটো উঠতে চায় না। কালভার্টের মুখে যাত্রীদের নামাতে হয়। যাত্রীদের টোটোর পেছনে ধাক্কা লাগাতে অনুরোধ করতে হয়। পুজোর সময় নতুন পোশাক পরে অনেকেই টোটোয় পুজো দেখতে যাবেন। তখনও টোটোয় ধাক্কা লাগাতে বলাটা লজ্জাজনক।' তাই পুজোর আগে টোটোচালকদের পাশাপাশি স্থানীয়রা দুই কালভার্টের সংযোগকারী রাস্তা সংস্কারের দাবি তুলেছেন।

এভাবেই টোটোর পেছনে ধাক্কা দিতে হয়। পারপাতলাখাওয়ায়।

পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মনের কথায়, 'পারপাতলাখাওয়ার দুই রাস্তায় দুটি উঁচু কালভার্ট নিয়ে বাসিন্দারা সমস্যার কথা জানিয়েছেন। একশোদিনের কাজ বন্ধ থাকায় এতদিন কিছুই করা যায়নি। তবে পুজোর আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল থেকে সম্ভব হলে দুই কালভার্টের অ্যাপ্রোচ রোড সংস্কার করা হবে।'

পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাসিপাড়ায় যাওয়ার রাস্তাটি কাঁচা। রাস্তাটি শিশাগোড়ে গিয়ে মহাসড়কে উঠেছে। কিন্তু ওই কাঁচা রাস্তার মাঝামাঝিতে একটি নালার উপর কয়েক বছর আগে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেই তৈরি করা হয়েছিল কালভার্ট। একই সময়ে আরেকটি কালভার্ট তৈরি করা হয় কদমতলা-ডাঙ্গাপাড়া রাস্তায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দুটি কালভার্টই কাঁচা রাস্তার থেকে অনেকটা উঁচু। কালভার্ট তৈরির সময় তাঁরা বারবার সংযোগকারী রাস্তা ভালোভাবে তৈরি করার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ হয়নি। তাই কালভার্ট নিয়ে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। গ্রামের অনেক পড়ুয়াই সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাতায়াত করে। উঁচু কালভার্টে সাইকেল নিয়ে উঠতে গিয়ে অনেক সময় দুর্ঘটনাও ঘটে। পরিমল সরকার নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'আমার ছেলে একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। সাইকেল নিয়ে কালভার্টে একবার পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছে।'

সহায়তা

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর : ২১ সেপ্টেম্বর থেকে চেন্নাইয়ে জাতীয় স্তরের সাইক্লিং প্রতিযোগিতা শুরু হবে। সেখানে প্রতিযোগী হিসেবে ডুয়ার্সের প্রতিনিধিত্ব করবেন কালচিনি ব্লকের পূর্ব সাতালি গ্রামের গোকুল রাই। তবে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি, যাতায়াত ও থাকার খরচ না থাকায় দুঃস্থ ওই তরুণের চেন্নাই যাওয়ার পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছিল। যদিও খবর পেয়ে রাজ্য ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল বোর্ডের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বিনয় নার্জিনারি তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ও কোদালবস্তি রেঞ্জ ও কয়েকটি বিট অফিসের আধিকারিকদের সহযোগিতায় ওই তরুণ ১৮ সেপ্টেম্বর চেন্নাই যাবেন। এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন ওই তরুণ।

চোখ পরীক্ষা

কালচিনি, ৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার কালচিনি ব্লকের পোরোবস্তিতে লায়ন্স ক্লাব অফ মেন্দাবাড়ি সেবার উদ্যোগে চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সহযোগিতায় ছিল তৃণমূল মিডিয়া ফোর্স। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কঙ্ক মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এদিন প্রায় ১০০ জন গ্রামবাসীর চোখ পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১০ জনের চোখের ছানি ধরা পড়েছে। দ্রুত তাঁদের শিলিগুড়িতে ছানি অপারেশন করা হবে।' লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি কৃষ্ণ বসুমাতা এদিনের শিবিরে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়েছে।

কমিটি ঘোষণা

কালচিনি, ৭ সেপ্টেম্বর : দশদিন আগে তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতির দায়িত্বভার পান পেমা লামা। রবিবার তিনি কালচিনি ব্লক কার্যালয় থেকেই পূর্ণাঙ্গ ব্লক কমিটি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'নতুন কমিটিতে ১৭ জন সহ সভাপতি, ১০ জন সাধারণ সম্পাদক ও ২২ জন সম্পাদককে মনোনীত করা হয়েছে।' কমিটিতে পুরোনো কয়েকজন পদাধিকারী ও নতুন পদাধিকারীকে দায়িত্বে আনা হয়েছে। পেমা জানান, চলতি মাসের ১৩-১৪ তারিখের মধ্যে দলের নতুন অঞ্চল ও বুথ কমিটির ঘোষণা করা হবে।

প্রতিভা অন্বেষণ

আলিপুরদুয়ার, ৭ সেপ্টেম্বর : বসুধৈব চিত্রলেখার উদ্যোগে রংতুলি প্রোজেক্টের প্রতিভা অন্বেষণ আয়োজন করা হয়েছিল মাঝেরডাবরি চা বাগান এলাকায়। সেখানে প্রত্যন্ত এলাকার ছেলেমেয়েরা অংশ নিয়েছিল। মোট ৮০ জন অংশ নেয় এদিন। তাদের মধ্যে থেকে ৬ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এরপর ওই ৬ জনকে প্রত্যেক মাসে বিনামূল্যে ছবি আঁকা শেখানো ও চিত্রকলা বিষয়ক নানা সাহায্য করা হবে।

সুনীল স্মরণ

শামুকতলা, ৭ সেপ্টেম্বর : তারারা, শামুক, তুরতুরি, হিজল এবং হিংগুলাবাস- এই পাঁচটি পত্রিকার উদ্যোগে শামুকতলায় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হল রবিবার। শামুকতলা হিন্দি স্কুল সংলগ্ন এলাকার একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কবির জীবন এবং সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়। কবিতা পাঠে অংশ নেন অভিজিৎ ভৌমিক, সুব্রত সাহা, হরেন্দ্র দেবনাথ প্রমুখ।

'দু'মুঠো অন্ন' থিমে মাতৃশক্তির আরাধনা রাধানগরে

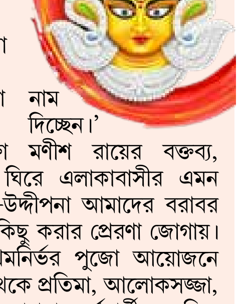

এল এল পুজো এল

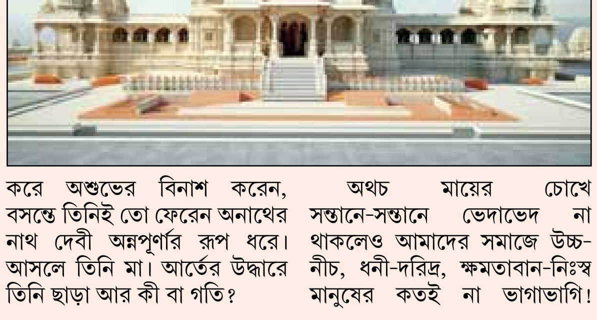

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ৭ সেপ্টেম্বর : রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি... দেবী মহামায়ার আরাধনা শেষে তাঁর সম্মুখে করজোড়ে, শ্রীশ্রী চণ্ডী-উক্ত এই মন্ত্রে আশিস প্রার্থনা করেন ভক্তকুল। তবে শরতে যিনি দশহাতে দশদিক আলো করে অশুভের বিনাশ করেন, বসন্তে তিনিই তো ফেরেন অনাথের নাথ দেবী অন্নপূর্ণার রূপ ধরে। আসলে তিনি মা। আর্তের উদ্ধারে তিনি ছাড়া আর কী বা গতি?

অথচ মায়ের চোখে সন্তানে-সন্তানে ভেদাভেদ না থাকলেও আমাদের সমাজে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, ক্ষমতাবান-নিঃস্ব মানুষের কতই না ভাগাভাগি! কেউ খায় ভরপেট, কেউ খেতেই পায় না। কারও পাতে হেলায় লুটোয় উচ্ছিষ্ট। কেউ দোরে-দোরে ঘোরে 'দু-মুঠো অন্ন'র খোঁজে। সেই ভাবনাই এবার ফুটে উঠবে রাধানগর সর্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গোৎসব কমিটির ৫৮তম বর্ষের শক্তি আরাধনার থিমে। 'ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা' দেবী, নিরন্নের ক্ষুধাহারিণী দেবী অন্নপূর্ণা হয়ে ধরা দেবেন মণ্ডপের অন্দরে।

> পুজো ঘিরে এলাকাবাসীর এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাদের বরাবর ভালো কিছু করার প্রেরণা জোগায়। মণ্ডপ থেকে প্রতিমা, আলোকসজ্জা, শব্দ ব্যবস্থাপনা, দর্শনার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ, পথচারীদের নিরাপত্তা, প্রতিমা নিরঞ্জন- সবকিছুতেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
>
> **মণীশ রায়** *পুজো উদ্যোক্তা*

উদ্যোক্তা দিব্যেন্দু আইচ বলেন, "সমাজে এক শ্রেণির মানুষকে দু-বেলা দু-মুঠো ভাতের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করতে হয়। মানুষ খাবার পান না। আরেক দিকে এক শ্রেণির মানুষ অবলীলায় খাবার নষ্ট করেন। অথচ এই নিয়ে জনমানসে কোনও সচেতনতা নেই। এটাই 'দু-মুঠো অন্ন' থিমের মধ্য দিয়ে তুলে ধরছি। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ থেকে সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে, সচেতনতার বার্তা দিতে থিমের পুজোর আয়োজন শুরু করেছে পুজো কমিটি। বিগত বছরগুলোয় 'ভূস্বর্গে অমরনাথ', 'কৈলাস পর্বত', 'পুরাণ পরিচিতি', 'সমুদ্রমন্থন', 'বৃদ্ধাশ্রম', 'বরফের দেশে এস্কিমো', 'মনমোহিনী ডুয়ার্স', 'ত্রিভুবন' থিম দর্শনার্থীদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এবারের থিমও দর্শকদের মন ছুঁয়ে যাবে বলে আশা করছি।"

পুজো কমিটির সদস্য সুব্রত পালের কথায়, 'রেওয়াজ মেনে এবারেও পুজোর দিনগুলোয় মুক্তমঞ্চে বিকেল থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য এলাকার কচিকাঁচা এবং মহিলারা নাম জমা দিচ্ছেন।' উদ্যোক্তা মণীশ রায়ের বক্তব্য, 'পুজো ঘিরে এলাকাবাসীর এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাদের বরাবর ভালো কিছু করার প্রেরণা জোগায়। তাই থিমনির্ভর পুজো আয়োজনে মণ্ডপ থেকে প্রতিমা, আলোকসজ্জা, শব্দ ব্যবস্থাপনা, দর্শনার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ, পথচারীদের নিরাপত্তা, প্রতিমা নিরঞ্জন- সবকিছুতেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।'

পুজো কমিটির সভাপতি উত্তম সূত্রধর জানিয়েছেন, মৃৎশিল্পী দুলাল পালের হাতে গড়া দেবী দুর্গার অন্নপূর্ণা রূপ সবার নজর কাড়বে।

পুলিশি তলব

আন্দোলনকারী তিন চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া, দেবাশিস হালদার ও অর্ণব মুখোপাধ্যায়কে তলব করল পুলিশ। ৯ ও ১১ সেপ্টেম্বর হেয়ার স্ট্রিট থানায় ডাকা হয়েছে।

দোষী সাব্যস্ত

প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে ঠাঁই হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের যৌনপল্লীতে। পরে তরুণীকে উদ্ধার করে পুলিশ। ২০১৭ সালের এই ঘটনায় আদালতে অভিযুক্তরা দোষী সাব্যস্ত হলেন।

মৃত অধ্যাপিকা

বাঁশদ্রোণীতে উদ্ধার এক অধ্যাপিকার ঝুলন্ত দেহ। এক পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে ভাড়া থাকতেন তিনি। পুরুষ বন্ধুটিকে ভিডিওবার্তা পাঠানোর পর তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আন্দোলন

ভিন রাজ্যে বাঙালি হেনস্তার প্রতিবাদে ধর্মতলায় তৃণমূলপন্থী চিকিৎসক সংগঠন প্রোগ্রেসিভ হেল্থ অ্যাসোসিয়েশন বিক্ষোভ দেখায়। রাজ্যের প্রতি জেলা থেকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যোগ দেন।

দুর্নীতি কাঁটা সত্ত্বেও নির্বিঘ্নে এসএসসি

যোগ্য-অযোগ্য তর্জায় আশ্বস্ত হতে পারলেন না পরীক্ষার্থীরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : প্রশ্নপত্র যথেষ্ট সহজ, একবাক্যে স্বীকার করে নিলেন অধিকাংশ পরীক্ষার্থী। ওএমআর শিটের কার্বন কপি ও প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে কলকাতার ৪১টি কেন্দ্র থেকে স্বস্তি নিয়েই বেরিয়ে এলেন তাঁরা। তবে স্বচ্ছতা নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ও রাজ্যের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে পারলেন না অনেকেই। পাল্টা প্রশ্ন তুললেন, 'যে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও এসএসসির প্রাক্তন কর্তারা জেলে, সেই রাজ্যের পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভরসা রাখব কীভাবে?' নতুন পরীক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তা, পুরোনো পরীক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর বেশি পেলে কীভাবে নবাগতদের সুযোগ হবে? পুরোনো পরীক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তা, ছয়-সাত বছর চাকরির পর কীভাবে নতুনদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দৌড়ে শামিল হওয়া সম্ভব? দীর্ঘ জট কাটিয়ে রবিবার নবম-দশমের পরীক্ষা দেওয়ার পরেও দিনের শেষে অস্বস্তি পিছু ছাড়ল না পরীক্ষার্থীদের।

প্রশ্ন থেকেই গেল, 'যোগ্য'-'অযোগ্য' তর্জা শেষ হলেও নতুন পরীক্ষার ফলাফল কি দুর্নীতির শিকার হবে না? ফের যদি প্যানেল বাতিলের মতো দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে ৩ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কী হবে?

রাজ্য সরকারের গাফিলতি নিয়ে বিজেপি, বাম সহ অন্যান্য বিরোধী দলের দীর্ঘ সমালোচনার পালের হাওয়া কিছুটা এদিন কেড়ে নিলেন ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান সহ একাধিক রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা এদিন এই রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের সঙ্গেই পরীক্ষায় বসলেন। রাজ্যজুড়ে চাকরিহারাদের একাংশের দাবি, আত্মসম্মান বলিদান দিয়ে নিজেদের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেই পরীক্ষায় বসতে হল তাঁদের। দক্ষিণ দিনাজপুরের ঠ্যাঙাপাড়া হাইস্কুলের শিক্ষক রাকেশ আলমকে তাঁর নিজের স্কুলেই পরীক্ষা দিতে হল। আরেক আন্দোলনের মুখ মেহবুব মণ্ডল পরীক্ষা দিলেন সোনারপুর বিদ্যাপীঠে, যেখানে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি কিছুদিন আগেও পরীক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শিবপুরের একটি হিন্দিমাধ্যম স্কুলের শিক্ষক মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে পরীক্ষা দিতে এসে আক্ষেপের সুরে বললেন, 'নিজের ছাত্রীদের সঙ্গে পরীক্ষা দিলাম। শুধু আক্ষেপ নয়, রাগও হচ্ছে।'

নবান্ন সূত্রে খবর, এদিন কলকাতায় আবেদনকারীদের মধ্যে ৭২ শতাংশ পরীক্ষা দিয়েছেন। রাজ্যে উপস্থিতির হার গড়ে ৯০ শতাংশ। নির্বিঘ্নে ৬৩৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা মিটেছে। বেলঘরিয়ার ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজের ভিতর পরীক্ষা চলাকালীন শিবাশিস দাস নামক এক অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরীক্ষার শেষে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু প্রতিটি সরকারি আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে সমাজমাধ্যমে আশ্বাস দিয়েছেন, 'আগামী রবিবারের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষাকে স্বচ্ছ রাখতে সাহায্য করবেন প্রশাসনিক কর্তারা।' স্বচ্ছতা নিয়ে রাজ্য সরকার স্বস্তি পেলেও 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষক সুমন বিশ্বাসের অভিযোগ, 'এই পরীক্ষাতে অযোগ্যরা রয়েছে। তাই এটি নিয়ে মামলা হবে। আমরা এক রাতে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছি। কারণ জানি, এই পরীক্ষাও বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে।' পরীক্ষার হলে প্রতিবাদের সুরে কেউ পরলেন কালো জামা, কারোর আবার জামায় লেখা 'হোক প্রতিবাদ'। যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, জয়পুরিয়া কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, আশুতোষ কলেজ সহ কেন্দ্রগুলির বাইরে দেখা গেল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন পরীক্ষার্থীদের আত্মীয়রা। ডায়মন্ড হারবার ভারত সেবাশ্রম প্রণব বিদ্যাপীঠের সামনে নিজের একরত্তি সন্তানকে কোলে নিয়ে পরীক্ষার্থী মা মাসুদা খাতুন জানালেন, 'জীবনের স্বপ্ন শিক্ষিকা হওয়া। তিনদিন আগে আমার সন্তান হয়েছে। ওর মুখ চেয়ে পরীক্ষায় বসছি।' কেন্দ্রগুলির বাইরে দেখা গেল, কোথাও পরীক্ষার্থীর সন্তান কোলে নিয়ে অপেক্ষারত বাবা, আবার কোথাও কোলের সন্তানকে দুধ খাওয়াচ্ছেন পরিবারের অন্য সদস্যরা। সকলের চোখে আশা। দৃষ্টিহীন চাকরিহারা শিক্ষিকা তুহিনা পারভিন মণ্ডলের বক্তব্য, 'দুটি চোখে দেখতে না পাওয়া সত্ত্বেও গত দু'মাস ধরে প্রস্তুতি নিয়েছি। আশা করছি এবারে চাকরিটা পাব।' যাদবপুর বিদ্যাপীঠ 'অযোগ্য'দের তালিকা ঝুলিয়ে দিয়েছিল কেন্দ্রের বাইরে। উদ্দেশ্য, 'দাগি'দের পরীক্ষায় কোনওভাবেই বসতে না দেওয়া।

লিখিত পরীক্ষা নির্বিঘ্নে মিটলেও ইন্টারভিউ রাউন্ডে দুর্নীতির আশঙ্কায় দোলাচলে পরীক্ষার্থীরা। সঠিক মূল্যায়ন হলে পাশ করা সহজ, মেনে নিয়েছেন অধিকাংশই। আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এসএসসি দুর্নীতি রক্ষার চেষ্টা করছে। অযোগ্য তালিকা অসম্পূর্ণ। যদি ওই তালিকায় থাকা দাগিরা পরীক্ষায় বসেন, তাহলে ফের পরীক্ষা বাতিল হবে। দায় এসএসসির।'

> যে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও এসএসসির প্রাক্তন কর্তারা জেলে, সেই রাজ্যের পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভরসা রাখব কীভাবে?
>
> -পরীক্ষার্থী

> দুটি চোখে দেখতে না পাওয়া সত্ত্বেও গত দু'মাস ধরে প্রস্তুতি নিয়েছি। আশা করছি এবারে চাকরিটা পাব।
>
> -পরীক্ষার্থী

> আগামী রবিবারের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষাকে স্বচ্ছ রাখতে সাহায্য করবেন প্রশাসনিক কর্তারা।
>
> -ব্রাত্য বসু, শিক্ষামন্ত্রী

'অযোগ্য'দের জন্য পথ খুঁজছে নবান্ন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের গ্রুপ-'সি' ক্যাটিগোরিতে শূন্যপদের সংখ্যার সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান জোগাড়ে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জরুরি নির্দেশে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সরকারি দপ্তরের প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছেন শূন্যপদের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাঠানোর জন্য। নবান্ন সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অযোগ্য শিক্ষকদের সরকারে গ্রুপ-'সি' পদে চাকরির সুযোগ করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

এ বিষয়ে সরকারি স্তরে আইনি পরামর্শও নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই তৎপরতা বলে মনে করা হচ্ছে। স্কুল সার্ভিস কমিশন সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে, দাগি অযোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা ১৮০৬। এই অযোগ্যদের শিক্ষক পদে ফেরানোর কোনও সুযোগই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নেই। সম্ভবত সেটা মাথায় রেখেই তাঁদের গ্রুপ-'সি'তে চাকরি দেওয়ার সুযোগ করে দিতে মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী।

সিমেস্টারে আজ প্রথম উচ্চমাধ্যমিক

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : আজ থেকে শুরু উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম ধাপের পরীক্ষা। প্রথমবারের জন্য সিমেস্টার ব্যবস্থার পরীক্ষা নিয়ে শুধু পড়ুয়ারাই নন, উদ্বিগ্ন স্কুল শিক্ষকরাও। বিদ্যালয় প্রধানদের আশা, বারবার মক টেস্টের ফলে কিছুটা প্রস্তুত পরীক্ষার্থীরা। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে সিসিটিভির ঘেরাটোপে নিয়ে আসার পাশাপাশি প্রশ্নপত্রে 'বিশেষ' ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কলকাতা সহ অন্যান্য জেলার অধিকাংশ স্কুলে রবিবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা হয়েছে। আবার সোমবার সেই স্কুলগুলিই উচ্চমাধ্যমিকের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার কেন্দ্র। পরপর দু'দিনের দুই পরীক্ষাকে নিরাপদভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি প্রধান শিক্ষকরা।

রবিবার সন্ধ্যায় যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্য বলেন, 'একটি দল এসএসসি পরীক্ষাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছে। আর একটি দল থানায় গিয়ে উচ্চমাধ্যমিকের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি ও প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে এনেছে। আমরা সবরকমভাবে তৃতীয় সিমেস্টারের জন্য প্রস্তুত।' যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান কেন্দ্রে আজ ৩৫৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসবেন। বাকি ৬টি উপকেন্দ্র মিলিয়ে ১৩০০ জনের বেশি পরীক্ষা দেবেন। দুটি পরীক্ষা পরিচালনা করতে কতটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হল? হরিনাভি ডি.ভি.এ.এস. হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিক্রমজিৎ মণ্ডলের উদ্বেগের সুরে উত্তর, 'সোনারপুর এলাকায় কয়েকটি কেন্দ্রে উচ্চমাধ্যমিকের প্রশ্ন এদিন দুপুর পর্যন্ত এসে পৌঁছোয়নি। আমরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলাম। দুপুর ২টোর সময় এসএসসির উত্তরপত্র ছাড়ার পর দুপুর আড়াইটে নাগাদ থানায় গিয়ে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করলাম।'

মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ৬০ হাজার। সম্পূর্ণ পরীক্ষা হবে এমসিকিউ পদ্ধতিতে ওএমআর শিটের মাধ্যমে। প্রতিটি কেন্দ্রে ৪৫ জন পড়ুয়া পিছু ৩ জন করে পরিদর্শক উপস্থিত থাকবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে ক্যালকুলেটর নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতি নিয়ে পার্থপ্রতিম ও বিক্রমজিৎ সহ অন্যান্য স্কুল প্রধানও একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, প্রথমবার সিমেস্টার ব্যবস্থার পরীক্ষা এমসিকিউ নির্ভর হওয়ায় ভালোই নম্বর আশা করা যায়।

সিএএ-র আবেদনে আগ্রহ নেই মানছে পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : পর্যাপ্ত নথির অভাবে আগবাড়িয়ে সিএএ-র জন্য আবেদন করতে চাইছে না বাংলাদেশ সহ প্রতিবেশী দেশ থেকে এরাজ্যে আসা হিন্দু সহ অমুসলিমরা। মহারাষ্ট্রের পুনেতে স্থানীয় প্রশাসনের হাতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গ্রেপ্তার হওয়া আরুষ অধিকারী ও তাঁর সঙ্গীদের ঘটনায় এমনটাই দাবি এই রাজ্যের তথাকথিত উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের। পর্যাপ্ত নথির সমস্যার কথা মানছে বিজেপিও। তবু বিজেপির দাবি, সিএএ-র জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে।

২ জুলাই মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে আরুষ অধিকারী ও তাঁর সঙ্গীদের বাংলাদেশি বলে গ্রেপ্তার করে স্থানীয় প্রশাসন। গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁরা বিজেপির সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের সদস্যের প্রমাণপত্র দাখিল করার পরেও মুক্তি মেলেনি। শেষপর্যন্ত শান্তনুর হস্তক্ষেপে তাঁরা সিএএ-র জন্য আবেদন করেন। তাই জেলযাত্রা স্থগিত হয়েছে। রাজ্যের মতুয়াদের উদ্দেশে শান্তনুর বার্তা, 'নাগরিকত্বের আবেদনে কোনও ভয়-ভীতি নেই। বিরোধীদের অপপ্রচারে কান না দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে পাকাপাকি করতে সিএএ-তে আবেদন করুন, সুরক্ষিত থাকুন।'

তবু রাজ্য সহ গোটা দেশেই সিএএ-র আবেদনকারীর সংখ্যা বাড়ছিল না। উদ্বেগ বাড়ছিল মতুয়া সহ ওপার বাংলা থেকে আসা হিন্দুদের মনে। তার জন্য মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় কিছু নেতাকে নিয়ে অমিত শা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শান্তনু ঠাকুর। শা আশ্বাস দিয়েছিলেন। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, বনগাঁ, দিনাজপুরের মতো সীমান্তবর্তী এলাকায় সিএএ শিবির খুলেছিল বিজেপি। তাদের দাবি, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া এই দুই জেলায় শিবিরগুলি থেকে প্রথমে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু আবেদন করার পর নাগরিকত্বের শংসাপত্র পেতে নানা জটিলতায় আবেদনকারীর সংখ্যা কমছে।

সিএএ-র জন্য মূলত দু-ধরনের নথি এবং তিনটি হলফনামা দিতে হয়। প্রথম এবং প্রধান নথিটি হল বাংলাদেশে থাকার সরকারি প্রমাণপত্র। অর্থাৎ সেখানকার জমি, বাড়ি, দলিল, জন্মের শংসাপত্র, স্কুল-কলেজের শংসাপত্র ইত্যাদি। দ্বিতীয় হল, নির্দিষ্ট সময়ের আগে উপযুক্ত প্রমাণ। বাগদার বিজেপি শিবির পরিচালনার দায়িত্বে থাকা এক নেতার মতে, অধিকাংশ মানুষই যাঁরা ওপার বাংলা থেকে এদেশে এসেছিলেন, তাঁরা সঙ্গে করে সেই দুঃসময়ে কোনও নথিই আনতে পারেননি। আর বর্তমান বাংলাদেশ সরকার সেই নথি পাওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করছে না। প্রাথমিকভাবে আবেদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে থাকার এই প্রমাণপত্র জমা না দিলেও শুনানির সময় তা অবশ্যই দাখিল করতে হয়। তা দাখিল করতে না পারলে তাঁর নাগরিকত্বের আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। আবেদনপত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ওই ব্যক্তিকে যে প্রকৃতই ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে এই রাজ্যে আসতে হয়েছে, তার সপক্ষে প্রমাণ দাখিল করতে হবে। এই প্রমাণ খবরের কাগজের তথ্যসূত্র, সরকারিভাবে দেওয়া কোনও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে করতে হবে। যা জোগাড় করা প্রকৃতই কঠিন ব্যাপার। বিজেপির সিএএ শিবিরের একটি পরিসংখ্যানই বলছে, বাগদার শিবির থেকে গত দু-মাসে প্রায় ৭০০ জনের মতো আবেদন করলেও এই পর্যন্ত ৭ থেকে ৮ জন সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্বের শংসাপত্র হাতে পেয়েছেন।

অনুপ্রবেশ নিয়ে শুভেন্দুর তোপ

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : শুধু অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ালে হবে না, তাড়াতে হবে মমতা আর তাঁর ভাইপোকেও। মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর। রবিবার তমলুকের ডিমারি স্কুলমাঠ থেকে কাকটিয়া বাজার পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার রাস্তায় মিছিল করেন শুভেন্দু। 'নো এসআইআর, নো ইলেকশন' এই দাবিতে প্রচার শুরু করেছে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'এসআইআর হলে অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ যাবে। ভোটার তালিকা সংশোধনে বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে এসআইআরে বাদ যাওয়া অনুপ্রবেশকারীদের কাঁটাতারের ওপারে পাঠিয়ে দেব।'

কনস্টেবল নিয়োগে সুযোগ সিভিকদেরও

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : এ বছর থেকে প্রথমবার সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ ও অন্যান্য সহযোগী পুলিশকর্মী কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে পারবেন। আগে নিয়মানুযায়ী সরাসরি কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারতেন না তাঁরা। তবে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের কথা ভেবে নবান্নের তরফে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী নিয়োগের সুযোগ না থাকা নিয়ে তাঁদের মধ্যে হতাশা ছিল। এই ক্ষোভ মেটাতে ও স্থায়ী চাকরির সুযোগ করে দিতে পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরকারের এই পদক্ষেপ ইতিবাচক বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

পরের বছর বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তার আগে রাজ্যে কর্মসংস্থান করতে চাইছে রাজ্য। সম্প্রতি পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির কর্তারা এই প্রস্তাব রেখেছেন। সিভিক ও অন্যান্য সহযোগী কর্মীর জন্য আলাদা কোটা নির্দিষ্ট করা ও বয়সসীমায় ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়। সেই প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়েছে। এতে সহযোগী পুলিশকর্মীদের জন্য কনস্টেবল নিয়োগে ১৫ শতাংশ কোটা ও সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ৩৫ বছর রাখা হয়েছে। এর ফলে বহুদিন ধরে চাকরি করা সিভিক বা ভিলেজ পুলিশরা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। নভেম্বর মাস থেকেই এই নিয়োগের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অন্তত ৫ হাজার সহযোগী কর্মী এই পরীক্ষায় বসতে চলেছেন। এদের কথা ভেবে অনলাইন প্রশিক্ষণ চালু করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি। তারা বেশিরভাগ সময় থানার কাজ, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বা নিরাপত্তা ডিউটিতে ব্যস্ত থাকেন। তাই অবসর সময়ে বাড়িতে বসে যাতে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া যায়, তাই অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। মা দুর্গার গয়না তৈরি। রবিবার নদিয়ায়।

বার্থ-ডে পার্টির নাম করে গণধর্ষণ তরুণীকে

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : খাস কলকাতায় ফের গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল। জন্মদিনের পার্টিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক তরুণীকে গণধর্ষণ করলেন তাঁরই দুই বন্ধু। এবার ঘটনাস্থল রিজেন্ট কলোনি এলাকা। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও অভিযুক্তদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁরা পলাতক। জানা গিয়েছে ঘটনাটি শুক্রবার রাতে ঘটেছে। ওই তরুণীকে জন্মদিন সেলিব্রেশনের কথা বলে রিজেন্ট কলোনির একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই তাঁর সঙ্গে এই অপরাধ ঘটানো হয়।

আরজি কর, সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের পর এবার রিজেন্ট কলোনিতে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। তরুণীর অভিযোগ, শুক্রবার রাত ১০.৪৫ নাগাদ তাঁর বন্ধু চন্দন মল্লিক তাঁকে জোর করে জন্মদিনের পার্টিতে যাওয়ার কথা বলেন। তাঁকে মালঞ্চ এলাকায় দেবাংশু বিশ্বাস ওরফে দীপ নামে এক তরুণের ভাড়া বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অনেকে আসবে বলা হলেও কেউ আসেননি। ওই দুই তরুণ ছাড়া আর কেউ ছিলেন না দেখেই তরুণীর সন্দেহ হয়। নির্যাতিতার দাবি, ওই ভাড়া বাড়িতেই তাঁকে ধর্ষণ করেন ওই দুই তরুণ। তাঁকে মারধরও করা হয়। পরেরদিন অর্থাৎ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় নির্যাতিতা দীপের বাড়ি থেকে কোনওরকমে পালিয়ে আসেন। নির্যাতিতার বন্ধু চন্দনের পরিচিত ছিলেন দীপ। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন সরকারি চাকরিরত। অপরজন একটি ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। ২০ বছরের নির্যাতিতা কলেজে পড়ার পাশাপাশি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। শনিবার ওই তরুণী হরিদেবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। তদন্তকারীদের ধারণা, অভিযুক্তরা রীতিমতো পরিকল্পনামাফিক এই কাজ করেছেন।

নিশ্চুপ কংগ্রেস, ঘর গোছাচ্ছে সিপিএম

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : সাড়া মিলছে না প্রদেশ কংগ্রেসের। এমনকি আগ্রহী নয় বামফ্রন্টের শরিকরাও। অথচ বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। এই পরিস্থিতিতে আপাতত নিজেদের মতো করে ঘর গুছিয়ে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিএম। ইতিমধ্যেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ঘোষণা করেছেন, ২৯৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে লড়াই করবেন তাঁরা। তার পরও কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। কিন্তু সদর্থক কোনও বার্তা না মেলায় আপাতত কংগ্রেস নিয়ে নিশ্চুপ সিপিএম। অক্টোবর মাসে ফের দলের রাজ্য কমিটির বৈঠক। তখনই বিষয়টি নতুন করে উত্থাপন করা হবে.

অধীররঞ্জন চৌধুরী প্রদেশ সভাপতি থাকাকালীন সিপিএমের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছিল বিধান ভবনের। যদিও কংগ্রেসের নীচুতলার কর্মী-সমর্থকদের মতের বাইরে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে দলের অন্দরে ক্ষোভ রয়েছে। শুধু প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব নয়, সিপিএমেও জেলার কর্মী-সমর্থকরা বিষয়টি ভালোভাবে মেনে নেননি। সম্প্রতি রাজ্য কমিটির বৈঠকেও বামপ্রার্থীরা কখনই কংগ্রেসের ভোট পায় না বলে ক্ষোভপ্রকাশ করে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলার নেতৃত্ব শীর্ষ নেতাদের কাছে বলেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বও একলা চলার পক্ষে। তাই নিজেদের মতো করে এগোতে চাইছে সিপিএম। জানা গিয়েছে, শরিকদের সঙ্গে শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। বামফ্রন্ট শরিক ফরোয়ার্ড ব্লক, আরএসপিও কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার ক্ষেত্রে নারাজ। এদিন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'কংগ্রেসের সঙ্গে এখনই আমরা কথাবার্তা চালাচ্ছি না। ওদের তরফেও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। আগে রাজ্য কমিটির বৈঠক হোক, তারপর বামফ্রন্টের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।'

সিপি'র সভা

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপুজোর আর মাত্র ২১ দিন বাকি। তাই পুজোয় নিরাপত্তার স্বার্থে বুধবার ১০ সেপ্টেম্বর বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করেছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। ইতিমধ্যেই কলকাতার সমস্ত থানার ওসির কাছে বৈঠক সংক্রান্ত নির্দেশিকা পৌঁছে গিয়েছে। বাছাই করা বিশেষ কয়েকটি পুজো কমিটিকে বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে। সন্ধে ৬টায় আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বড়সড়ো বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

শহরের ১০টি পুলিশ ডিভিশনের অন্তর্গত নির্বাচিত বড় পুজো কমিটিগুলি থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে ১৫০০ জন থাকতে পারবেন। এছাড়াও কলকাতা পুরসভার আধিকারিক, সিইএসসি, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রমুখরা থাকবেন।

ট্রাম্পের শুল্কনীতিতে বিরাট ধাক্কা কলকাতার চর্মনগরীতে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : ট্রাম্পের শুল্কনীতির ধাক্কায় কলকাতার বানতলার চর্মনগরী বড় সংকটে পড়েছে। এই চর্মনগরীর ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করে সাতটি বিধানসভা এলাকার লোকজন। সাড়ে চার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই শিল্পনগরীতে ৫৩৮টি জুতো এবং অন্যান্য চর্মশিল্পের ট্যানারি রয়েছে। কয়েকটি সংস্থা জুতো এবং অন্যান্য চর্মশিল্প দুটোই তৈরি করে। কয়েক হাজার শ্রমিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দৈনিক ৫৫০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা রোজগার করেন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নয়া শুল্কনীতি ঘোষণার পর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এই এলাকার শ্রমিকরা। ইতিমধ্যেই তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলে আয় কমতে শুরু করেছে শ্রমিকদের। আগামী দিনে তা আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলেই মনে করছেন শিল্পোদ্যোগীরা।

রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেছেন, 'এটা দুটি দেশের ব্যাপার। এখানে রাজ্য সরকারের কিছু করার নেই। তবে রপ্তানি ধাক্কা খেলে এই এলাকার শ্রমিকরা সমস্যায় পড়বেন। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিকল্প কিছু ভাবা উচিত।'

ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের লেদার ডিভিশনের চেয়ারম্যান নরেশ জুনেজা বলেন, 'হঠাৎ করে রপ্তানি শুল্ক বেড়ে যাওয়ায় বাজারে প্রভাব পড়েছে। মূলত হাতব্যাগ, জুতো এবং অন্যান্য চর্মশিল্প আমেরিকার বাজারে দামি হয়ে পড়েছে। ফলে ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া আমাদের মূল প্রতিযোগী। সেই জায়গায় কলকাতার শিল্পে প্রভাব পড়েছে। আগামী দিনে কর্মহীনতার আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে।' নরেশ জুনেজা বলেন, 'শিল্প সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই সরকারের কাছে একাধিক দাবি জানিয়েছে। মূলত সহজে ঋণ এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা পেলে শিল্পগুলি বাঁচানো যাবে।' এই এলাকায় কাজ করা ট্যানারির এক কর্ণধার সুকান্ত নস্কর বলেছেন, 'এই এলাকার সাতটি বিধানসভার লোকজন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চর্মশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। চর্মশিল্প একের পর এক ধাক্কা খাচ্ছে। কোভিড পরবর্তী সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বাজার মন্দা গিয়েছিল। এরপর ট্রাম্পের শুল্কনীতি বড় ধাক্কা দিয়েছে।'

প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাঁচামাল নিয়ে শতাধিক লরি এশিয়ার এই বৃহত্তম চর্মনগরীতে এসে পৌঁছোত। কিন্তু এখন উৎপাদন কমে যাওয়ায় কাঁচামালের প্রয়োজনও কমে গিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ৭ অগাস্ট ভারতীয় পণ্যের ওপরে ২৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেন। বারণ সত্ত্বেও ভারত রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার জরিমানা বাবদ ফের ২৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেন ট্রাম্প। যেখানে ভিয়েতনামের জন্য ২০ শতাংশ, চিনের জন্য ৩০ শতাংশ এবং বাংলাদেশের জন্য ৩৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য রয়েছে, সেখানে ভারতের পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক ধার্য হওয়ায় আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের দাম বেড়ে গিয়েছে। ভারত প্রতি বছর প্রায় ৮৭০ কোটি টাকার চর্মজাত পণ্য রপ্তানি করত। যা ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশ। এই বাণিজ্য অনেকটাই ধাক্কা খাবে বলে মনে করছেন শিল্পপতিরা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১১২ সংখ্যা, সোমবার, ২২ ভাদ্র ১৪৩২

অগ্নিপরীক্ষা সব অর্থেই

স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) বহু প্রতীক্ষিত দু'দফায় ৩৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার প্রথম পর্ব মোটামুটি নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা পরের সপ্তাহে। প্রথম দফায় হল নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। পরের দফায় একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। শুধু কমিশনের নয়, এটা রাজ্য সরকার এবং শাসকদলেরও অগ্নিপরীক্ষা। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্যানেল বাতিল ঘোষণার পিছনে দুর্নীতির দায় যে চেপেছে রাজ্য সরকারের ঘাড়ে।

এসএসসির ওই প্যানেলের প্রায় ২৬০০০ জনের চাকরি বাতিল মামলার জের চলছে দীর্ঘদিন ধরে। গত এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্টে নিষ্পত্তি হয় মামলার। তারপরেও মামলা সংক্রান্ত কিছু না কিছু আর্জি জমা পড়ছেই শীর্ষ আদালতে। দুর্ভাগ্যজনক শুধু এসএসসি এবং রাজ্য সরকারের গলদে এই দুর্নীতির মাশুল গুনতে হচ্ছে চাকরিহারাদের। এর দায় এড়াতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রী।

এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্ট ২৫৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করার পর দিনকয়েকের মধ্যে কলকাতায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিহারাদের সমাবেশে মমতা বলেছিলেন, একজনেরও চাকরি যাবে না। ২০২৫ ডিসেম্বরের মধ্যেই তিনি সব সমাধান করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, সমাধান করার জন্য তাঁর প্ল্যান এ, বি, সি, ডি, ই ইত্যাদি তৈরি আছে।

কীসের ভিত্তিতে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন মমতা? আইনজ্ঞদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী এটা করতেই পারেন না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মুদ্রাদোষ, তিনি থেকে থেকে কিছু না কিছু ঘোষণা করবেনই। যেমন, চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত গ্রুপ-সি শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ৩০০০০ এবং গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ২৫০০০ টাকা ভাতার ব্যবস্থার ঘোষণা করলেন তিনি।

দুর্নীতির অভিযোগে সদ্য যাঁদের চাকরি গিয়েছে, তাঁদের জন্য কি কোনও রাজ্য সরকার খেয়ালখুশিমতো এভাবে মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করতে পারে? মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা চাউর হতেই হাইকোর্টে মামলা হল। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে সম্পূর্ণ বেআইনি বলা হল। চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদারতায় খুশিই হয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব অঙ্কুরে বিনাশ হল।

এখন আবার চাকরিহারা অযোগ্য শিক্ষকদের জন্য গ্রুপ-সি স্তরের চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগেও যতবার মুখ্যমন্ত্রী আইন ভেঙে কিছু করার চেষ্টা করেছেন, আদালত আটকে দিয়েছে। এবারেও যে তার পুনরাবৃত্তি হবে না, কে বলতে পারে! প্রশ্ন উঠতে পারে, মুখ্যমন্ত্রী কি ইচ্ছে করেই সবসময় এমন ঘোষণা করেন? তিনি তো ভালো জানেন যে, বেআইনিভাবে কিছু ঘোষণা করলে দু'দিন বাদে কেউ মামলা ঠুকলেই তা বাতিল হয়ে যেতে পারে। তারপরেও মুখ্যমন্ত্রী এগুলো করেন কেন? আসলে মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন।

যেদিন একযোগে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে অযোগ্যদের জন্য তদ্বির করার কারণে রাজ্য সরকারকে চরম ভর্ৎসনা শুনতে হল, সেদিনই দাগি শিক্ষকদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রাণ কেঁদে উঠল। গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে এত শোরগোলের পরেও মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় ঘুরেফিরে আসছে অযোগ্যদের কথা! এটাই অদৃষ্টের পরিহাস।

বাস্তব হল, মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে চাকরি দেওয়ার কথা বলছেন, আইনে তার কোনও বিধান নেই। তবু মুখ্যমন্ত্রী অনবরত বলে চলেন। নিশ্চয়ই ভোটে জেতার তাগিদে। ইতিমধ্যে চাকরিহারাদের কেউ কেউ আত্মঘাতী হয়েছেন। ব্রেন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের বলি হয়েছেন কেউ কেউ। চাকরিহারাদের পরিবারেও অনেকে হয় দীর্ঘ অসুস্থতা বা স্ট্রোক-অ্যাটাকের শিকার হন।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এবার এসএসসি দু'দফায় পরীক্ষার আয়োজন করেছে। আশা করা যায় কি যে আর দুর্নীতির অভিযোগ উঠবে না? টানাটানি হবে না রাজ্যের মানসম্মান নিয়ে? উত্তরটা কিন্তু নিশ্চিত নয়। সংশয় বুকে রেখে পরীক্ষাকেন্দ্রমুখী হয়েছেন শিক্ষক পদের চাকরিপ্রার্থীরা।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ-কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

গণতন্ত্রের মন্দিরে ক্ষমতার কলঙ্কের দাগ

অস্বীকার করে লাভ নেই, স্পিকাররা শাসকদলের পক্ষে সংগত করেন। বিরোধীরাও অনেক সময় সভা চালাতে দেয় না।

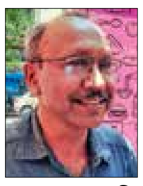

দেবাশিস দাশগুপ্ত

গণতন্ত্রে আইনসভা নাকি বিরোধীদের। এমনই বলা হয়ে থাকে। অথচ কী লোকসভা, কী বিধানসভা, সর্বত্র বিরোধীদের দমিয়ে রাখার অদম্য চেষ্টা শাসকের। অস্বীকার করে লাভ নেই, স্পিকাররা শাসকদলের পক্ষেই সংগত করেন। গণতন্ত্রের মন্দির বলে স্বীকৃত লোকসভা বা বিধানসভা মর্যাদা এতে হারায় নিঃসন্দেহে। আবার বাস্তবে বিরোধীপক্ষও অনেক সময় সভা চালাতে দেয় না। লোকসভার সদ্যসমাপ্ত অধিবেশন তার প্রমাণ।

শাসক ও বিরোধী শিবিরের চাপানউতোরে আইনসভা উত্তাল হওয়া নতুন কিছু নয়। অতীতের এমন দৃষ্টান্ত ভূরিভূরি রয়েছে। বিরোধীদের লাগাতার বিক্ষোভে দিনের পর দিন লোকসভা অচল থাকার নজিরও রয়েছে। তবে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার যে ঘটনাবলি টিভির পর্দায় বঙ্গবাসী দেখলেন, তাকে অলীক কুনাট্য ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়। ঘটনাটি অতীতের সব নজিরই ছাড়িয়ে গিয়েছে।

৪০ বছর ধরে সাংবাদিকতা করছি। ১৯৮৫-'৮৬ সালে বিধানসভার খবর কভার করা শুরু করেছিলাম। জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিরোধী বেঞ্চে সিদ্ধার্থশংকর রায়, জয়নাল আবেদিন, আব্দুস সাত্তার, সোমেন মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অধীর চৌধুরীর মতো বাঘা বাঘা বিধায়ক ছিলেন। অনেক সময় তখনও বিরোধীদের বাধা দিতে দেখেছি। স্পিকারের আসনে বসে হাসিম আবদুল হালিম নরমে-গরমে তাঁদের ট্যাকল করেছেন।

কিন্তু কখনও জ্যোতিবাবু বা বুদ্ধবাবুকে এরকম মারমুখী মেজাজে বিরোধীদের উদ্দেশে স্লোগান দিতে দেখিনি। তাঁদের কখনও ওয়েলে নেমে আসতে দেখা যায়নি। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী যেরকম যুদ্ধং দেহি মেজাজে বিরোধীদের আক্রমণ করলেন, তা এককথায় নজিরবিহীন। মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পাঁচ-পাঁচজন বিজেপি বিধায়কের সাসপেনশন। তাঁদের মার্শাল দিয়ে বের করে দেওয়াও নজিরবিহীন।

বাংলার শাসকদলের বেশ কিছুদিনের অভিযোগ, বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষা এবং বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার করা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী এই অত্যাচারের নামকরণও করে ফেলেছেন-ভাষা সন্ত্রাস। সেই তথাকথিত ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তৃণমূলের লাগাতার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত আগেই ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘোষণা অনুযায়ী রেড রোডে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে ম্যারাপ বেঁধে তৃণমূল প্রতি শনি এবং রবিবার নানা কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিল।

সম্প্রতি সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড অনুমতির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করে সেই মঞ্চ খুলে দেয়। তা নিয়েও একপ্রস্থ নাটক বঙ্গবাসী দেখেছেন। মঞ্চ ভাঙার খবর শুনে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সব কাজ ফেলে নবান্ন থেকে রেড রোডে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে দেখে নাকি প্রায় দুশো সেনা জওয়ান সেখান থেকে পালিয়ে যান। সেই আধখোলা মঞ্চে উঠে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বিজেপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সেনাবাহিনীকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শাসকদলের অনেক নেতা, মন্ত্রী, এমএলএ, সাংসদ সেখানে চলে যান। বেশ একটা হইহই রইরই ব্যাপার ঘটে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ ছিল, পুলিশ বা শাসকদলকে না জানিয়ে সেনাবাহিনী ওই মঞ্চ খুলে দিয়েছে। পরে সেনাবাহিনী বিবৃতি দিয়ে জানায়, পুলিশ এবং আয়োজকদের একাধিকবার জানানো হয়েছে। বাহিনী কোনও বেআইনি কাজ করেনি।

যে কলকাতা পুলিশ কথায় কথায় সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানায়, সেনার বিবৃতির পালটা তাদের কিন্তু কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ভাঙা মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাবিরোধী বলেই এই কাজ করিয়েছে সেনাকে ব্যবহার করে। যা বেআইনি, অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক।

পরে ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শাসকদল বিধানসভায় প্রস্তাব আনে। সেই প্রস্তাবের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বলতে উঠতেই গোলমালের সূত্রপাত।

বিরোধী দলনেতাহীন বিধানসভায় হইচই বাধানোর দায়িত্ব নেন বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ। আগের দিনই বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করেছিলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সাসপেনশনের প্রতিবাদে বিজেপির ৬৪ জন বিধায়ক বিক্ষোভ শুরু করলে তাঁদের স্লোগানে মুখ্যমন্ত্রী বলতে বাধা পান। বিজেপি বিধায়করা চোর চোর স্লোগান দিতে থাকেন। শাসকদলের বিধায়করাও পালটা স্লোগান দেওয়ায় অধিবেশন উত্তপ্ত হয়।

সেদিনই আবার ওই বিশেষ অধিবেশনের লাইভ সম্প্রচারের ব্যবস্থা ছিল। ফলে লাইভের সুবাদে সবাই দেখতে পান যে, বিজেপি বিধায়কদের লাগাতার স্লোগানে মুখ্যমন্ত্রীর মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়। তিনি বিজেপি বিধায়কদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে মোদি চোর, অমিত শা চোর ইত্যাদি বলতে থাকেন। একটা সময় উত্তেজনা এতটাই বেড়ে যায় যে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্লোগান দিতে থাকেন। এখানেই শেষ নয়, তিনি সতীর্থদের গলা মেলাতে বলেন হাত তুলে।

শাসকদলের বিধায়কদের মধ্যে অনেকে ওয়েলে নেমে আসেন। কাউকে কাউকে বিজেপি বিধায়কদের দিকে তেড়ে যেতে দেখা যায়। কয়েকজন সিনিয়ার এমএলএ সতীর্থদের জায়গায় বসতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রীও ওয়েলে নেমে শাসকপক্ষের বিধায়কদের সামাল দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একটা সময় পরিস্থিতি এমন হয় যে, মুখ্যমন্ত্রী নিজের দলের কোনও কোনও বিধায়ককে হনুমান বলে অনুযোগ করেন। হুমকি দেন, জায়গায় না বসলে তাঁদের সাসপেন্ড করার জন্য তিনি স্পিকারকে বলবেন।

স্পিকারের কথা গ্রাহ্য করেননি কেউ। শেষে মার্শাল ডেকে শংকরকে জোর করে বার করে দেওয়া হয়। দুই ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ এমএলএকে সাসপেন্ড করেন স্পিকার। ততক্ষণে বিজেপি বিধায়করা কাগজপত্র ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, বিরোধীদের সাসপেন্ড করলেও স্পিকার কিন্তু শাসকদলের কাউকে সাসপেন্ড করেননি। যদিও তাঁরাও বিজেপি বিধায়কদের মতো একই দোষে দুষ্ট।

স্বভাবতই স্পিকারকে পক্ষপাতদুষ্ট এবং মুখ্যমন্ত্রীর অনুগত বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিধানসভায় ওই গোলমালের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, বিরোধীরা যেভাবে কাগজ ছিঁড়লেন, তা অসাংবিধানিক, বেআইনি। আজকের দিনটি বিধানসভার ইতিহাসে কলঙ্কজনক হয়ে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই পুরোনো ইতিহাস। ২০০৪-'০৫ সালে অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনায় তখন লোকসভায় একমাত্র তৃণমূল সাংসদ তিনি কাগজ ছুড়ে মেরেছিলেন লোকসভার স্পিকারের চেয়ারে যিনি ছিলেন, তাঁর দিকে।

শুধু তাই নয়, ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসের সেই দিনটির কথা মনে করিয়ে দিই, যেদিন সিঙ্গুরে যাওয়ার সময় মাঝপথে আটকে দিলে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সটান বিধানসভার লবিতে ঢুকে অভিযোগ করেছিলেন, বুদ্ধবাবুর পুলিশ তাঁকে মারধর করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল বিধায়করা বিধানসভার আসবাবপত্র ভাঙচুর করলেন। সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনার প্ররোচনাতেই সেদিন বিধানসভায় আপনার দলের বিধায়করা ভৈরব নৃত্য করেছিলেন। সেদিনটাও বিধানসভার ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় ছিল। ২০১৬-'১৭ সালে বাম বিধায়কদের উপর বেনজির আক্রমণ করেছিলেন তৃণমূলের বিধায়করা। বাম মহিলা বিধায়করা পর্যন্ত রেহাই পাননি। সেদিনের কলঙ্কও কিন্তু কম নয় বিধানসভায়।

সদ্যসমাপ্ত লোকসভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রীর দলের সাংসদরা সংবিধান সংশোধনী বিলের কপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মুখের উপর ছুড়ে মেরেছিলেন। ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন, স্লোগান দিয়েছিলেন। সেদিন লোকসভার স্পিকার তৃণমূলের কোনও সাংসদকে সাসপেন্ড করেননি। আজ মমতা বলছেন, বিধানসভার কলঙ্কিত দিন?

কিন্তু এটা তো বোধহয় আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না যে, সেদিন আপনাকে যে ভূমিকায় দেখা গিয়েছে, সেই ভূমিকায় কখনও বিধান রায়, প্রফুল্ল সেন, সিদ্ধার্থশংকর রায়, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা যায়নি। এমনিতেই বিধানসভায় এখন বিতর্কের মান নিম্নগামী। যেমন লোকসভায় বিরোধীরা অভিযোগ করেন, শাসকদল তাঁদের কণ্ঠরোধ করছে, তেমনই এরাজ্যের বিরোধী দলের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

যাই হোক, সেদিন বিধানসভায় যা হল, তা দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলতে হয়, আহা, কী দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না!

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯২৬

সংগীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকা জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

১৯৩৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলে।

আলোচিত

দুর্নীতিগ্রস্ত যে তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশন দিয়েছে, তা অসম্পূর্ণ। চাকরিপ্রার্থীদের ভিড়ে দুর্নীতিগ্রস্তরা লুকিয়ে থাকলে এই পরীক্ষা বাতিল হবে। সেই দায় স্কুল সার্ভিস কমিশনকেই নিতে হবে। কারণ কারচুপি কোন স্তরে হবে, সেটা তো নির্দিষ্ট করে বলা যায় না।

- বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালে বৃষ্টিতে ভিজে ঠকঠক করে কাঁপছিল একটি শিশু। এক মহিলা দোকান থেকে ছাতা কিনে ছেলেটিকে দেন। কিছুক্ষণ পর দেখেন নতুন ছাতা মাটিতে ফেলে ভাঙছে সে। সমাজমাধ্যমে ভিডিওটি শেয়ার করেছেন ওই মহিলা।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে পেট্রোল পাম্পে এক মহিলা বাইকে তেল ভরতে গিয়েছিলেন। হেলমেট না পরায় তাঁকে পেট্রোল দিতে অস্বীকার করেন পাম্পের মহিলাকর্মী। সেই বাকবিতণ্ডা গড়ায় হাতাহাতিতে। দুই মহিলার মারামারির ভিডিও ঝড়ের গতিতে ভাইরাল।

জনমন জনমত

রাস্তা, আন্ডারপাসে নজর নেই

শিলিগুড়ির অত্যন্ত সন্নিকটে যে ঘনবসতি গড়ে উঠেছে সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি কারও নজর নেই বললেই চলে। বিশেষ করে অম্বিকানগর, মধুসূদন কলোনি, ভালোবাসার মোড়, ভোলার মোড়, সাহুডাঙ্গি, পাঁচকোলগুড়ি হয়ে সুদূর আমবাড়ি পর্যন্ত-এইসব এলাকার শিলিগুড়ি শহরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তায় এনজেপি-কলকাতা ব্রডগেজ রেললাইনটি যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে তা না বললেই নয়। একটি আন্ডারপাস আছে যা দিয়ে যাতায়াত চলে। কিন্তু তার হাল বা অবস্থা অবর্ণনীয়। বর্ষাকালে সেটি এক কোমর জলের তলায় চলে যায়। ক্ষতবিক্ষত সেই রাস্তাটি যাতায়াতের একেবারেই অযোগ্য। প্রায়শই দুর্ঘটনা লেগে থাকে।

যেসব জায়গার নাম লিখলাম সেইসব এলাকায় প্রায় কয়েক হাজার মানুষের বাস। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের এই দুর্গমতাকে অতিক্রম করে তবেই ভবিষ্যতের স্বপ্নের অধিকারী হতে হয়। জীবিকার সন্ধানে যাঁদের প্রতিদিনের যাতায়াত শিলিগুড়ি, তাঁদের সীমাহীন কষ্ট অবর্ণনীয়, বয়স্ক লোকদের কথা না বলাই শ্রেয়। অথচ রাস্তাটির প্রতি কারও নজর নেই। বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরের জমির দাম আকাশছোঁয়া, বলা যেতে পারে এক টুকরো জমি কেনা বা বাড়ি করা স্বপ্নেরও অতীত। তাই সবাই ছুটছে উপরি উল্লিখিত শহরতলিতে অপেক্ষাকৃত একটু কম দামে জমি কিনে বাড়ি করতে। ফলে দ্রুতগতিতে বাড়ছে ঘন জনবসতি। কিন্তু একটিমাত্র যোগাযোগের রাস্তার যদি এই হাল হয় তাহলে দুর্ভোগের সীমার অবসান কবে হবে? আন্ডারপাসে প্রায়শই টোটো বা অন্যান্য গাড়ি উলটে পড়ে থাকার দৃশ্য বিরল নয়।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উড়ালপুলের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। তবে আপাতত আন্ডারপাসের জল বের করে রাস্তাটির স্থায়ী পুনর্নির্মাণ করলে হাজার হাজার মানুষের কষ্ট লাঘব হয়।

শ্রীদেব চৌধুরী (শর্মা)
সাউথ কলোনি, এনজেপি।

নাগরাকাটায় নিকাশিনালা সাফাই প্রয়োজন

নাগরাকাটায় ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রোগীর সংখ্যা প্রচুর। ডেঙ্গি থেকে মুক্তি পেতে এলাকার মানুষজনকে সচেতন হতে হবে। তবে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আবেদন, প্রতিটি পাড়ায় যে জঞ্জাল জমা আছে তা অবিলম্বে পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়া যেসব নিকাশিনালায় কাদামাটি জমে আছে, সেগুলো অবশ্যই পুজোর আগে সাফাই করা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। নতুবা এলাকায় ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি আরও ভয়াবহ আকার নেবে। আশা করি, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত এই সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে।

বিনয়কুমার নাগ, মধ্য সুখানি, নাগরাকাটা।

ঘেন্না করতে শেখাচ্ছে অদৃশ্য শয়তানরা

আমাদের সামনে 'ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের' উদাহরণ নেই। চারপাশে শুধু সুধাহরণের ক্ষুধাভরনের উদাহরণ।

কল্যাণময় দাস

পৃথিবীর তামাম সংবাদমাধ্যমে সবসময় ছোট-বড় নানা রকম হিংসার ছবি দেখা যায়। দেখতে দেখতে মনে হয়, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই বোধহয় হিংস্র। পাড়া-মহল্লার বাঁশ-বাখারির ডাং থেকে শুরু করে নিউক্লিয়ার বম্ব- হিংসার অস্ত্রের চিত্রটা ভয়ানক। কোথাও জমি দখলের জন্য সন্ত্রাস তো কোথাও দেশ দখলের জন্য যুদ্ধ। কোথাও মেয়ে দখল তো কোথাও পুরুষ দখল। চারদিকে জল-জঙ্গল-জমি দখলের দবদবা।

ক্রনি-ক্যাপিটালিজমে আর রাজনীতির 'দাদা' ইজমের কলার তুলে এগোচ্ছে রাষ্ট্র। কোথায় যাবে নাগরিক! কীভাবে এর থেকে নিস্তার পাবে পৃথিবী? কারও কাছে এর বিজ্ঞানসম্মত উত্তর নেই, নেই দর্শনগত উত্তরও। থাকলেই বা শুনছে কে?

আমাদের সামনে কোন 'ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের' উদাহরণ নেই, শুধু চারপাশে সুধাহরণের ক্ষুধাভরণের উদাহরণ। একে অন্যকে ঘেন্না করতে শেখাচ্ছে অদৃশ্য শয়তানরা। আমরা সেই ঘেন্না বহন করে নিয়ে চলেছি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে। এর শেষ নেই। আচ্ছা বলুন তো, ঘৃণাই যদি শেষ আশ্রয় হবে আমাদের, তবে এত কবি, এত কবিতা, এত প্রাবন্ধিক, এত প্রবন্ধ, এত ঔপন্যাসিক, এত উপন্যাস, এত গীতিকার, এত গান- এসবের কী দরকার?

মানুষ এখন সম্পদের কাছে, ক্ষমতার কাছে, লোভের কাছে এতটাই নতজানু, এতটাই কশেরুকাহীন যে, লোভ, পাপ, অন্যায়, অবিচার ইত্যাদি শব্দগুলো তাদের ডিকশনারি থেকে বাদ হয়ে গিয়েছে। বাস্তবে এই যে অন্ধ হিংসা, তার ভেতর জন্ম নিচ্ছে নিজেকেই খুন করার প্রক্রিয়া। জন্ম নিচ্ছে ভাষা থেকে শুরু করে সমগ্র অস্তিত্ব বিপন্ন করার অভিপ্রায়। জন্ম নিচ্ছে একটা প্রবল বর্ণময় সৃজন-ঐশ্বর্যে ভরা ভাষাগোষ্ঠীকে শেষ করে দেওয়ার চিন্তন।

এই অবস্থার মধ্যে মানবিক সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যাশা করেন-এমন মানুষ কিছু আছেন। হয়তো তাঁরা সংখ্যায় কম। কিন্তু আছেন। তবে তাঁরা একঘরে। যাঁরা প্রত্যাশা করেন 'শত ফুল বিকশিত হোক/ যত আগাছা নির্মূল হোক।' তাঁদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে অন্ধকারে। যাঁরা বিশ্বাস করেন 'মানুষ মানুষের জন্যে/ জীবন জীবনের জন্য...', তাঁরা রাজনীতির রক্তচোখের সামনে।

অস্ত্রনির্ভর বাণিজ্য আর ভূ-রাজনীতির আধিপত্য আজ শুধু রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের অলিগলিতে টুকরো টুকরো ক্ষমতাপ্রিয় প্রভুভক্তদের মধ্যেও। হিংস্রতা এখন একটা দাবাং পলিসি। যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই এই দাবাং দৈত্যরা দাঁড়িয়ে আছে। দেশে-বিদেশে চরমতম নাশকতা থেকে শুরু করে একদম পারিবারিক স্তরে ঠারেঠোরে হিংসা এবং অবিশ্বস্ততা এতটাই প্রমত্ত যে, এ থেকে মানুষের নিস্তার পাওয়ার সুযোগ খুব কম। এসবের অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

তবে একটা বিষয় একদম নিশ্চিত যে, ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে যে আগুন, প্রবেশ করেছে যে চোরাগোপ্তা ফুসলানি, অনুপ্রবেশ করেছে যেসব ভেদবুদ্ধি, ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি, তাতে ক্রমশ অস্থিরতা বাড়বে বই কমবে না।

কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু হল, হচ্ছে। শুধুমাত্র হাহাকার ছাড়া আমাদের মতো লিখিয়েদের আর কী-ই বা করার আছে! সমস্ত আশার বাণীকে যেখানে থেকে থেকে মনে হয় অসার বাণী। কেননা, আমরা এতবার ঠকেছি রাষ্ট্রযন্ত্রের ঠোক্করে, এতবার ছিন্নমূল হয়ে ছন্নছাড়া হয়েছি যে, কোথাও আশার আলো দেখি না। তবু কি আমাদের সচেতনতা ফিরেছে? কয়েক কোটি টাকার প্রশ্ন সেটা। মাঝে মাঝে মনে হয় 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে' নিজেদের বিপন্ন করে তোলার এই যে অন্ধকার বাসনা- এর থেকে কি মানুষের রেহাই নেই!

(লেখক নাট্যশিল্পী। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৩৮

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। চিরুনি, মাছের ফুলকো ৪। লোহার মরচে ৫। নাছোড়বান্দা ৭। অবাধ্য ও দুর্দান্ত, ঝগড়াটে, দুষ্ট ৮। প্রতারক, ধাপ্পাবাজ ৯। বিশুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই সিদ্ধিলাভ ১১। স্বাধীন, মুক্ত ১৩। রাত, ছেঁড়া ন্যাকড়া, কানি ১৪। মোটা পশমি কাপড়বিশেষ ১৫। এক শত, বহু, অসংখ্য।

উপর-নীচ : ১। বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মুনিবিশেষ ২। গাবজাতীয় কালো রংয়ের গাছবিশেষ ৩। সম্পূর্ণ নষ্ট, ব্যর্থ বা পণ্ড ৬। সগৌরবে অবস্থান ৯। তামা দস্তা ও রাং মিশিয়ে তৈরি নিকৃষ্ট কাঁসাবিশেষ ১০। হাতি ১১। আগুন, উত্তাপ ১২। পুরাণোক্ত রাজাবিশেষ, পৌরাণিক অরণ্যবিশেষ।

সমাধান ■ ৪২৩৭

পাশাপাশি : ১। উচ্চগ্রাম ৩। মেরুন ৫। রামরহিম ৭। শালিক ৯। আকর ১১। বকবকানি ১৪। কঙ্কত ১৫। ঘনঘটা।

উপর-নীচ : ১। উত্তরাশা ২। মন্দুরা ৩। মেজর ৪। নবম ৬। হিড়িক ৮। লিরিক ১০। রগচটা ১১। বণিক ১২। বনাত ১৩। নিদাঘ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

তিন শতাংশ ডিএ-র জল্পনা

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : খুব তাড়াতাড়ি সুখবর পেতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা। উৎসবের মরশুমে আরও একপ্রস্থ মহার্ঘভাতা (ডিএ) ঘোষণার তোড়জোড় শুরু করেছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, দীপাবলির আগেই ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করা হতে পারে। ১.২ কোটির বেশি সরকারি কর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত এর ফলে উপকৃত হবেন। বর্তমানে ৫৫ শতাংশ হারে ডিএ পান কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা। কেন্দ্র ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করলে সেই হার বেড়ে ৫৮ শতাংশ হবে।

ইশিবা'র ইস্তফা

টোকিও, ৭ সেপ্টেম্বর : টানা দু'বার নির্বাচনে পরাজয়ের পর সমালোচনায় জেরবার জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা পদত্যাগ করলেন। প্রধানমন্ত্রিত্বের পাশাপাশি দলের প্রেসিডেন্ট পদ থেকেও সরে গেলেন তিনি। সূত্রের খবর, জাপানের শাসকদল এলডিপি-র নেতৃত্ব কে দেবেন, তা নিয়ে ভোটাভুটির ঠিক একদিন আগে ইশিবার দলীয় প্রধানের পদ থেকে ইস্তফাপত্র জমা পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপকে কার্যত তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তিনি গত বছর প্রধানমন্ত্রীর পদে বসেন।

১৯-এ যুবরাজ

টোকিও, ৭ সেপ্টেম্বর : সদ্য ১৮ থেকে ১৯-এ পা রেখেছেন জাপানের যুবরাজ প্রিন্স হিসাহিতো। গত ৪০ বছরে হিসাহিতো হলেন রাজপরিবারের প্রথম পুরুষ সদস্য যিনি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে শনিবার রাজপ্রাসাদে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯ বছর বয়সি হিসাহিতো বর্তমান সম্রাট নারুহিতোর ভাগ্নে। সিংহাসনের দাবিদারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তিনি।

হত মাওবাদী

রাঁচি, ৭ সেপ্টেম্বর : মাওবাদীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষে পশ্চিম সিংভূম জেলায় সারান্ডা জঙ্গলে মৃত্যু হল অমিত হাঁসদা ওরফে আপতানের। তার মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা। রবিবার এসপি পরশ রানা জানিয়েছেন, অমিত হাঁসদার মৃত্যু হয়েছে। সারান্ডা জঙ্গলে মাওবাদীদের ঘাঁটিতে তল্লাশি চালিয়ে একটি এসএলআর, প্রচুর বিস্ফোরক ও অন্যান্য অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে।

মিলেনিয়াল সন্ত

ভ্যাটিকান সিটি, ৭ সেপ্টেম্বর : ইতালীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ কিশোর কার্লো আকুতিসকে 'মিলেনিয়াল সন্ত' ঘোষণা করল ভ্যাটিকান। অতীতে মাদার টেরিজাকে সন্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। ক্যাথলিক খ্রিস্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ লিওর উপস্থিতিতে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রবিবার আকুতিসকেও এই উপাধি দেওয়া হয়। ২০০৬ সালে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মাত্র ১৫ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছিল তার। কোডিং বিশেষজ্ঞ আকুতিস ক্যাথলিক ভাবধারাকে তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তরুণ উপাসকদের উদ্দেশে পোপ লিও বলেন, 'কার্লো বলতেন স্বর্গ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আগামীকালকে ভালোবাসতে হলে আজ নিজের সেরাটা দিতে হবে।'

কিশোরকে হত্যা

ভুবনেশ্বর, ৭ সেপ্টেম্বর : মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন এক ১২ বছরের ছাত্রকে যৌন হেনস্তা করত উঁচু ক্লাসের দাদারা। ২ সেপ্টেম্বর ৫ জন ছাত্র মিলে ওই নাবালককে শ্বাসরোধ করে খুন করে। এরপর দেহ ট্যাংকে ফেলে দেওয়া হয়। ওডিশার নীলমণি এলাকার ঘটনা। সিসিটিভি ফুটেজে ছাত্রকে মারধর ও যৌন নির্যাতনের প্রমাণ মিলেছে। মৃত ছাত্রের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ৫ নাবালককে আটক করেছে পুলিশ।

মহিলাকে মার

চেন্নাই, ৭ সেপ্টেম্বর : জমি বিবাদের জেরে এক মহিলাকে গাছে বেঁধে, অর্ধনগ্ন করে মারধরের অভিযোগ তামিলনাড়ুতে। ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে শোরগোল শুরু হয়েছে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মহিলার শাড়ি দিয়েই তাঁকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছেন চার মহিলা। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের সঙ্গে চলছে পোশাক খুলে দেওয়ার চেষ্টা। অভিযুক্ত গ্রামেরই চার মহিলা। একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারলেও বাকিরা পলাতক।

বন্ধুদের কাছে সেনা সাহায্যের আবেদন জেলেনস্কির

রুশ হামলায় জ্বলছে মন্ত্রী পরিষদ ভবন

রাশিয়ার ড্রোন হামলায় জ্বলছে বহুতল। রবিবার কিভে।

কিভ, ৭ সেপ্টেম্বর : মুখে বড় বড় কথা বলার দিন ফুরিয়েছে। রাশিয়ার হামলা ঠেকাতে এবার বন্ধু দেশগুলির উচিত ইউক্রেনে সেনা পাঠানো। উত্তর কোরিয়ার সেনা যেমন রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করছে, সেইভাবে ইউক্রেনীয় বাহিনীর হয়ে লড়াই করুক ইউরোপের দেশগুলির যৌথ বাহিনী। শনিবার গভীর রাতে কিভে মন্ত্রী পরিষদ ভবন সহ একাধিক বহুতলে রাশিয়ার ড্রোন হামলার পর এই আবেদন জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। তাঁর দাবি, এদিন রাতে কিভ লক্ষ্য করে ৮০০ ড্রোন ও ১৭টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে রুশ সেনা। হামলায় এক মহিলা ও শিশু সহ কমপক্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১৮। কিভ ছাড়াও হামলা হয়েছে খারকিভ ও জাপোরাঝিয়ায়। সেখানেও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

> যুদ্ধবিরতির জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগের মধ্যে এ ধরনের হামলা সংঘর্ষকে দীর্ঘস্থায়ী করার নামান্তর। আন্তর্জাতিক মহল চাইলে ক্রেমলিনের অপরাধীদের হত্যাকাণ্ড বন্ধে বাধ্য করতে পারে।
>
> **ভোলোদোমির জেলেনস্কি**

জেলেনস্কি বলেন, 'যুদ্ধবিরতির জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগের মধ্যে এ ধরনের হামলা সংঘর্ষকে দীর্ঘস্থায়ী করার নামান্তর। আন্তর্জাতিক মহল চাইলে ক্রেমলিনের অপরাধীদের হত্যাকাণ্ড বন্ধে বাধ্য করতে পারে।' গত বৃহস্পতিবার প্যারিস বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। ওই বৈঠকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেখানে ইউরোপীয় দেশগুলির যৌথ বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মস্কোর তরফে পালটা হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, ইউক্রেনে বিদেশি সেনা মোতায়েন করা হলে তাদেরও ছেড়ে কথা বলবে না রুশবাহিনী।

ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া সভিরিডেনকো বলেন, 'শনিবার প্রথম শত্রুর আক্রমণে একটি সরকারি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা ভবনটি সংস্কার করব, কিন্তু হারানো প্রাণ ফেরত আসবে না। আমাদের পশ্চিমী মিত্রদের উচিত রাশিয়ার তেল ও গ্যাস সরবরাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা। শুধু কথা বললে হবে না, কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে।' কিভের মেয়র ভিতালি ক্লিটসকো জানিয়েছেন, চলতি সংঘাত শুরু হওয়ার পর শনিবার ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলিকে নিশানা করেছিল রাশিয়ার বাহিনী। রাশিয়ার হামলায় ১৬টি বহুতল, ১২টি বাড়ি, ১টি স্কুল ও একাধিক কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রাশিয়ার হামলার জবাবে পালটা ড্রোন ছুড়েছে ইউক্রেন। যার জেরে রাশিয়ার একাধিক জায়গায় তেল সরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউক্রেনের ছোড়া ৬৯টি ড্রোন ধ্বংসের দাবি করেছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রক। তারা জানিয়েছে, ইউক্রেনের ড্রোনগুলির মধ্যে ২১টি ক্রাসনোদার ক্রাই, ১৩টি ভোরোনেজ ও ১০টি বেলগোরোদ অঞ্চলে ধ্বংস করা হয়েছে।

বন্যাদুর্গত অঞ্চলে কাল প্রধানমন্ত্রী

চণ্ডীগড়, ৭ সেপ্টেম্বর : বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ৯ সেপ্টেম্বর পঞ্জাবের গুরদাসপুরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ত্রাণ ও পুনর্বাসনকার্য খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বন্যাপীড়িতদের সঙ্গেও তিনি কথা বলবেন বলে জানা গিয়েছে। বিজেপির পঞ্জাব শাখার তরফে মোদির আসন্ন সফরের কথা জানানো হয়েছে। পঞ্জাবে এখনও পর্যন্ত বন্যার বলি

পঞ্জাবে মৃত বেড়ে ৪৬

হয়েছেন ৪৬ জন। রাজ্য সরকারের হিসেব অনুযায়ী, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৩,২৮৯ কোটি টাকা।

৯ তারিখ মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পরই দুপুরে অমৃতসরে আসবেন মোদি। সেখানে রাজ্য সরকারের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। তারপর গুরদাসপুরের উদ্দেশে রওনা দেবেন। সেখান থেকে আকাশপথে পাঠানকোটের বন্যাকবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করবেন তিনি। বন্যাপীড়িত সাধারণ মানুষ তো বটেই, যে সমস্ত চাষির বিঘার পর বিঘা চাষজমি জলের তলায় চলে গিয়েছে, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী।

বিজেপির পঞ্জাবের সভাপতি সুনীল জাখর জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী পঞ্জাবের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তিনি সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। এর আগে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান পঞ্জাবে এসে বন্যা পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি টিমও রাজ্য থেকে ঘুরে গিয়েছে। বন্যায় পঞ্জাবের সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতটা, তা নিয়ে বিস্তারিত একটি রিপোর্ট জমা দেবে ওই টিম দুটি।

পঞ্জাবের এই সংকটকালে যাবতীয় সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। লাগাতার বৃষ্টির ফলে শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, ঘাগ্গার নদীর জল ফুলেফেঁপে উঠেছে। রাজ্যের ২৩ জেলার ১৯০০টি গ্রাম জলমগ্ন। বন্যায় নষ্ট হয়েছে প্রায় ১.৭১ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল। সূত্রের খবর, ওই নদীগুলি থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলার ফলে এবার বিপর্যয় নেমে এসেছে পঞ্জাবে। সেই ব্যাপারেও কথা বলতে পারেন প্রধানমন্ত্রী।

বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে পিছনের সারিতে বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

সবার পিছনে

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : দেশের প্রধানমন্ত্রী সবসময় সবার সামনে থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। যেহেতু তিনি দেশনেতা, তাই তাঁকে সামনে রেখেই তাঁর দল ও সরকার পরিচালিত হয়। কিন্তু উলটপুরাণ ঘটল রবিবার বিজেপি সাংসদদের একটি কর্মশালায়। মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষ্যে ওই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল সংসদ ভবন সংলগ্ন জিএমসি বালাযোগী অডিটোরিয়ামে। সেখানে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির প্রায় সমস্ত সাংসদ। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদি প্রথম সারির কোনও আসনে বসেননি। বরং দলের অন্যান্য সাংসদের সঙ্গে একেবারে শেষ সারির আসনটি নিজের জন্য বেছে নেন মোদি। তাঁর এহেন আচরণ দেখে স্বাভাবিকভাবেই ধন্য ধন্য শুরু করেছেন বিজেপির সাংসদরা। দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এখনও কতটা মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষ, সেই প্রচার শুরু করেছে গেরুয়া শিবির। সূত্রের খবর, ওই ওয়ার্কশপে জিএসটি সংস্কারের জন্য বিজেপি সাংসদদের তরফে মোদিকে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। রবি ও সোমবার চলবে ওই কর্মশালা। সোমবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কীভাবে ভোটদান করতে হবে তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বিজেপি সাংসদদের।

আমেরিকায় হুন্ডাইয়ের কারখানায় হানা

গ্রেপ্তার ৪৭৫ অভিবাসী শ্রমিক

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর : অবৈধ অভিবাসীদের খোঁজে এবার বিদেশি সংস্থার কারখানায় হানা দিল ট্রাম্প সরকারের তদন্তকারী দল। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ-পূর্ব জর্জিয়ায় হুন্ডাইয়ের গাড়ি কারখানায় ঢুকে পড়েন প্রায় ৫০০ অভিবাসন আধিকারিক। কারখানার প্রত্যেক শ্রমিকের পরিচয় খতিয়ে দেখেন তাঁরা। ৪ ঘণ্টা অভিযানের পর ৪৭৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশ দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক। মার্কিন অভিবাসন দপ্তরের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ধৃতদের মধ্যে ৩০০ জন দক্ষিণ কোরিয়া থেকে এসেছেন। তাঁদের কেউ অবৈধভাবে আমেরিকায় এসেছেন। কারও ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। কারও আবার নথিপত্রে গোলমাল রয়েছে। আইন ভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে একাধিক অভিবাসীর বিরুদ্ধে। ধৃতদের প্রত্যেককে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

আমেরিকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নাগরিকদের গ্রেপ্তারির তীব্র নিন্দা করেছে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার। দেশের বিদেশমন্ত্রকের তরফে

> ওঁরা সবাই অবৈধ অভিবাসী। অভিবাসন কর্তৃপক্ষ শুধু নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

জারি করা বিবৃতিতে আমেরিকায় দক্ষিণ কোরীয়দের প্রতি সম্মান জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আটলান্টায় হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্বে থাকা স্পেশাল এজেন্ট স্টিভ শ্রাংক অবশ্য বেআইনি অভিবাসন ঠেকাতে ট্রাম্প সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'এটা হঠাৎ করে চালানো কোনও অভিযান নয়। বরং একটি চলমান তদন্ত প্রক্রিয়ার অঙ্গ। দীর্ঘ তদন্তের পর অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে কারখানায় অভিযান চালান আধিকারিকরা।' বিচারবিভাগের অনুমতি নিয়েই এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে শ্রাংক জানিয়েছেন।

হুন্ডাইয়ের কারখানায় অভিযানকে সমর্থন করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বয়ং। তিনি বলেন, 'ওঁরা সবাই অবৈধ অভিবাসী। অভিবাসন কর্তৃপক্ষ শুধু নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে, এখনও আমেরিকায় বহু অভিবাসী বেআইনিভাবে বাস করছেন। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁদের ভালো লোক বলা যায় না। তাঁরা জো বাইডেনের আমলে অবৈধভাবে এ দেশে এসেছেন।'

'দুর্গার পায়ের কাছে মোদির ছবি রাখুন'

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : রাজধানীর প্রতিটি মণ্ডপে মা দুর্গার পায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তাঁর বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্যের জন্য মা দুর্গার আশীর্বাদ কামনা করা হোক।' দুর্গাপুজো উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ইতিমধ্যে নানাবিধ ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু মোদির ছবি রাখা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এমন নির্দেশ ঘিরে পুজো কমিটিগুলির মধ্যে শুরু হয়েছে প্রবল বিতর্ক।

শনিবার দিল্লি সচিবালয়ে পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলেন, 'আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। আমরা চাই, মা দুর্গার আশীর্বাদ ওঁর সঙ্গে থাকুক। প্রতিটি পুজো প্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী

নির্দেশ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর

নরেন্দ্র মোদির ছবি রাখুন মা দুর্গার পায়ের কাছে।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েছে দিল্লির বহু দুর্গাপুজো কমিটি। এক উদ্যোক্তার সোজাসাপটা প্রতিক্রিয়া, 'প্রধানমন্ত্রী ভগবান নন যে তাঁর ছবি আমরা দেবীর পায়ের কাছে রাখব। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই ধরনের রাজনৈতিক তোষামোদের কোনও স্থান নেই। আমরা এই নির্দেশ মানব না।'

এই ইস্যুতে সরব হয়েছে তৃণমূলও। তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের কটাক্ষ, 'কস্মিনকালেও কোনও মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী এমন কথা বলেননি। মা দুর্গার চালার পিছনে থাকা দেবাদিদেব মহাদেবের ফোটোর জায়গায় যদি প্রধানমন্ত্রীর ছবি বসাতে চান, তাহলে ওঁদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে হয়তো। আসলে প্রভুভক্তি দেখাতে গিয়ে তোষামোদের সীমা অতিক্রম করছেন।'

ভোট চর্চার নৈশভোজ

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার দেশের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। এনডিএ প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবেন, তা নিয়ে জল্পনা চরমে। শেষবেলায় বিরোধী শিবিরকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এককাট্টা রাখতে একটি নৈশভোজের আয়োজন করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সোমবার সন্ধ্যায় সংসদের অ্যানেক্সে ইন্ডিয়া জোটের ব্যানারে ওই নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে। বিরোধীরা যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে রেড্ডিকে ভোট দেন, সেই বার্তাই ওই নৈশভোজের অনুষ্ঠান থেকে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে রেড্ডি ভোটারদের দেশহিতে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, ইন্ডিয়া জোটের শরিক না হওয়া সত্ত্বেও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রেড্ডিকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছেন এআইমিম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি।

শি-ট্রাম্প বৈঠকের সম্ভাবনা অক্টোবরে

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি তিয়ানজিনে সাংহাই শীর্ষ সম্মেলনে ভারত, চিন ও রাশিয়ার সরকার প্রধানদের পাশাপাশি বসে আলাপচারিতা দেখে স্বস্তি হারিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ইতিমধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা করে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক শোধরানোর বার্তা দিয়েছেন। এবার জানা যাচ্ছে, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে অক্টোবরে বৈঠক করতে পারেন ট্রাম্প।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় আর্থিক সহযোগিতা শীর্ষ সম্মেলনের (এপিইসি) ফাঁকে শি-ট্রাম্প বৈঠকের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। অক্টোবরে ওই সম্মেলন হবে দক্ষিণ কোরিয়ার গিয়ংজুতে। এই তথ্য দিচ্ছে হোয়াইট হাউস। কিন্তু ট্রাম্পের সঙ্গে জিনপিংয়ের বৈঠকের চূড়ান্ত তারিখ ঠিক হয়নি। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, বাণিজ্য ও নিরাপত্তার দিক থেকে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ট্রাম্পের ওই সফরকে আমেরিকায় আর্থিক বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা হতে পারে, যা দেখা গিয়েছে ট্রাম্পের সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সফরে।

অগাস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সস্ত্রীক চিন সফরের জন্য ফোনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তাতে সাড়াও দিয়েছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু কোনও তারিখ নির্ধারিত হয়নি। চিনের সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধের জেরে বেকায়দায় পড়েছে ট্রাম্প। বাণিজ্য ঘাটতি কমেনি। উলটে বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার বাণিজ্য চুক্তির আওতায় থাকা দেশগুলির জন্য বেশ কিছু পণ্যে কর ছাড় ঘোষণা করেছে হোয়াইট হাউস।

বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর : মুম্বই বিমানবন্দর এবং নায়ার হাসপাতালে বোমাতঙ্ক ছড়াল। রবিবার পুলিশে ফোন করে হুমকি দেওয়া হয়, মুম্বই বিমানবন্দর ও নায়ার হাসপাতাল উড়িয়ে দেওয়া হবে। অভিযানে নামে পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড। কিন্তু বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি।

কংগ্রেসের কটাক্ষ

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : জাতিহিংসায় রক্তাক্ত মণিপুরে মাত্র তিন ঘণ্টা কাটানোর কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। এর জবাবে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের খোঁচা, '১৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত মণিপুর সফর ঘিরে তাঁর চিয়ারলিডাররা প্রশস্তিতে ভরিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু উনি সেখানে থাকবেন মাত্র ৩ ঘণ্টা। এই ঝটিকা সফরের মাধ্যমে উনি কী বোঝাতে চাইছেন?

পাক টানে ঘরছাড়া

প্রয়াগরাজ, ৭ সেপ্টেম্বর : সমাজমাধ্যমে পরিচয় হওয়া এক তরুণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গত সপ্তাহে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল এক নাবালিকা। শেষমেশ আরপিএফের তৎপরতায় মহাবোধি এক্সপ্রেস থেকে তাকে উদ্ধার করা গিয়েছে। আরপিএফ প্রয়াগরাজ চাইল্ডলাইনের হাতে

হানিট্র্যাপে নাবালিকা

নাবালিকাকে তুলে দেয়। তদন্তে নেমে চাইল্ডলাইনের আধিকারিকরা হদিস পেয়েছেন পাক যোগের। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে এক তরুণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। তার সঙ্গে দেখা করতেই নয়াদিল্লি আসছিল সে। তার মোবাইল ফোন থেকে যে নম্বরগুলি পাওয়া গিয়েছে, তাতে বেশ কয়েকটি পাকিস্তানি নম্বরও রয়েছে।

আধিকারিকরা মনে করছেন, পাকিস্তানি এক তরুণের হানিট্র্যাপের ফাঁদে পা দিয়েছিল ওই নাবালিকা। আদতে বিহারের নওয়াদার বাসিন্দা ওই নাবালিকা ইনস্টাগ্রামে একাধিক মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল। তাদের মধ্যে পঞ্জাবের একটি মেয়েও ছিল। তার মাধ্যমেই পাক তরুণের সঙ্গে পরিচয় গড়ে ওঠে ওই নাবালিকার। তাদের মধ্যে নিয়মিত কথাবার্তাও হত। মনে করা হচ্ছে, ওই পাক তরুণের প্ররোচনাতেই বাড়ি ছেড়েছিল নাবালিকা। তার যাতায়াতের বিষয়টি পঞ্জাবের ওই মেয়েটির হাতে ছেড়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি তরুণ। অনলাইনে টাকাও পাঠানো হয়েছিল নাবালিকাকে। প্রথমে দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে পঞ্জাব যাওয়ার ছক ছিল।

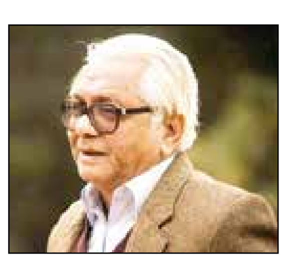

ঢাকায় প্রয়াত বদরুদ্দিন

ঢাকা, ৭ সেপ্টেম্বর : একটা যুগের অবসান হল। রবিবার প্রয়াত হলেন বাংলাদেশের প্রবাদপ্রতিম গবেষক, সাহিত্যিক, সমাজকর্মী, রাজনীতিক বদরুদ্দিন উমর। জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি উমরের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন দলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিম। তিনি জানান, বার্ধক্যজনিত রোগে গত ২ মাস ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন উমর। রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ ঢাকার শ্যামলী এলাকায় বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। উমরের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, 'বদরুদ্দিন উমর ছিলেন আমাদের মুক্ত বুদ্ধি ও প্রগতি-সংগ্রামের এক উজ্জ্বল বাতিঘর। ভাষা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা, গবেষণা, ঔপনিবেশিক মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক দর্শনের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।'

খুন ইউক্রেনীয় তরুণী

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর : রুশ সেনার হামলা থেকে প্রাণ বাঁচাতে বন্ধু দেশ আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন ইউক্রেনীয় তরুণী আইরিনা জারুতস্কা। সেখানেই নৃশংসভাবে খুন হতে হল ২৩ বছর বয়সি তরুণীকে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২২ অগাস্ট রাত ১০টা নাগাদ উত্তর ক্যারোলিনার শার্লটে একটি ট্রেনের মধ্যে। খুনের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে ৯টা ৪৬ মিনিটে ট্রেনে উঠে একটি আসনে বসেই নিজের মুঠোফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন আইরিনা। তাঁর ঠিক পিছনের আসনে বসেছিলেন আততায়ী ডেকার্লোস ব্রাউন জুনিয়ার। হঠাৎ একটি ছুরি বার করে আইরিনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডেকার্লোস। ছুরিকাঘাতের দৃশ্যটি ফুটেজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, ইউক্রেনীয় অভিবাসী তরুণীকে অন্তত ৩ বার ছুরি দিয়ে কোপায় ডেকার্লোস। তার মধ্যে একটি আঘাত করা হয় আইরিনার ঘাড়ে। সেই আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সেরা পরিচালক পুরুলিয়ার কন্যা

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : ইতিহাস গড়লেন বাংলার মেয়ে অনুপর্ণা রায়। প্রথম ছবিতেই বাজিমাত। তাঁর পরিচালিত 'সংস অফ ফরগটন ট্রিজ' ইতালিতে ৮২তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁকে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের স্বীকৃতি দিল। শাড়ি পরে পুরস্কার গ্রহণ করলেন অনুপর্ণা।

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব

পুরস্কার তুলে দিলেন ফরাসি পরিচালক জুলিয়া ডুকুরানো।

অনুপর্ণার ছবিটি নীরব, উপেক্ষিত ও অবমূল্যায়িত নারীদের উদ্দেশ্যে। পুরস্কার পেয়ে উচ্ছ্বসিত পরিচালক বলেছেন, 'আমার এই ছবি প্রত্যেক নারীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, যাঁরা অবহেলিত। সমাজে যাঁদের

অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। আমার পুরস্কারপ্রাপ্তি তাঁদের অনুপ্রাণিত করুক। আমার বাংলাকে ধন্যবাদ।'

'সংস অফ ফরগটন ট্রিজ' সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে ভেনিস উৎসবের ওরিজেন্টি বিভাগে প্রিমিয়ার হয়। ওরিজেন্টি হল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের এমন একটি বিভাগ যেখানে ছবিতে নতুন প্রবণতা থাকতে হবে, ছবিটি পরিচালকের প্রথম ছবি হতে হবে। ছবির অভিনেতা, অভিনেত্রীদের তরুণ ও কম পরিচিতি বিশিষ্ট হতে হবে।

ছবির পটভূমি এক অভিবাসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিনেত্রীর সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে শহরে টিকে থাকা। তাঁর জীবনসংগ্রাম, একাকিত্ব ফুটে উঠেছে সেলুলয়েডের পর্দায়। অনুপর্ণা বলেছেন, 'এ এক অসাধারণ মুহূর্ত। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রযোজকদের। প্রচলিত ধারার ছবি না হওয়াতেও ভরসা রাখা হয়েছে। এই পুরস্কার আমি সমগ্র দেশবাসীকে উৎসর্গ করছি।'

পুরুলিয়ার নারায়ণপুরের মেয়ে অনুপর্ণা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক। কর্পোরেট চাকরি ছেড়ে সিনে দুনিয়ায়। অনুপম খেরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অভিনয়ে ডিপ্লোমা। মা মনীষা রায় বলেছেন, 'ওকে চাকরি ছাড়তে বারণ করেছিলাম। ও শুধু বলেছিল পাশে থেকো।'

আয়রনের ঘাটতিতে রক্তাল্পতা

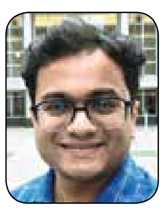

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ কোনও না কোনও কারণে রক্তাল্পতায় ভুগছেন। রক্তাল্পতার যত কারণ রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় শরীরে লৌহ-ঘাটতিজনিত রক্তাল্পতা, যা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া নামে পরিচিত। এর কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা সম্পর্কে জানালেন নয়াবাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ক্যানসার হাসপাতালের অ্যাসোসিয়েট ক্লিনিক্যাল হেমাটোলজিস্ট **ডাঃ অনুপম ব্রহ্ম**

আমাদের রক্তের রং লাল। রক্তের মধ্যে থাকে লোহিত রক্তকণিকা, যার প্রধান উপাদান হিমোগ্লোবিন নামক প্রোটিন। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন পরিবহণ করে শরীরের প্রতিটি কোষে পৌঁছে দেয়। এই হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে আয়রন বা লোহা অপরিহার্য। আয়রনের ঘাটতি হলে পর্যাপ্ত হিমোগ্লোবিন তৈরি হয় না, ফলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়।

কারণ

- **খাদ্যতালিকায় আয়রনের অভাব :** আমাদের খাবারে পর্যাপ্ত লৌহ না থাকলে শরীরে আয়রনের পরিমাণ কমে যায়। বিশেষ করে শাকসবজি, ডাল, মাছমাংস কম খাওয়ার ফলে এই ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
- **রক্তক্ষরণ :** নারীদের মধ্যে মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত, প্রসবের পর রক্তক্ষরণ এবং পেপটিক আলসার, গ্যাস্ট্রিক, হেমারয়েড বা অন্ত্রের ক্যানসারের কারণে ধীরে ধীরে রক্তপাত।
- **শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের দ্রুত বৃদ্ধি :** দ্রুত বৃদ্ধির সময়ে শরীরে আয়রনের চাহিদা বেড়ে যায়। যদি সেই সময় যথেষ্ট আয়রনযুক্ত খাবার না খাওয়া হয়, তাহলে অ্যানিমিয়া দেখা দিতে পারে।
- **গর্ভাবস্থা :** গর্ভবর্তী মায়ের শরীরে শিশুর জন্য অতিরিক্ত আয়রনের প্রয়োজন হয়। খাবারে পর্যাপ্ত আয়রন না থাকলে দ্রুত রক্তাল্পতা হয়।
- **আয়রন শোষণে সমস্যা :** অন্ত্রের কিছু রোগ যেমন সিলিয়াক ডিজিজ, ক্রোন্স ডিজিজ ইত্যাদিতে শরীর খাবার থেকে আয়রন ভালোভাবে শোষণ করতে পারে না।

লক্ষণ

- সারাক্ষণ দুর্বলতা ও অবসাদ
- শ্বাসকষ্ট, বিশেষ করে সামান্য কাজ করলেও শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া
- মাথা ঘোরা বা হালকা লাগা
- ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া
- নখ ভঙ্গুর ও চামচের মতো বেঁকে যাওয়া
- জিভে ব্যাথা বা লাল হয়ে যাওয়া
- ঠোঁটের কোণ ফেটে যাওয়া
- অনেকসময় শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক জিনিস খাওয়ার ইচ্ছে দেখা দেয় যেমন মাটি, বরফ বা কাঁচা চাল খেতে চাওয়া
- শিশুদের ক্ষেত্রে মনোযোগ কমে যাওয়া, স্কুলে দুর্বল পারফরমেন্স ও শারীরিক বৃদ্ধিতে দেরি হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

- **কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট :** রক্তে হিমোগ্লোবিন ও লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা ও আয়তন দেখা হয়।
- **সিরাম ফেরিটিন :** শরীরে মজুত আয়রন কতটুকু আছে তা বোঝা যায়।
- **সিরাম আয়রন, ট্রান্সফারিন স্যাচুরেশন এবং টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি :** রক্তে আয়রনের মাত্রা ও পরিবহণের ক্ষমতা মাপা হয়।
- **পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার :** মাইক্রোস্কোপের নীচে রক্তের লোহিত রক্তকণিকার আকার ও রং দেখা হয়।
- **অন্যান্য বিশেষ পরীক্ষা :** অনেক সময় আয়রনের ঘাটতি কেন হল তা বোঝার জন্য এন্ডোস্কোপি বা কোলোনোস্কোপি করানোর দরকার হয়। মলের সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে কি না দেখতে অকল্ট ব্লাড টেস্ট করতে হয়। চিকিৎসক পরামর্শ দিলে এগুলি করিয়ে নেওয়া জরুরি। কারণ অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া মনে হলেও ভেতরে পেপটিক আলসার, এমনিক পাকস্থলি বা অন্ত্রের ক্যানসার থাকতে পারে।

চিকিৎসা

চিকিৎসার মূল লক্ষ্য শরীরে আয়রনের ঘাটতি পূরণ করা এবং রক্তাল্পতার কারণ খুঁজে বের করে তা দূর করা। চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে -

আয়রন সাপ্লিমেন্ট

- **আয়রন ট্যাবলেট বা সিরাপ :** সাধারণত ফেরাস সালফেট, ফেরাস ফিউমারেট বা ফেরাস গ্লুকোনেট দেওয়া হয়।
- **খাওয়ার সময় :** খালি পেটে বা ভিটামিন সি-এর সঙ্গে খেলে পেট থেকে রক্তে আয়রনের শোষণ ভালো হয়।
- **পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :** কোষ্ঠকাঠিন্য, কালো রংয়ের মল, বমি বমি ভাব - এসব হলে ডোজ পরিবর্তন করা হয়।

শিরায় আয়রন ইনজেকশন দেওয়া

যদি মুখে ওষুধ খাওয়া সম্ভব না হয় বা দ্রুত ঘাটতি পূরণের প্রয়োজন হয়, তাহলে শিরায় ইনজেকশনের মাধ্যমে আয়রন দেওয়া হয়।

খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন

আয়রনের ঘাটতি পূরণের জন্য খাদ্যতালিকায় আয়রনসমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি -

- **প্রাণীজ উৎস (শরীরে সহজে শোষিত হয়) :** মাছ, মুরগির মাংস, মেটে প্রভৃতি।
- **উদ্ভিজ্জ উৎস :** ডাল, পালংশাক, কচুশাক, মেথি পাতা, লালশাক, কিশমিশ, খেজুর, তিল, গুড়।
- **ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাবার :** কমলালেবু, আমলকী, টমেটো আয়রন শোষণ বাড়ায়।
- চা ও কফি খাবারের সঙ্গে না খাওয়াই ভালো, কারণ এগুলো আয়রন শোষণ কমায়।

মূল কারণের চিকিৎসা

- অতিরিক্ত মাসিক হলে গাইনিকোলজিক চিকিৎসা
- গ্যাস্ট্রিক আলসার বা অন্ত্রের রক্তক্ষরণের চিকিৎসা
- পরজীবী সংক্রমণ হলে তার ওষুধ

প্রতিরোধের উপায়

- শিশু ও কিশোরদের বয়স অনুযায়ী সুষম খাবার দেওয়া
- গর্ভবর্তী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের নিয়মিত আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট
- মাসিকজনিত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ বা অন্য কোনও রক্তপাত হলে দ্রুত চিকিৎসা
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রক্তাল্পতা আগে থেকেই শনাক্ত করা

আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া একটি প্রতিরোধযোগ্য ও সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য রোগ, যদি সময়মতো ধরা পড়ে এবং চিকিৎসা করা হয়। সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং আয়রনের ঘাটতির কারণ দূর করাই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান। নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের জন্য আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

ক্যানসার নির্ণয়ে স্ক্রিনিংয়ের গুরুত্ব

শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে ক্যানসার আজ এক বড় স্বাস্থ্য সমস্যা। প্রাথমিক পর্যায়ে স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে ক্যানসার শনাক্ত করা সফল চিকিৎসার সম্ভাবনা বাড়ায় এবং মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে সাহায্য করে। লিখেছেন শিলিগুড়ির রাঙ্গাপানির মণিপাল হসপিটালসের কনসালট্যান্ট অঙ্কোলজিস্ট **ডাঃ অর্কপ্রভ হালদার**

কোন ক্যানসারে কোন ধরনের স্ক্রিনিং

ব্রেস্ট ক্যানসার

ব্রেস্ট ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের জন্য ম্যামোগ্রাফি প্রধান পরীক্ষা। উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্রে ব্রেস্ট এমআরআই বা আল্ট্রাসাউন্ডও করা হয়। ম্যামোগ্রামে স্বল্প মাত্রার এক্স-রে ব্যবহার করে স্তনের টিস্যুতে অস্বাভাবিকতা চিহ্নিত করা হয়। এটা করা হয় উপসর্গ দেখা দেওয়ার আগেই। স্বাভাবিক ঝুঁকির মহিলাদের ৪০ বছর বয়স থেকে প্রতি ১-২ বছরে একবার স্ক্রিনিং করা উচিত। পারিবারিক ইতিহাস বা বিআরসিএ জিন মিউটেশনের মতো বড় ঝুঁকি থাকলে ৩০ বছর থেকে বা আরও আগে ঘনঘন স্ক্রিনিং প্রয়োজন, প্রয়োজনে এমআরআই ম্যামোগ্রাম সহ।

সার্ভিকাল ক্যানসার

প্যাপ টেস্ট (প্যাপ স্মিয়ার) ও এইচপিভি টেস্ট সার্ভিকাল কোষের প্রি-ক্যানসার বা ক্যানসারের লক্ষণ চিহ্নিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্যাপ স্মিয়ারে সার্ভিক্স থেকে কোষ সংগ্রহ করে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করা হয়। আর এইচপিভি টেস্টে উচ্চ ঝুঁকির ভাইরাস শনাক্ত করা হয়। ২১-৬৫ বছর বয়সি মহিলাদের প্রতি তিন বছরে একবার প্যাপ স্মিয়ার অথবা ৩০-৬৫ বছর বয়সে প্রতি পাঁচ বছরে একবার প্যাপ ও এইচপিভি যৌথ পরীক্ষা করানো উচিত। ফল স্বাভাবিক থাকলে ৬৫ বছর বয়সের পরে সাধারণত স্ক্রিনিং বন্ধ করা যায়।

কোলোরেক্টাল ক্যানসার

কোলোরেক্টাল ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের মধ্যে রয়েছে কোলোনোস্কোপি, স্টুল ডিএনএ টেস্ট (যেমন কোলোগার্ড) ও ফিকাল ইমিউনোকেমিক্যাল টেস্ট (এফআইটি)। কোলোনোস্কোপিতে ক্যামেরার সাহায্যে সরাসরি কোলন পরীক্ষা করা হয় আর স্টুল টেস্টে ক্যানসারের রক্ত বা ডিএনএ চিহ্ন শনাক্ত করা হয়। ৫০-৭৫ বছর বয়সি স্বাভাবিক ঝুঁকির প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়মিত স্ক্রিনিং প্রয়োজন। সাধারণত ১০ বছরে একবার কোলোনোস্কোপি বা বছরে একবার এফআইটি কিংবা তিন বছরে একবার স্টুল ডিএনএ টেস্ট করানো প্রয়োজন। উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্রে আরও আগে শুরু করতে হয়।

ফুসফুসের ক্যানসার

ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য লো-ডোজ সিটি স্ক্যান (এলডিসিটি) ফুসফুসের ক্যানসার শনাক্তে কার্যকর। এতে ফুসফুসের বিস্তারিত ছবি পাওয়া যায়, যা ক্ষুদ্র নডিউল বা গঠন শনাক্ত করতে সহায়ক। ৫০-৮০ বছর বয়সি যাদের ধূমপানের ইতিহাস ২০ বছরের বেশি, তাঁরা যদি বর্তমানে ধূমপান করেন বা গত ১৫ বছরে ছেড়ে দেন, তাহলে বছরে একবার স্ক্রিনিং করানো উচিত।

প্রস্টেট ক্যানসার

প্রস্টেট ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ে সাধারণত প্রস্টেট-স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন (পিএসএ) রক্ত পরীক্ষা এবং কখনও ডিজিটাল রেক্টাল এগজাম (ডিআরই) করা হয়। পিএসএ টেস্টে রক্তে প্রোটিনের মাত্রা মাপা হয় যা ক্যানসারের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। আর ডিআরই'তে প্রস্টেট গ্রন্থিতে অস্বাভাবিকতা যাচাই করা হয়। ৫৫-৬৯ বছর বয়সি পুরুষদের চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে স্ক্রিনিং করানো উচিত। উচ্চ ঝুঁকির ব্যক্তিরা (যেমন পারিবারিক ইতিহাস থাকলে) আরও আগে শুরু করতে পারেন।

পারিবারিক ইতিহাস, জিনগত কারণ, জীবনযাত্রা ও জাতিগত প্রেক্ষাপট স্ক্রিনিংয়ের প্রয়োজনীয়তা বদলে দিতে পারে। প্রতিটি স্ক্রিনিং পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা রয়েছে— ভুল পজিটিভ বা নেগেটিভ হতে পারে এবং কিছু ক্যানসার (যেমন প্যানক্রিয়াটিক বা ওভারিয়ান) নিয়মিত স্ক্রিনিংয়ে ধরা পড়ে না। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সঠিক পরীক্ষা ও কম খরচের স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম বেছে নেওয়াই সর্বোত্তম।

সুষম খাদ্যাভ্যাসই সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি

১ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ছিল জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ। এবারের থিম সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে উন্নত জীবন (Eat Right for a Better Life)। আমরা প্রতিদিন যা খাই তা শুধু আমাদের দৈহিক শক্তি জোগায় না বরং আমাদের মানসিক সুস্থতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সামাজিক জীবনযাত্রার ওপরও প্রভাব ফেলে। জীবনে রোগমুক্ত এবং স্বাস্থ্যকরভাবে বেঁচে থাকতে গেলে সুষম খাদ্যাভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লিখেছেন পুষ্টিবিদ **দীপিকা ব্যানার্জি**

কথায় আছে 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। আর এই স্বাস্থ্য সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সঠিক খাদ্যাভ্যাস। সুষম খাবার হল সেইসব খাবার, যাতে শরীরের প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান যেমন- শর্করা, প্রোটিন, স্নেহ জাতীয় পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল সঠিক পরিমাণে এবং অনুপাতে বিদ্যমান। তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল ও শাকসবজি, সম্পূর্ণ শস্য জতীয় খাবার, কম চর্বি, লবণযুক্ত ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জল।

সঠিক খাদ্যাভ্যাস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে সঠিক পুষ্টি মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করে, যা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। সর্বোপরি দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা বজায় রাখে।

- ফলের রস বা ডেজার্টের পরিবর্তে তাজা ফল খান। এতে প্রাকৃতিক মিষ্টি সহ ফাইবার থাকে।
- যে কোনও খাদ্যসামগ্রী কেনার আগে লেবেলটা ভালো করে দেখে নিন। কারণ, কর্ন সিরাপ, মালটোজ বা ফ্রুকটোজের মতো শব্দগুলো কিন্তু চিনিকেই বোঝায়।
- ধীরে ধীরে চা-কফিতে চিনি খাওয়া কমিয়ে ফেলুন বা বাদ দিয়ে দিন।
- রান্নায় খেজুর বা অল্প পরিমাণে গুড় ব্যবহার করতে পারেন। তবে গুড় এবং মধুও ক্যালোরি যোগ করে, তাই সীমিত ব্যবহার করা উচিত।

আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা সমৃদ্ধি দেবনাথ প্রাক প্রাথমিকের ছাত্রী। অঙ্কন ও নৃত্যে আগ্রহ রয়েছে। একাধিক অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কৃত হয়েছে।

‘ফুড ফর অল’ কর্মসূচি

কামাখ্যাগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার কামাখ্যাগুড়ি আশ্রয়ে লায়ন্স ক্লাবের ‘ফুড ফর অল’ কর্মসূচি হয়। মোট ১৮২ জনকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য পরিবেশন করা হয়। এদিন এই কর্মসূচির সহায়তায় ছিলেন জগদীশ প্রসাদ চন্দক ও গৌরব সরকার। লায়ন্স ক্লাবের সেক্রেটারি অরূপরতন সাহা বলেন, ‘কামাখ্যাগুড়ি লায়ন্স ক্লাবের তরফে প্রতিনিয়ত সেবামূলক কাজ চালানো হয়। আগামীদিনেও এই ধরনের কাজ চালানো হবে।’

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

রবিবার বিকেল ৫টা অবধি

■ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	৬৫
ও পজিটিভ	-	৭৪
এবি পজিটিভ	-	৮
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০

■ ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	৪
ও পজিটিভ	-	৩
এবি পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	২
ও নেগেটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	১

■ বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

একাত্মতাই থিম

জাঁকজমক ছাড়াই পুজো আবাসনে

জোরকদমে প্রতিমা তৈরি চলছে। কুমোরটুলিতে। (নীচে) প্যান্ডেল তৈরি চলছে। রাজতৃপ্তি হাউজিং কমপ্লেক্সে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ৭ সেপ্টেম্বর : বারোয়ারি পুজো মানেই থিমের পুজো। পুজো আসতেও বেশি দেরি নেই। শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে পুজো মণ্ডপগুলোতে। স্টুডিওতে এখন ধীরে ধীরে মাটির মূর্তির ওপর রংয়ের প্রলেপ পড়ছে। কোথাও আবার স্টুডিওর থেকে মূর্তি বেরিয়ে মণ্ডপে চলে গিয়েছে। সেখানেই শেষের কাজটুকু চলছে। বাজারে ভিড়ে শপিংও চলছে। পুজোর প্ল্যানিং করছে তরুণ প্রজন্ম। এই সময়ে দাঁড়িয়ে তাদের পুজোতে নেই বড় থিম, নেই প্রচার, থাকবে না বড় উদ্বোধনের জাঁকজমক। তবে তাদের পুজোতে থাকে অফুরান আনন্দ। কথা হচ্ছে শহরের বিভিন্ন আবাসনের পুজোগুলোকে নিয়ে।

তাদের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ দুটি পুজো হল ৪ নম্বর ওয়ার্ড নেতাজি রোড অবস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘা আবাসন ও অন্যটি জগদ্ধাত্রীগলি সংলগ্ন রাজতৃপ্তি হাউজিং কমপ্লেক্সের পুজো। একটি চার বছরের পুজো, অন্যটি এবার ১৫ বছরে পদার্পণ করতে চলেছে। তবে দুটি আবাসনের পুজো উদ্যোক্তাদের কথায় একটা বিষয় স্পষ্ট যে, তাঁরা প্রত্যেকেই এই পুজোর দিনগুলো জমিয়ে সকলের সঙ্গে আনন্দে কাটান। রাজতৃপ্তি হাউজিং কমপ্লেক্সে মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। মহিলারাই মূলত এই পুজোর দায়িত্ব সামলান। পুজো কমিটির সম্পাদক রমা ভৌমিক বললেন, ‘সারাবছর যে যার মতো কাজে ব্যস্ত থাকে। মাঝে পুজোই আমাদের একমাত্র আনন্দের অক্সিজেন। আর তাই এই পুজোকে নিয়ে আমরাও সারাবছর অপেক্ষা করি। প্রস্তুতিও প্রায় দুইমাস আগে থেকেই শুরু হয়। আমাদের এই আবাসনে প্রায় ৫৯টি পরিবার রয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই এই পুজোয় অনেক সহযোগিতা করে। এককথায় ঠাকুর বায়না থেকে শুরু করে, পুজোর আয়োজন সব কিছুই আমরা বেশ উপভোগ করে কাটাই।’

তবে আজকাল বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়, সেখানে আবাসনের পুজোতে কী ব্যবস্থা রয়েছে প্রশ্ন করায় তিনি জানান, তাঁরা নিজেরাই এই পুজো করেন। বাইরের থেকে চাঁদা তোলেন না। এবার সেখানকার মহিলারা আলপনা দেবেন। পাশাপাশি বস্ত্রবিতরণ ও দরিদ্রদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকবে।

অন্যদিকে, কাঞ্চনজঙ্ঘা আবাসনের বাসিন্দারাও বিগত তিন বছর ধরে পুজো করে আসছেন। আর এবারে তাদের পুজো চার বছরে পড়ল।

তাদের আবাসনে রয়েছে ৩৯টি পরিবার। পুজোর দিনগুলো তাঁরাও বেশ আনন্দেই কাটান। পাশাপাশি আরেকটি বিশেষ দিক উঠে এসেছে তাদের পুজোয়। পুজোর দিনগুলিতে আবাসনের প্রত্যেকেই নিরামিষ খান। এছাড়া পুজোর সময় আর তাদের কারও ঘরে উনুন ধরে না। সকলে মিলে পুজোর দিনগুলি একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে এবং আনন্দে সময় কাটান।

সম্পাদক মিঠুন চক্রবর্তীর কথায়, ‘এই পুজোর সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের আবেগ জড়িয়ে থাকে। পাশাপাশি অষ্টমীর অঞ্জলি থেকে শুরু করে নবমীর ভোগ প্রসাদ ও পুজোর দিনগুলিতে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সকলেই এই দুর্গাপুজোটাকে বেশ উপভোগ করি। অন্যদিকে, আমরা দরিদ্রনারায়ণ সেবাও করে থাকি। প্রতিবেশীরাও আমাদের পুজো দেখতে আসেন।’

পুজো উপলক্ষ্যে মণ্ডপ তৈরি চলছে তাদের। তাঁর আশা এবারও ভালোভাবেই তাঁদের দিনগুলি কাটবে। নাচে, গানে, খাওয়াদাওয়ায় তাঁরা পুজোটাকে উপভোগ করেন। সবার সহযোগিতা পান বলে জানান।

আলাদা উদ্যোগ

রাজতৃপ্তি আবাসনের পুজোয় মহিলারাই চালিকাশক্তি, এবার তাঁরা আলপনা দেবেন

কাঞ্চনজঙ্ঘা আবাসনে পুজোর কয়েকদিন পরিবারগুলোতে জ্বলে না উনুন

দুটি পুজো উদ্যোক্তারাই বস্ত্রবিতরণ ও পুজোর কয়েকদিন দরিদ্রনারায়ণ ভোগের ব্যবস্থা করেন

শহরের এক ক্লাবে পুজো নিয়ে বৈঠক চলছে। রবিবার।

চাঁদা তোলা, প্যান্ডেল তদারকির ব্যস্ততা

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৭ সেপ্টেম্বর : প্যান্ডেল না লাইট, প্রতিমা না ঢাক, কোন দিকে পুজো কমিটিগুলো কাকে টেক্কা দেবে তা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই আলোচনা চলছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চর্চার শেষ নেই। আর পুজো উদ্যোক্তারা তো পুজোর ২০ দিন আগে রীতিমতো নাওয়াখাওয়া ভুলেছেন। রবিবার আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা শহর ঘুরেই তাঁদের ব্যস্ততা চোখে পড়ে। এদিন দুই শহরের পুজোর উদ্যোক্তাদের দেখা গেল কেউ প্যান্ডেল তদারকি করছেন তো কেউ বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদার রসিদ কাটছেন। রবিবার বলে ব্যস্ততাটা আরও বেশি। কারণ, কেউ চাকরি করেন। কেউ ব্যবসার কাজে যুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই গোটা সপ্তাহ পুজো নিয়ে খোঁজখবর নিলেও সেভাবে কাজ করা হয় না। তাই ছুটির এই একটা দিন কাজে কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না উদ্যোক্তারা।

বিগ বাজেটের পুজো কমিটিগুলিতে প্রায় ২ মাস আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্যান্ডেল, প্রতিমা, মূর্তি তৈরির কাজ। কর্মকর্তারাও তার তদারকি করছেন। মিলন সংঘের সম্পাদক মৃণাল ঘোষের কথায়, ‘আমাদের এলাকার কেউ চাকরি করেন, কেউ ব্যবসা। সপ্তাহের রবিবার ছাড়া সবাই একসঙ্গে হতে পারি না। তাই এদিন রবিবার থাকায় সবাই বসে পুজোর আয়োজনের পরিকল্পনা করেছি। এমনকি কার কী দায়িত্ব থাকবে তা এদিন সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।’

> পুজোর কাজ শেষ করতে আর মাত্র ২টি রবিবার হাতে পাব। সময় কম থাকায় এদিন সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়।
>
> **অরিন্দম সরকার**
> **কমিটির সদস্য**

জেলার মধ্যে নাম করা আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটার দুর্গাপুজো। দুই শহরেই সবচেয়ে বেশি বিগ বাজেটের পুজো হয়। এমনকি বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান থেকে বিভিন্ন সংস্থার দেওয়া পুরস্কারেও এগিয়ে থাকে দুই শহরের পুজোগুলি। এবারও যে তার ব্যতিক্রম হবে না তা পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে কথা বলেই বোঝা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ারের মিলন সংঘ, হোয়াইট হাউস, স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব, লোহারপুল ইউনিট, ফালাকাটার মশল্লাপট্টি সর্বজনীন, মুক্তিপাড়া, কলেজপাড়া, মাদারি রোড, দেশবন্ধুপাড়ার পুজোর উদ্যোক্তাদের রবিবার নাওয়াখাওয়া ভুলে প্যান্ডেলে পড়ে থেকে পরিকল্পনা করতে দেখা গিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার লোহারপুল সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সহ সম্পাদক প্রশান্ত ঘোষ বলেন, ‘এবার আমাদের পুজোর ৭৪ বছর। গোটা উত্তরবঙ্গের মধ্যে সেরা আয়োজন এবার আমরা করছি। মোবাইলে বন্দি জীবন থিমকে সামনে রেখে আমাদের প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে। এদিন আমরা প্যান্ডেলের সামনে বসেই সবাই মিলে বাকি কাজ নিয়ে পরিকল্পনা করি।’ আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটার ছোট ছোট সর্বজনীন পুজো কমিটিগুলিও জোরকদমে প্রস্তুতি চালাচ্ছে। কেউ এখনও ঢাক বায়না করছেন। বেশিরভাগ পুজো কমিটির প্রতিমা বায়না হয়ে গিয়েছে বলেই পুজোর উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। বিগ বাজেটের পুজোর উদ্যোক্তারা এখন সময়মতো প্যান্ডেল তৈরি হবে কি না তা নিয়ে বারবার হিসেবনিকেশ করতেই ব্যস্ত।

বেঞ্চে রোল নম্বর বসানো চলছে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি ম্যাক উইলিয়ামে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

শিশুকে দুধ খাওয়ালেন পুলিশকর্মী

কোলের সন্তান নিয়ে এসএসসি পরীক্ষায় মায়েরা

ভাস্কর শর্মা ও প্রণব সূত্রধর

ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার, ৭ সেপ্টেম্বর : তখন পরীক্ষার ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। রুমে ঢুকতে হবে। এদিকে কোলের বাচ্চা কেঁদেই চলছে। অগত্যা বাধ্য হয়েই স্বামীর কাছে বাচ্চাকে রেখে যাওয়া। শেষে বাচ্চার কান্না থামাতে এগিয়ে এলেন পুলিশের এক লেডি কনস্টেবল। তিনি ওই ব্যক্তির থেকে দুধের বোতল নিয়ে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়ালেন। তার পরেই শান্ত হয় বাচ্চাটি। রবিবার ছিল এসএসসি পরীক্ষা। ফালাকাটায় পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে এমনই মাতৃস্নেহের সাক্ষী থাকল সকলে।

এদিন এসএসসি পরীক্ষায় ফালাকাটা হাইস্কুলে সিট পড়েছিল শালিনি নার্জিনারির। কোলের বাচ্চা ও স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। ঘড়ির কাঁটায় যখন ১০টা বাজে তখন তিনি পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করেন। এদিকে, বাচ্চা কান্না শুরু করে দেয়। কী করবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না বাবা। তখনই সেখানে কর্তব্যরত অবস্থায় থাকা পুলিশের লেডি কনস্টেবল সরস্বতী বর্মন এগিয়ে এসে বাচ্চাটিকে কোলে নেন। পরে বাচ্চার বাবার কাছে জানতে চান তার খাওয়ার জন্য কিছু এনেছেন কি না। বাচ্চাটির বাবা একটি দুধের বোতল বের করে দিলে তিনি বাচ্চাটিকে খাওয়ান। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাচ্চার কান্নাও থেমে যায়। এদিন সেখানে উপস্থিত সকলে ওই লেডি কনস্টেবলের প্রশংসা করেন।

সরস্বতীর কথায়, ‘হাজার হলেও আমি একজন মা। একটি বাচ্চা কাঁদছে তা দেখে আমি নিজেকে আটকে রাখতে পারিনি। তাই শেষে বাচ্চার বাবার থেকে দুধের বোতল নিয়ে বাচ্চাটিকে খাইয়েছি।’

শিশুকে বোতল দিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছেন লেডি কনস্টেবল। ফালাকাটায়।

দীর্ঘ নয় বছর পর এসএসসি পরীক্ষা। কেউ এক মাসের বাচ্চা, আবার কেউ নয় মাসের বাচ্চাকে নিয়েই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছালেন। এরপর আত্মীয়ের কাছে সন্তানকে রেখে পরীক্ষা দিলেন অনেকে।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা ছিল কুমারগ্রামের বীণা বর্মনের। তার এক মাসের কোলের সন্তানকে শাশুড়ির কাছে রেখে যান। শাশুড়ি বীণা রায় বলেন, ‘এক মাসের সন্তানকে নিয়ে বৌমা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছে। যতটা পারছি নাতিকে সামলে রাখি।’

ঝুমা দেবনাথ নামে আরেক পরীক্ষার্থীর আবার নয় মাসের শিশু। ঝুমা পরীক্ষার সময় শিশুকে নিজের মায়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন।

সলসলাবাড়ির বাসিন্দা সুস্মিতা দাসের সন্তানের বয়স এক মাস দশ দিন। শিশুকে তাঁর বৌদি আর স্বামী সামলাচ্ছিলেন। সুস্মিতার স্বামী অশোক রায় বলেন, ‘কোলের শিশুর দেখভাল করতে হয়। তাই বেশি পড়াশোনা করতে পারেনি। তবু এতদিন পরে পরীক্ষা তাই পরীক্ষা দেওয়া।’

কবি স্মরণ

কামাখ্যাগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কুমারগ্রাম গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের তরফে রবিবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, সংগীত, প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জয়লাল দাস, কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের শিক্ষক ডঃ সঞ্জিত সরকার, কবি দেবাশিস ভট্টাচার্য প্রমুখ।

এদিন সুকান্ত ভট্টাচার্যকে কেন্দ্র করে আলোচনা হয়েছে। দেবাশিসের কথায়, ‘বর্তমান প্রজন্মের সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাবাবেগকে কেন্দ্র করে এগিয়ে যাওয়া উচিত।’ তিনি যুবসমাজকে মোবাইল আসক্তি থেকে বেরিয়ে সাংস্কৃতিক কার্যাবলিতে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিন অনুষ্ঠান শেষে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

কুমারগ্রাম জোন লেখক শিল্পী সংঘের সম্পাদক দীপক ভৌমিক বলেন, ‘কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মননশীলতা ও চেতনা সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গীণ সাফল্যলাভ করেছে। যুবসমাজ যেন সঠিকপথে চালিত হয়, আমরা সেই লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছি।’

রক্তদান শিবির

ফালাকাটা, ৭ সেপ্টেম্বর : চুয়াখোলা বেলতলা ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে রক্তদান শিবির করা হয়। রবিবার এসপি প্রাইমারি স্কুলে শিবিরে ব্লাড শিবির মোট ৩০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে।

কনভেনশন

কামাখ্যাগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার কামাখ্যাগুড়ি অবকাশ লজে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সংগঠন একটি কনভেনশন করে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কবি ঘোষ, ডেপুটি সিএমওএইচ নীলাঞ্জন মণ্ডল প্রমুখ। আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিটি ব্লক থেকেই এদিনের এই কনভেনশনে সংগঠনের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। সংগঠনের আহ্বায়ক রাজা দত্ত জানান, আগামীদিনে প্রতিটি ব্লকে প্রত্যেক বাড়িতে যেন রক্তদাতা তৈরি হয়, সেবিষয়েই আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি রক্তদান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে ভীতি রয়েছে, সেই ভীতি কাটানোর জন্য প্রতিনিয়ত এই সংগঠন কাজ করবে। আগামীদিনে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রক্তদান শিবির হবে বলে জানান তিনি।

দুই মাস আগে টাকা এলেও মাঠের কাজ হয়নি

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৭ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ারে একটি খেলার মাঠের প্রয়োজন। শহরের খেলোয়ারদের দাবির কথা মাথায় রেখে এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন জেলা পরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামী।

গত ২২ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ারে প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রশাসনিক সভা করার সময় মুখ্যমন্ত্রী প্যারেড গ্রাউন্ডের কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠানের জায়গাটিকে খেলার মাঠ করে তুলতে রাজ্যসভার এমপি ল্যাডের থেকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এরপর দুই মাস আগে রাজ্যসভার এমপি সামিরুল ইসলামের সাংসদ তহবিলের ১০ লক্ষ টাকা সিএমও দপ্তরের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের কাছে এসে পৌঁছায়। তারপর সেখান থেকে পিডব্লিউডিকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে অবাক করা বিষয় হল, ফান্ডের টাকা দুই মাস আগে আসা সত্ত্বেও কাজ এতদিনে শুরুই হল না। এই নিয়ে ক্রীড়ামহলে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। জেলা শাসক আর বিমলা জানিয়েছেন, কিছু টেকনিকাল ইস্যুর জন্য পিডব্লিউডির কাছ থেকে কাজের দায়িত্ব নিয়ে জেলা পরিষদকে দেওয়া হয়। বর্তমানে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। সিলেকশন প্রক্রিয়ার পরে ওয়ার্ক অর্ডারের পর প্যারেড গ্রাউন্ডে জায়গা চিহ্নিত করে কাজ শুরু হবে।

রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী এই নিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। তারপরই কাজের গতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শহরের খেলোয়াড় ঝিলিক বর্মনের কথায়, ‘আমাদের সত্যি একটা উপযুক্ত খেলার মাঠ প্রয়োজন। এই নিয়ে বহুদিন ধরেই অনেক কিছু শুনছি। কিন্তু কোনও মাঠ পেলাম না। মাঠ পেলে অনুশীলনের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। আমাদের রাস্তায় অনুশীলন করতে হয় এটা সত্যি দুর্ভাগ্যের।’ একই কথা বলেন আরেক খেলোয়াড় অরিৎ রায়।

প্যারেড গ্রাউন্ডের এই অংশ খেলার মাঠ হিসেবে গড়ে তোলার কথা।

আলিপুরদুয়ার শহর ও জংশন মিলিয়ে বেশ অনেক মাঠেই খেলোয়াড়রা শরীরচর্চা সহ খেলাধুলো করে থাকে। তবে উপযুক্ত খেলার মাঠ নেই। প্রত্যেক বছরেই বর্ষাকাল এলেই মাঠ খেলার অনুপযুক্ত হয়ে যায়। ফলে খেলোয়াড়দের অনুশীলনের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়।

তাই প্যারেড গ্রাউন্ডে ২৬ জানুয়ারি কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠানের জায়গাটিকে খেলার মাঠের উপযুক্ত করার খবরে সকলেই খুশি হয়েছিলেন। তবে কোথায় কী। ফান্ডের টাকা এসে পড়ে থাকলেও এখনও কাজ শুরুই হয়নি। এতে হতাশ খেলোয়াররা।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সৌরভ বলেন, ‘আলিপুরদুয়ারে সরকারি উদ্যোগে একটা খেলার মাঠের দাবি দীর্ঘদিনের। এই দাবি গত জানুয়ারি মাসে মৃদুল গোস্বামী মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন। প্রক্রিয়া চলছে শুনেছি। আশা করছি কিছুদিনের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে খুবই ভালো হবে।’

এ ব্যাপারে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্জয় ঘোষ বলেন, ‘আলিপুরদুয়ারে উপযুক্ত খেলার মাঠ ও স্টেডিয়ামের দাবি দীর্ঘদিনের। মুখ্যমন্ত্রী এসে বলে যাওয়ার পরও সেটা কার্যকর হয়নি। তবে আশা করছি তাড়াতাড়ি সেই কাজ হবে।’

অজ্ঞাতবাসে, কেউ পরীক্ষাকেন্দ্রে

প্রথম পাতার পর

অঙ্কিতাকে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে তিনি আর প্রকাশ্যে দেখা দেননি। বর্তমানে তিনি জেলা তৃণমূলের সম্পাদক পদে থাকলেও দলীয় কর্মসূচিতেও তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে, পরেশকে শুক্রবার চ্যাংরাবান্ধায় গণেশপুজো এবং শনিবার হলদিবাড়িতে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে। এদিন পরেশের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেলেও এসএসসি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। কোথায় রয়েছেন, সেকথাও বলতে রাজি হননি।

এবার আসা যাক অনামিকার কথায়। বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরের সুকান্তনগরের দুধমোড়ে থাকেন তিনি। সব ঠিক থাকলে এদিন হয়তো ইনভিজিলেটর হয়ে তাঁর পরীক্ষা তদারকি করার কথা। অথচ আদালতের রায়ে আজ তিনি পরীক্ষার্থী। রবিবার শিলিগুড়ি নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে স্বামীর সঙ্গে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন।

প্রশ্নপত্র কেমন হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে অনামিকা বলেন, 'সহজ প্রশ্ন ছিল। খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে না পেরেও ভালো পরীক্ষা দিয়েছি।'

তবে যোগ্য হয়েও এই পরীক্ষায় পুনরায় বসা তাঁর কাছে যে অসম্মানজনক, তা অনামিকার কথাতেই স্পষ্ট। হতাশার সুরে তিনি বলেন, 'সোমবার থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। পড়ুয়াদের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা রয়েছে। অথচ আমাকে নিজের চাকরি বাঁচাতে আবার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।'

২০১৬ সালে এসএসসি'র শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় দুর্নীতি সামনে এসেছিল তৎকালীন রাজ্যের মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর নিয়োগ নিয়ে। অঙ্কিতার চাকরি যে অবৈধ তা জানিয়ে আদালত মন্ত্রী-কন্যার চাকরি বাতিল করে দেয়। অঙ্কিতার সেই চাকরি পেয়েছিলেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা ববিতা সরকার। তবে কিছুদিন চাকরি করার পর ববিতার চাকরি নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনামিকা। মামলা চলাকালীন দেখা যায়, ববিতার চেয়ে নম্বর বেশি পেয়েছিলেন অনামিকা। সেই সময় আদালত ববিতার চাকরি বাতিল করে, তাঁর জায়গায় অনামিকাকে নিয়োগের নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টের নির্দেশে সেই চাকরি পান অনামিকা। দু'বছর রাজগঞ্জের স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন।

যে পরীক্ষা প্রায় দশ বছর আগে দিয়েছিলেন, তার প্রস্তুতি এখন নিতে গিয়ে যে অনেকটাই সমস্যা হয়েছে তাও স্বীকার করলেন। অনামিকা বলেন, 'এখন আমি দুটো বাচ্চার মা। পরিবারের প্রতিও আমার দায়িত্ব বেড়েছে। দশ বছর আগে যেখানে দশ থেকে বারো ঘণ্টা এসএসসি'র জন্য পড়াশোনা করেছিলাম। কিন্তু এখন ফাঁকা সময়ে সেই প্রস্তুতি নিয়েছি।'

অন্যদিকে, ববিতা সরকারকে সারাদিন ফোন করেও যোগাযোগ করা যায়নি। তাঁর পরীক্ষা আগামী রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর। তাই আপাতত তিনি পড়াশোনাতেই মনোনিবেশ করেছেন।

'সংঘাত ভূমি'-তে ফের পর্যটনের সম্ভাবনা পুজোয়

খুলছে চো লা, ডোকালাম

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : প্রত্যাশামতোই পুজোয় পর্যটকদের পা পড়বে যুদ্ধক্ষেত্রে। চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারি ব্যাটলফিল্ড ট্যুরিজমের ঘোষণা করেছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ২৭ সেপ্টেম্বর দেশীয় পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে ডোকালাম ও চো লা। রবিবার দুটি যুদ্ধক্ষেত্র খুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন সিকিমের পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব সি শুভাকর রাও। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ইতিমধ্যে চো লা ও ডোকালামে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। আপাতত প্রত্যেকদিন দুটি জায়গায় ২৫টি করে গাড়িকে অনুমতি দেওয়া হবে।' প্রশাসনিক সূত্রে খবর, সেনাবাহিনী ও বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে দুইদিন আগে ব্যাটলফিল্ড ট্যুরিজম নিয়ে বৈঠক করেন সিকিমের মুখ্যসচিব রবীন্দ্র তেলাং। ওই বৈঠকেই চো লা ও ডোকালামে পর্যটন চালুর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রককে।

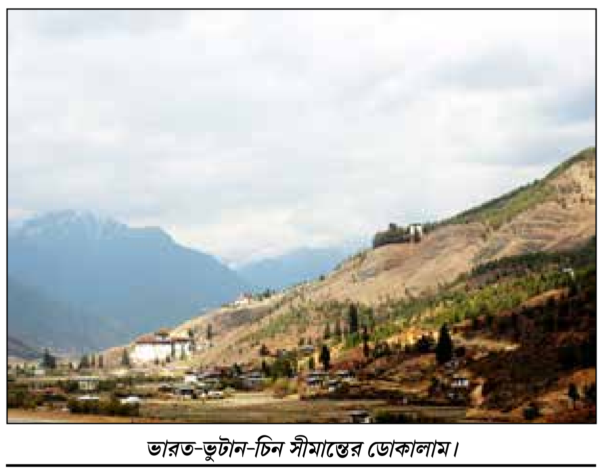

ভারত-ভুটান-চিন সীমান্তের ডোকালাম।

'১৭-য় যে জায়গার অধিকার নিয়ে ভারত-চিন বিবাদে জড়িয়েছিল, মুখোমুখি হয়েছিল ভারতীয় সেনা এবং চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি, ২৭ সেপ্টেম্বর সেই ডোকালামে পর্যটকদের পা পড়া শুরু হচ্ছে। একইসঙ্গে ওইদিন পর্যটন শুরু হচ্ছে চো লা'তেও।

ফলে নাথু লা'র পর আরও দুটি 'সংঘাত ভূমি' হয়ে উঠছে পর্যটনস্থল। ১৯৬৭ সালে সীমান্তের অধিকার নিয়ে ভারত-চিন মুখোমুখি হয়েছিল নাথু লা এবং চো লা'য়। কয়েক বছর ধরেই নাথু লা একটি পর্যটনকেন্দ্র। এখন পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে ভারত-ভুটান-চিন, ত্রি-সংযোগস্থল ডোকালাম এবং ভারত-চিন সীমান্তের চো লা।'

১৭-তে ডোকালামে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও চিন। সীমান্তের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভারত যেমন সেনা মোতায়েন করেছিল, তেমনই চিন পিপলস লিবারেশন আর্মি। তবে তা এখন অতীত। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক এখন যথেষ্টই মধুর। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এমন জায়গাগুলিকে পর্যটন মানচিত্রে অন্তর্ভুক্তি করে নাম দেওয়া হয়েছে 'ভারত রণভূমি দর্শন'।

প্রতিরক্ষামন্ত্রক থেকে ব্যাটল ট্যুরিজম সংক্রান্ত সবুজ সংকেত পাওয়ার পর থেকেই 'এবার পুজোয় ডেস্টিনেশন হোক ডোকালাম ও চো লা' কার্যত প্রচার শুরু করে দিয়েছিল সিকিমের পর্যটন দপ্তর।

সোমবার থেকে এই প্রচার যে আরও গতি পাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নাথু লা'র মতো চো লা এবং ডোকালামেও পর্যটকরা ভিড় করবেন বলে পর্যটন দপ্তরের কর্তাদের আশা।

জানা গিয়েছে, উচ্চতাজনিত কারণে যাতে শারীরিক সমস্যায় না পড়তে হয় পর্যটকদের, তার জন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেনার সাহায্য নেওয়া হবে।

খুশির হাওয়া

- পুজোয় সিকিমে চালু হচ্ছে ব্যাটলফিল্ড ট্যুরিজম
- চো লা ও ডোকালামে যাওয়ার জন্য পর্যটকদের ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে
- ভারত রণভূমি দর্শন-এ দুটি জায়গায় প্রত্যেকদিন ২৫টি গাড়িকে অনুমতি দেওয়া হবে
- তবে সকলের জন্য পারমিট আবশ্যিক
- বর্তমানে শুধু দেশীয় পর্যটকদের অনুমতি দেওয়া হবে
- প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে সেনা

গ্রহণের আগে... কলকাতার আকাশে চাঁদের অন্য রূপ। রবিবার রাতে। -পিটিআই

ভিনরাজ্যের স্রোত রাজনীতির হাতিয়ার

প্রথম পাতার পর

ভাবার বিষয় যে, টাকার বিনিময়ে চাকরি পেতে ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীরা এখানে আসছেন কি না। এর আগে কখনও ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের এভাবে এসএসসিতে দেখা যায়নি।' বিশেষ করে হিন্দি ও উর্দু ভাষার শিক্ষক পদের জন্য অনেকে পরীক্ষা দিতে এসেছেন উত্তরপ্রদেশ, বিহার ইত্যাদি রাজ্য থেকে।

প্রাথমিক হিসাবে রবিবার ৩ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থীর ১০ শতাংশ ভিনরাজ্যের। এতে রাজনৈতিক মহল ও এরাজ্যের চাকরিপ্রার্থীরা ক্ষুব্ধ। রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মিল্টন রশিদের বক্তব্য, 'ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের সঙ্গে বাংলার অধিকার ভাগ করে নেওয়া হচ্ছে।' যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলনে শামিল জলপাইগুড়ির দেবব্রত ভৌমিক বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা অন্য রাজ্যে পরীক্ষা দিতে গেলে সেখানকার বাসিন্দা হওয়া থেকে শুরু করে ভূরিভূরি নিয়ম। আর ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের দেখে মনে হচ্ছে, তাঁদের জন্য বাংলার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।'

প্রথম শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা দিলেন ধূপগুড়ির পল্লব সরকার। তাঁর ও শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ হাইস্কুলের কেমিস্ট্রির শিক্ষক কনক অধিকারীর একই বক্তব্য, ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীরা যদি একটি চাকরিও পান, তাহলে ক্ষতি এরাজ্যের ছেলেমেয়েদের। তবে ভিনরাজ্যে চাকরি নেই বলে পরীক্ষা দিতে আসা ছাড়াও অন্য যুক্তি শোনা গিয়েছে।

যেমন মালদা উইমেন্স কলেজে পরীক্ষা দিতে এসে উত্তরপ্রদেশের গুন্ডা জেলার রামজি মিশ্র বলেন, 'শিক্ষকতার চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছি। কোন রাজ্যে প্রশ্নপত্র কেমন হয়, তা জানতে হয় ঠিকঠাক প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। তাই এই পরীক্ষা দিতে এসেছি।'

উত্তরপ্রদেশের আমেথি থেকে জলপাইগুড়িতে পরীক্ষা দিতে এসে শুভম সিংও বলেন, 'আমাদের রাজ্যে ২০২১-এ শেষবার নিয়োগ হয়েছিল। ২০২২-এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েও পরীক্ষা হয়নি। সেই পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

(তথ্য সহায়তাঃ হরষিত সিংহ, অনসূয়া চৌধুরী, অভিষেক ঘোষ, সাগর বাগচী)

জয়ন্তী-অশোক ছাড়াই

প্রথম পাতার পর

কৈলাস থেকে মর্ত্যের দীর্ঘ যাত্রাপথের শুরুতে ক্লান্ত উমা চার সন্তান নিয়ে পিতৃপক্ষের শেষ রাতে আশ্রয় নেন হলুদ গাছের নীচে। এভাবেই একে একে আট গাছের নীচে রাত্রিবাস করে ষষ্ঠীতে তিনি পৌঁছান বেল গাছের ছায়ায়। সেখানেই বাপের বাড়ির প্রথম আপ্যায়ন। তারপর সপ্তমীতে স্নান করিয়ে নতুন কাপড়ে উমা ওঠেন বাপের বাড়িতে। বৈদিক নবপত্রিকাকে বাঙালি যেমন ভালোবেসে লাজুক কলাবৌ ভেবেছে তেমনি নয়টি গাছকে উমার পথের ঠিকানা ভাবতেও পিছপা হয়নি।'এদিকে, পুজোর সময় নবপত্রিকা জোগাড়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পুরোহিত তিলক গোস্বামীর মন্তব্য, 'অশোক বা জয়ন্তী গাছ আমি আজ পর্যন্ত চাক্ষুষ দেখিনি, বা দেখে থাকলেও স্পষ্টভাবে চিনতে পারিনি। ঠিক যেমন দশকর্মা দোকান থেকে সকলে পুজোর সামগ্রী কিনে আনেন, তেমনি বহু খুঁজে নাজেহাল হয়ে আমিও ফুল বিক্রেতাদের থেকে নবপত্রিকা হিসেবে বিক্রি হওয়া একগোছা ডাল কিনে এনেছিলাম। ভালোমন্দ যে যা-ই বলুন, বাস্তবে এর থেকে সুষ্ঠু সমাধান আর কিছুই মাথায় আসেনি।'

নিয়মিত দুর্গাপুজো করেন এমন অনেক পুরোহিত কিংবা দীর্ঘদিন যাবৎ দুর্গাপুজোর আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রথমে দাবি করেন, তাঁদের পুজোয় নয়টি গাছই জোগাড় করা হয়। তারপর জয়ন্তী এবং অশোক গাছ কোথায় মেলে, তা জানতে চাইলেই গুলিয়ে ফেলেন সবটা। পুরোহিত হিসেবে সুনাম রয়েছে ধূপগুড়ি যাজনিক ব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক তারাশংকর চক্রবর্তীর। নবপত্রিকার জয়ন্তী এবং অশোক গাছ জোগাড় করা নিয়ে তিনি বলেন, 'সাতটি গাছ সব জায়গায় পাওয়া যায়। আটটিও অনেক ক্ষেত্রে জোগাড় হয়ে যায়। তবে নয়টি গাছ একসঙ্গে মেলা এই মুহূর্তে মুশকিল।'

অপহরণের চেষ্টা

প্রথম পাতার পর

আর রাত অবধি কোনও অভিযোগ হয়নি। তাই পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দেয়।

কিন্তু এদিন দুপুরে ফের ওই ব্যক্তি স্ত্রীকে নিয়ে কুমারপাড়া গ্রামে আসেন। এখানে এসে পিস্তলটি খুঁজতে থাকেন। তখন এলাকার লোকজন স্ত্রী সহ তাঁকে আটকে রাখেন। ফের খবর পেয়ে এলাকায় যায় পুলিশ। তখন পিস্তলটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেখান থেকে মাখন রায় নামে পিস্তলধারী ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ নিয়ে আসে। কিন্তু কেন ওই শ্রমিকের বাড়িতে হামলা? জানা গেল, ওই শ্রমিকের বড় মেয়ে কোনও এক সংস্থায় কাজ করেন। তিনি অবশ্য বাড়িতে থাকেন না। সেই তরুণীর কাছে ওই ব্যক্তি নাকি টাকা পান। সেই টাকার জন্যই তাঁর ভাইকে অপহরণের চেষ্টা চলে। আবার স্থানীয় একাংশ ও পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে, ওই বাড়ির মেয়েটির সঙ্গে কোনও সম্পর্কও থাকতে পারে বন্দুকধারী ব্যক্তির। তাই ঠিক কীসের জন্য এই হামলার চেষ্টা তা স্পষ্ট নয়। গ্রেপ্তার হওয়ার পর মাখনও স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। তিনি শুধু বলেন, 'এই আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স আছে। নিজের নিরাপত্তার জন্যই সঙ্গে রাখি। আর আমি এখন প্রাইভেট সংস্থায় কাজ করি।'

তবে গ্রামবাসীর ক্ষোভ চরমে। স্থানীয় প্রদীপ রায়ের প্রশ্ন, 'পুলিশ কীভাবে ওকে ছেড়ে দিল? আর এদিন ও কীভাবে আবার এলাকায় এসে পিস্তল খুঁজতে থাকে? এত সাহস হয় কী করে?'

পৃথিবীর পাঠশালা

শব্দে মনের শান্তি, জাদু নাকি বিজ্ঞান?

মনকে শান্ত করতে গান বা থেরাপি তো আমরা জানি, কিন্তু শুধু শব্দ শুনেই কি দুশ্চিন্তা কমানো সম্ভব? বিজ্ঞানীরা বলছেন, হ্যাঁ! মস্তিষ্ক কাজ করে ইলেক্ট্রিক ফ্রিকোয়েন্সির ওপর। যখন আমরা স্ট্রেসে থাকি, এই ফ্রিকোয়েন্সিগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। ইয়েল এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বলছে, 'বাইনোরাল বিটস' নামে একটি বিশেষ ধরনের শব্দ দুশ্চিন্তা প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারে। এই সাউন্ডে দুটি ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি দুই কানে বাজানো হয়, যা আমাদের নার্ভাস সিস্টেমকে শান্ত করে। অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাত্র ১৫ মিনিটের এই থেরাপি মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু ইউটিউব বা স্পটিফাইয়ের সাধারণ গান দিয়ে এটা হয় না। এর জন্য বিশেষ প্ল্যাটফর্ম লাগে। যাঁরা এটি ব্যবহার করেছেন, তাঁদের মধ্যে ৯৭ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই স্বস্তি অনুভব করেছেন।

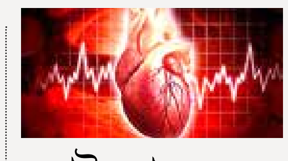

ছোট কাজ, বড় উপকার!

জিমে গিয়ে ব্যায়াম করার সময় নেই? তাতে কী! বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিদিনের কিছু ছোট কাজ, যা আপনাকে একটু হাঁফিয়ে তোলে, সেগুলোও আপনার হার্টকে সুস্থ রাখতে পারে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, বাজারে ব্যাগ হাতে হাঁটা- এই ধরনের কাজ হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে পারে। গবেষণায় ৮১,০০০ মানুষের ওপর ৮ বছর ধরে চালানো এই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা নিয়মিত জিমে যান না, কিন্তু প্রতিদিন ৩-৪ মিনিট এই ধরনের ছোট ছোট কাজ করেন, তাঁদের হৃদরোগের ঝুঁকি মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৬ শতাংশ কমেছে। তাই প্রতিদিনের রুটিনে একটু পরিশ্রম যোগ করলেই আপনি আপনার হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখতে পারেন।

মানবসভ্যতার ছাপ

এক অবিশ্বাস্য তথ্য সামনে এসেছে! পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ এবং জীবাণু মিলিয়ে যে ওজন, তার চেয়েও বেশি ওজন এখন আমাদের তৈরি করা কংক্রিট, প্লাস্টিক এবং প্রযুক্তির। মোট ১.১ টেরাটনের এই ওজন মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি মানবজাতির কর্মকাণ্ডের প্রভাবে পৃথিবীর ভারসাম্যের এক গভীর পরিবর্তন। এই বিশাল পার্থক্য বোঝাতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে যত পিঁপড়ে আছে তার চেয়ে প্রায় ১০০ গুণ বেশি ওজন কেবল রাস্তারই! আর বিশ্বের সমস্ত ছত্রাকের চেয়ে দ্বিগুণ ওজন আমাদের তৈরি করা প্লাস্টিকের। এই পরিবর্তনটি 'অ্যানথ্রোপোসিন' নামে নতুন এক ভূ-তাত্ত্বিক যুগের সূচনা করছে, যেখানে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার উপর মানবসৃষ্ট বস্তুর আধিপত্য বিস্তার হয়েছে। এই পরিবর্তন প্রমাণ করে যে, আমরা কীভাবে আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবীর চেহারা পালটে দিচ্ছি।

একসঙ্গে নয় কফি আর অ্যান্টিবায়োটিক

গবেষণায় জানা গিয়েছে, কফি ও অ্যান্টিবায়োটিক একসঙ্গে গ্রহণ করা মোটেই ভালো বুদ্ধি নয়। বিজ্ঞানীরা একটি নিরীক্ষায় দেখেছেন 'ই কোলাই' নামে একটি সাধারণ ব্যাকটিরিয়ার ওপর কফির প্রভাব। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কফি সেবনের ফলে ব্যাকটিরিয়াটি তাদের কোষের প্রবেশদ্বারটি এমনভাবে পরিবর্তন করে, যাতে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ঠিকমতো প্রবেশ করতে পারে না। ক্যাফিন ব্যাকটিরিয়ার ভেতরে থাকা 'রব' নামে একটি প্রোটিনকে সক্রিয় করে, যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনকে পরিবর্তন করে দেয়। ফলে ওষুধ ব্যাকটিরিয়ার ভেতরে যেতে পারে না। এর কারণে অ্যান্টিবায়োটিক তার কার্যকারিতা হারায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি নিম্নস্তরের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের একটি রূপ। যদিও এটি মানুষের শরীরে কীভাবে কাজ করে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে এই গবেষণাটি নতুন এক রহস্য উন্মোচন করেছে। তাই ডাক্তাররা কফি আর অ্যান্টিবায়োটিক একসঙ্গে গ্রহণ না করার পরামর্শ দিচ্ছেন।

পাওয়ার গ্রিডের গাড়িতে

প্রথম পাতার পর

তাই সেবার তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। পুলিশ জানায়, অত্যন্ত ধূর্ত পাচারকারী বাবলু পুলিশের গতিবিধির ওপরই পালটা নজর রাখেন। এজন্য বাড়িটি সিসি ক্যামেরায় মুড়ে রেখেছেন তিনি। অবশেষে শনিবার বমাল ধরা পড়েন তিনি।

অন্যদিকে, বীরপাড়ার আপার লাইনের শ্যাম রাই ওই গাড়িটির চালক। গাড়িটি ভাড়ায় নিয়ে ব্যবহার করছিল পাওয়ার গ্রিড অফ ইন্ডিয়া। এর আগেও ওই গাড়িতে একাধিকবার সিডেটিভ ড্রাগস পাচারের খবর পেয়েছে পুলিশ। তবে হাতেনাতে গাড়িটি আটক করা সম্ভব হয়নি।

নেশার সামগ্রী পাচার আটকাতে হিমসিম খাচ্ছে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। কেবলমাত্র নেশার সামগ্রী পাচারের চক্রগুলির ওপর নজর রাখতে আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম গড়া হয়েছে। ওই স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং বীরপাড়া থানার পুলিশ শনিবার রাতে এশিয়ান হাইওয়েতে যৌথভাবে ওঁত পাতে। পুলিশ জানায়, মালদা থেকে ব্রাউন সুগার নিয়ে রেলপথে বীরপাড়া এলাকায় ঢুকছে পাচারকারীরা। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি থেকে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ এবং সিডেটিভ ট্যাবলেট পাচার করা হচ্ছে সড়কপথে। তবে কাফ সিরাপ এবং সিডেটিভ ট্যাবলেট পাচারের পদ্ধতিও পালটেছে পাচারকারীরা। কারণ মালবাজার রুট এবং জলপাইগুড়ি রুট দুটিতেই পুলিশের নজরদারি কড়া। সাব-ইনস্পেকটর পদমর্যাদার এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'ওরা জার্নি ব্রেক করছে। শিলিগুড়ি থেকে পাচারের সামগ্রীগুলি একাধিক জায়গায় হাত বদল করা হচ্ছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, ভিনরাজ্য থেকে লক্ষ লক্ষ সিডেটিভ ট্যাবলেট ঢুকছে পশ্চিমবঙ্গে। কোনওটি ব্যথা উপশমের ট্যাবলেট, কোনওটি ঘুমের। পুলিশের একটি সূত্র মোতাবেক, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, নয়ডায় বেআইনিভাবে তৈরি করা হচ্ছে ট্যাবলেটগুলি।

মেলায় ভিড়

শামুকতলা, ৭ সেপ্টেম্বর : খাটাজানি বিশ্বমঙ্গল অনন্ত সেবা আশ্রমে অনন্তচতুর্দশী উৎসবে হোমযজ্ঞ ঘিরে প্রচুর ভক্তের সমাবেশ হল রবিবার। পাশাপাশি মেলাও বসেছে। রবিবার দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর ভক্ত এই যজ্ঞ দেখতে আসেন। তাঁরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শামিল হন। মেলায় বিক্রি নিয়ে খুশি ব্যবসায়ীরা।

বোনাস প্রদান

কালচিনি, ৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার কালচিনি ব্লকের মেচপাড়া চা বাগানে শ্রমিকদের দুর্গাপুজোর বোনাস দেওয়া হল।

কালচিনি ব্লকের চা বাগানগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ওই বাগানে বোনাস দেওয়া হল বলে দাবি বাগান কর্তৃপক্ষের।

বাগানের ম্যানেজার এনকে সিং জানিয়েছেন, শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বাগানের প্রায় ১২০০ জন স্থায়ী শ্রমিককে ২০ শতাংশ হারে এবছরের পুজোর বোনাস দেওয়া হয়েছে। বাগানের অস্থায়ী শ্রমিকরাও বোনাস পেয়েছেন। যথা সময়ে নির্দিষ্ট হারে বোনাস পেয়ে খুশি বাগানের শ্রমিকরা।

মসিহা সেই চিকিৎসক

প্রথম পাতার পর

এলাকায় খোঁজখবর নিতেই সামনে এল এমন অনেক কাহিনী। জটেশ্বরের আশুতোষপল্লি এলাকার এক স্থানীয় বাসিন্দা টাকার প্রয়োজনে জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। স্থানীয় এক বাসিন্দার কাছে সেই জমি বিক্রির প্রাথমিক কথাবার্তা হয়। দাম ধরা হয় ৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু রাতারাতি অনেক বেশি টাকার টোপ দিয়ে সেই জমি কিনে নেন সেই চিকিৎসক। নিজের জন্য নয় কিন্তু। স্থানীয়রা তো অনেক পরে বুঝতে পারেন, যখন মাসখানেক বাদে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলার এক বাসিন্দা সেই জমির দখল নিতে আসেন। স্থানীয়রা সেই ব্যক্তিকে চেপে ধরেন। তখন সেই বাংলাদেশি জানান যে, সেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছ থেকে তিনি জমি কিনেছেন। টাকার অঙ্কটা কেনা দামের প্রায় দ্বিগুণ।

জটেশ্বরে বসবাসকারী জামাইবাবুর দাদাকে বাবা হিসেবে পরিচয় দিয়ে ভুয়ো নথি বানিয়ে নিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে আসা এক ব্যক্তি। তিনি বাড়ি বানাবার জন্য জমির খোঁজ করছিলেন। সহায় হয়ে দাঁড়ান সেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। এলাকার একটি নামী বিড়ি কোম্পানির কারখানা সংলগ্ন এলাকায় ছয় ডেসিমাল জমি চড়া দামে কিনিয়ে দিয়েছেন। আগেভাগে সেই জমিটি তিনি মালিকের কাছ থেকে কিনে ধরে রেখেছিলেন মওকার অপেক্ষায়।

জটেশ্বরের ওই চিকিৎসকের পাড়ায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, একদা তিনি সিপিএমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরে অবশ্য ক্ষমতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ঘাটের জল খেয়েছেন। জটেশ্বরে একটি স্কুলের সামনে তাঁর হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারি। বাম আমলে তিনি ছিলেন ফেরিওয়ালা। এখন অবশ্য কয়েক কোটি টাকার মালিক। বিভিন্ন এলাকায় নামে-বেনামে জমি রয়েছে। তাঁর এই আয়ের উৎস কী, কোথা থেকে এত টাকা তিনি রোজগার করেছেন, তা ঠাহর করতে পারছেন না তাঁর পুরোনো বন্ধুবান্ধবরাও। জটেশ্বরেরই বাসিন্দা, সেই চিকিৎসকের এক বন্ধুর কথায়, 'দশ বছর আগেই তো ওর অবস্থা শোচনীয় ছিল। এখন যে কীভাবে এত বিপুল সম্পত্তি করল, তা আমরা কেউই জানি না।'

ভয় নয়, বেঁচে থাকুক সহমর্মিতা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু পথে-ঘাটে ওঁদের হাত পাতার ছবিটা বদলায়নি। ফলে গৌরীর স্বপ্ন পূর্ণতা পায়নি আজও। আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন, 'কাজ না পেলে ওঁরা যাবেন কোথায়? হাত পাতবেন না তো, না খেয়ে মরবেন!' ঠিক, পাঠকের সঙ্গে আমি সহমত। কিন্তু হাত পাতার নামে যদি জুলুমবাজি হয়, তখন? এই যেমন গত শুক্রবার ময়নাগুড়ি বাজারের ঘটনার কথাই বলি। বছর ছিয়াশির মাখন সাহা নিজের চিঁড়ে-মুড়ির দোকানে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। একদল বৃহন্নলা এসে তাঁর কাছে টাকা দাবি করেন। হাতে এঁটো ভাত লেগে থাকায় ভদ্রলোক শুধু বলেছিলেন পরে আসতে। কেন বলবেন তা! বড্ড অন্যায় করে ফেলেছেন যে। আর তাই এক বৃহন্নলা মাখনবাবুর দোকানে থাকা মুড়ির বস্তা ফেলে চিঁড়ের প্যাকেট নিয়ে নেওয়ার হুমকি দেন। আর সহ্য করতে পারেননি ওই বৃদ্ধ। এই বয়সেও রক্ত জল করে উপার্জন করেন তিনি। গায়ে তো লাগবেই। প্রতিবাদ করতে গেলে জুতো খুলে তাঁর মুখের সামনে নিয়ে শাসাতে থাকেন বৃহন্নলারা। বাপঠাকুরদার বয়সি লোকটাকে এভাবে অপমান করতে একবারও বুক কাঁপেনি তাঁদের। পরে অবশ্য ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত প্রতিবাদের কাছে নত হয়ে তাঁরা মাখনবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন।

ঘটনায় থানাপুলিশ, হইচই হয়েছে বলে সকলে জেনেছেন। কিন্তু এমন ঘটনা আকছার ঘটছে রোজ। গ্রামে, শহরে, মফসসলে- সর্বত্র। বাড়িতে নতুন সদস্যের আগমন হলে, বিয়ে-অন্নপ্রাশন হলে ঠিক খবর পৌঁছে যায় তাঁদের কাছে। এখন সবাই মোটামুটি ধরে রাখেন বৃহন্নলাদের খুশি করতে গাঁটের কড়ি তো কিছু খসবেই। এই 'ধরে রাখার' পেছনে মূলত দুটি জিনিস কাজ করে। এক, অভিশাপের ভয়। দুই, চক্ষুলজ্জার।

বিজ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞ বাঙালি ভারতের মহাকাশযাত্রায় উৎফুল্ল হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'সবার উপরে বিজ্ঞান সত্য' বলে স্ট্যাটাস দিলেও পথে কালো বিড়াল রাস্তা কাটলে অন্য গাড়ি কতক্ষণে লক্ষ্মণরেখা পেরোবে সেই অপেক্ষা করে। ফলে যতই আমরা আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করি না কেন, কুসংস্কার আমাদের কলার টেনে ধরে অনবরত। অভিশাপের ভয় আমাদের তাড়া করে বেড়ায়। পরিবারের অমঙ্গল হোক, সেটা কেই-বা চায়!

হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণে অপ্সরা, গন্ধর্ব এবং কিন্নর– এই তিন ধরনের ঐশ্বরিক সত্তার উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা স্বর্গীয় প্রাণী হিসেবে পরিচিত। কিন্নররা সংগীত প্রতিভাবান আধা-ঐশ্বরিক সত্তা। হিন্দুদের একাংশের বিশ্বাস, বৃহন্নলাদের আশীর্বাদে সংসারের কল্যাণ হয়। অভিশাপে উলটোটা। এই বিশ্বাসে ভর করেই আনন্দ অনুষ্ঠানে নাচ-গান পরিবেশনের জন্য ডাক পড়ে তাঁদের। যার যেমন সামর্থ্য, তেমনটাই দেন। আজকাল অবশ্য ডাক না দিলেও খবর পৌঁছে যায় ওঁদের কাছে। পরিবারে কে কে আছেন, আর্থিক অবস্থা কেমন ইত্যাদি হোমওয়ার্ক করেই তাঁরা নামেন। এই যেমন কিছুদিন আগে ফুলবাড়ির এক বাড়িতে হাজির একদল বৃহন্নলা। গৃহকর্তা গত হওয়ায় প্রৌঢ়া একাই থাকেন বাড়িতে। হাফ দেওয়াল তোলা টিনের ঘর। মোটামুটি পরিপাটি। মহিলার মেয়ের ঘরে ছেলে হওয়ায় সেই বাড়িতে এসে ছিলেন কিছুদিন। বৃহন্নলারা সেই বাড়িতে গিয়ে দাবি করেন দশ হাজার টাকা। বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করা মহিলা সাফ জানান, এত টাকা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মিষ্টি খাওয়ার জন্য দুশো টাকা দিতে পারেন। অনেক ধানাইপানাই করেও নিস্তার পাননি তিনি। শুনতে হয়েছে কটুকথা। শেষমেশ ঘরে থাকা দুটো শাড়ি আর জমিয়ে রাখা ৩০০০ টাকা দিয়ে বিদায় করেছেন।

ভিক্ষাবৃত্তি বা যৌনকর্মকে একমাত্র পথ হিসেবে না দেখে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনি লড়াইয়ে নেমেছিলেন গৌরী। পথেঘাটে জোর করে টাকা আদায়, হুমকি দেওয়া এসবকে কখনোই সমর্থন করতেন না তিনি। গৌরী বলতেন, 'The society forces us to beg, what we want is work.'। তাঁর সেই নীতি মানার লোকের বড়ই অভাব। ভারতীয় উপমহাদেশে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সংখ্যা ৩০ লাখেরও বেশি। সবথেকে বেশি উত্তরপ্রদেশে। পশ্চিমবঙ্গেও সংখ্যাটা ৬০ হাজারের কম নয়। এঁদের সবাই যে বৃহন্নলা, তা নয়। এখন আবার 'নকল' বৃহন্নলাও আছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা আদায়ের পর বৃহন্নলারা যে কার্ড দিয়ে আসেন, তাতে স্পষ্ট লেখা থাকে 'নকল হইতে সাবধান'। কিন্তু কে নকল, কে আসল বোঝা দায়।

আদালতের নির্দেশ মেনে সরকার ট্রান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইন করেছে, কিছু ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে সংরক্ষণও। কিন্তু তাঁদেরকে সমাজের মূলস্রোতে ফেরাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে সরকারি উদ্যোগ সেভাবে চোখে পড়ে না। আর তাই পূর্বসূরিদের দেখাদেখি পথেঘাটে হাত পাতছে ওঁদের নতুন প্রজন্মও। এর থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সুধী সমাজকেও যেমন চোখ খুলতে হবে তেমনই সহমর্মিতার হাত বাড়াতে হবে বৃহন্নলাদের। মনে করিয়ে দিতে চাই, প্রেমই সবচেয়ে বড় অস্ত্র, প্রেমের শক্তিই প্রকৃত ব্রহ্মাস্ত্র। প্রেম দিলে প্রেম পাওয়া যায়। জোর করে, জুলুম করে হয়তো টাকা আদায় করা যায়, কিন্তু ভালোবাসা নয়। মানুষ আপনাদের ভালোবাসতে চায়, সে যে বিশ্বাস থেকেই হোক না কেন! তাঁরা চায়, একটু আশীর্বাদের হাত। থাকতে দিন না ওঁদের বিশ্বাস নিয়ে। কথায় আছে না, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। আপনারাও একটাবার বাড়িয়ে দিন না ভালোবাসার হাত। দেখবেন প্রেমের বাগানে ফুল ফুটবেই। সে ফুল হবে লাল, ঠিক গোলাপের মতো।

এশিয়ার তাজ রক্ষার প্রতিশ্রুতি হার্দিকদের

স্পনসরহীন নয়া জার্সি উদ্বোধন

দুবাই, ৭ সেপ্টেম্বর : পরপর দুই দিন দীর্ঘ অনুশীলনের পর একদিন ছুটি।

আর অনুশীলনের সেই ছুটির মাঝেই মরুদেশে আজ উদ্বোধন হয়ে গেল টিম ইন্ডিয়ার নয়া জার্সির। স্পষ্ট করে বললে, স্পনসরহীন জার্সির। নয়া জার্সির আনুষ্ঠানিক বোধনের দিনই টিম ইন্ডিয়ার তরফে এশীয় সেরার তাজ ধরে রাখার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে দেওয়া হল সমর্থকদের।

দুবাইয়ে এখন প্রবল গরম। এমন গরমের কারণেই মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপে ম্যাচ শুরুর সময় আধ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে আগেই। প্রবল গরমের চ্যালেঞ্জ সামলে মাঠে নামার জন্য ভারতীয় ক্রিকেটাররাও মুখিয়ে রয়েছেন। তার আগে আজ স্পনসরহীন নয়া জার্সির উদ্বোধনের পর অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, সহ অধিনায়ক শুভমান গিল, অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়াদের গলায় ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি শ্রদ্ধা। সঙ্গে খেতাব ধরে রাখার প্রতিশ্রুতিও।

২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কার মাটিতে এশিয়া কাপ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। মাঝে অনেকটা সময় পার। ফের মঙ্গলবার থেকে দুবাইয়ে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপের আসর। বুধবার মাঠে নামছে টিম ইন্ডিয়া। প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। সূর্যকুমার যাদবের ভারতের সামনে খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ। তার আগে নতুন জার্সির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে অধিনায়ক সূর্য বলেছেন, 'খেতাব ধরে রাখার স্বপ্ন নিয়ে খেতাবজয়ীরা আবার ফিরছে। আমরা মাঠে নামার অপেক্ষায়।' ভারতীয় ক্রিকেটের অতীত ঐতিহ্য ও গর্বের কথা দুনিয়াকে ফের স্মরণ করিয়ে দিয়ে অলরাউন্ডার হার্দিক বলেছেন, 'দেশের প্রতিনিধিত্ব করা, খেতাব জয়ের লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে চলা বিরাট সম্মান ও গর্বের। আমরা মাঠে নেমে লড়াই চালিয়ে সর্বস্ব উজাড় করে দেশবাসী ও ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে হাসি আনতে চাই।' জোরে বোলার অর্শদীপ সিংকেও একইভাবে সাফল্যের স্বপ্ন উসকে দিয়ে সামনে তাকানোর চ্যালেঞ্জের কথা বলতে শোনা গিয়েছে।

এশিয়া কাপ ক্রিকেট যেন সূর্যকুমারের কাছে দাবা খেলার মঞ্চ।

> দেশের প্রতিনিধিত্ব করা, খেতাব জয়ের লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে চলা বিরাট সম্মান ও গর্বের। আমরা মাঠে নেমে লড়াই চালিয়ে সর্বস্ব উজাড় করে দেশবাসী ও ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে হাসি আনতে চাই।
>
> – হার্দিক পান্ডিয়া

সঞ্জু স্যামসনকেও বোর্ডের ওয়েবসাইটে এশিয়া কাপ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা ও শোনা গিয়েছে। সঞ্জু বলেছেন, 'মাঠে কখনই কোনও প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নিই না আমরা।' প্রশ্ন হল, সঞ্জু কি টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে জায়গা পাবেন এশিয়া কাপের আসরে? দুবাইয়ে ভারতীয় দল পৌঁছানোর পর আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সূর্যকুমারদের অনুশীলন কিন্তু ভিন্ন ইঙ্গিত দিচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, সঞ্জুর প্রথম একাদশে সুযোগের সম্ভাবনা প্রায় নেই। সহ অধিনায়ক শুভমান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অভিষেক শর্মা ইনিংস ওপেন করবেন। তিন নম্বরে তিলক ভার্মা, চারে অধিনায়ক স্কাই, পাঁচে রিঙ্কু সিং, ছয় ও সাতে হার্দিক ও শিবম দুবেকে দুই দিনই অনুশীলনে ব্যাটিং করতে দেখা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, জিতেশ শর্মাকে প্রথম একাদশের জন্য ভাবা হচ্ছে।

ভারতীয় দলের শেষ দুই দিনের অনুশীলনে একবারও সঞ্জুকে মূল নেটে ব্যাটিং করতে দেখা যায়নি। তিনি ফিল্ডিং ড্রিল অনুশীলনের পাশে কিপিং চর্চা করেছেন। আর নেটে ব্যাটিং করেছেন অনেক পরের দিকে। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, বড় অঘটন না হলে বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম একাদশে সঞ্জুকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত শূন্য। এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ প্রায় তৈরি বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিকে, সঞ্জুর প্রথম একাদশে থাকা নিয়ে চর্চার মধ্যেই আজ মরুদেশের কিউরেটার টনি হেমিং সর্বভারতীয় এক দৈনিককে জানিয়েছেন, দুবাইয়ের পিচের চরিত্র সম্প্রতি অনেকটা বদলেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় যেমন পিচ ছিল, এবার সেটা থাকছে না। স্পিনারদের তুলনায় জোরে বোলাররা বাড়তি সুবিধা পেতে পারেন।

ফ্ল্যাশিং মেডোর রানি সাবালেঙ্কাই

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর : 'আমি প্রতিশোধ নিতে ভালোবাসি।'

ইউএস ওপেনের শুরুতেই ঘোষণা করেছিলেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। উইম্বলডনের সেমিফাইনালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ আমান্দা আনিসিমোভার কাছে হারের ক্ষত নিয়েই যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে নেমেছিলেন বেলারুশের এই তারকা। অবশেষে প্রতিশোধ নিলেন সাবালেঙ্কা। 'ঘরের মেয়ে' আনিসিমোভাকে ৬-৩, ৭-৬ (৭/৩) গেমে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার মহিলাদের ইউএস ওপেন খেতাব বেলারুশের এই তারকার।

বছরের তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালের মধ্যে দুইটিতে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। এর মধ্যে ছিল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে পরাজয়। ফলে ইউএস ওপেন ফাইনাল ছিল সাবালেঙ্কার কাছে ফিরে আসার মঞ্চ। সেখানেও আবার প্রতিপক্ষ ছিলেন আনিসিমোভা। যার দিকে দর্শকদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। কিন্তু চ্যাম্পিয়নরা বোধহয় এভাবেই ফিরে আসেন। সব চাপ সামলে ইউএস ওপেনের 'মুকুট' নিজের মাথায় তুলে নিয়েছেন। সেইসঙ্গে নিয়েছেন মধুর প্রতিশোধ।

যদিও লড়াইটা কিন্তু একতরফা হয়নি। উইম্বলডন ফাইনালে ইগা সোয়াতেকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন আনিসিমোভা। কিন্তু ফ্ল্যাশিং মেডোর ফাইনালে সাবালেঙ্কার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তিনি। তবে ঠান্ডা মাথায় মার্কিনী প্রতিপক্ষকে সামলালেন সাবালেঙ্কা। ফাইনাল জেতার পর তিনি বলেছেন, 'আগের দুটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে নিজের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারিনি। এবার তাই নিজের আবেগ সামলে লড়াই করেছি। নিজের পারফরমেন্স নিয়ে গর্ব অনুভব করছি। এই ম্যাচে নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম।'

যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে শুধু চ্যাম্পিয়ন হননি, একাধিক নজির গড়েছেন সাবালেঙ্কা। কিংবদন্তি সেরেনা উইলিয়ামসের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে টানা দুইবার ইউএস ওপেন জিতেছেন তিনি। সেইসঙ্গে গ্র্যান্ড স্ল্যামের মূলপর্বে এটি তাঁর শততম জয়।

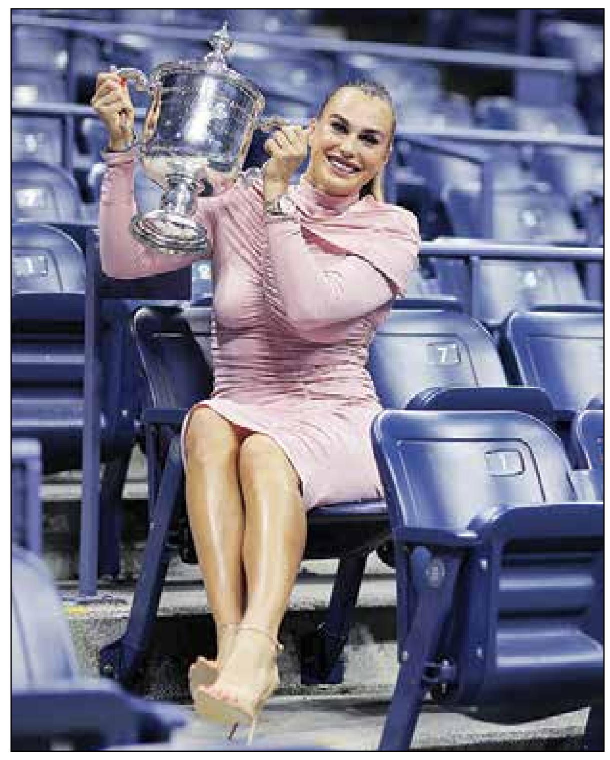
ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশন করতে গ্যালারিতে আরিয়ানা সাবালেঙ্কা।

> আগের দুইটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে নিজের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারিনি। এবার তাই নিজের আবেগ সামলে লড়াই করেছি। নিজের পারফরমেন্স নিয়ে গর্ব অনুভব করছি। এই ম্যাচে নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম।
>
> আরিয়ানা সাবালেঙ্কা

এদিকে ম্যাচ হেরে বিধ্বস্ত আনিসিমোভা। যদিও তিনি সাবালেঙ্কাকে শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি। আনিসিমোভা বলেছেন, 'ফাইনালের শুরু থেকে সাবালেঙ্কা দুরন্ত খেলেছে। জয়টা ওর প্রাপ্য ছিল।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ফাইনালে আমি নিজের সেরাটা দিতে পারিনি। তবে আগামী দিনে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করব।'

'সেরা মুহূর্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়'

কোচ পন্টিংয়ের প্রশংসায় শ্রেয়স

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর : শ্রেয়স আইয়ার একমাত্র অধিনায়ক, যিনি তিনটি আলাদা দলকে নেতৃত্ব দিয়ে আইপিএলের ফাইনালে তুলেছেন। ২০২৪ সালে তাঁর নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। গতবার পাঞ্জাব কিংসকে খেতাবি যুদ্ধে পৌঁছে দিয়েও শেষরক্ষা হয়নি। বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে ফাইনালে হারতে হয়।

খেতাব না এলেও শ্রেয়সের মনজুড়ে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে এবারের মেগা লিগ। সৌজন্যে হেডকোচ রিকি পন্টিং। কেকেআরকে চ্যাম্পিয়ন করলেও প্রাপ্য কৃতিত্ব পাননি বলে তোপ দেগেছিলেন। লক্ষ্য ছিল ভারতীয় দলের বর্তমান হেডকোচ, সেদিনের কেকেআরের মেন্টর গৌতম গম্ভীর। কিন্তু পন্টিং প্রসঙ্গে একেবারে বিপরীত মেরুতে শ্রেয়স।

আজ এক পডকাস্টে পন্টিংকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়কের যুক্তি, পন্টিংয়ের মতো ভালো এবং ইতিবাচক কোচ থাকলে দলের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। সবাইকে একত্রিত করে দল গড়ে তোলা, দলকে সাফল্যের পথে চালিত করা যায়। মেগা লিগে নামার আগে পুরো দল এক সুরে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। কৃতিত্বটা প্রাপ্য পন্টিংয়ের।

পাঞ্জাব কিংসে পন্টিংকে কোচ হিসেবে পাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে শ্রেয়স বলেছেন, 'কোচ হিসেবে রিকিকে এই বছর পেয়েছি। ওর কোচিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, দলের সবাইকে স্বাধীনতা যেমন দিয়েছে, তেমনই কেউ যাতে বিন্দুমাত্র অস্বস্তিতে না পরে, সেটাও নিশ্চিত করেছে। প্রত্যেকেই যে দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বুঝিয়েছে। আর যা বলেছে, করেছে, তার মধ্যে কোনও রকম লুকোচুপি ছিল না।'

শ্রেয়সের যুক্তি, পন্টিং দলের প্রত্যেকের থেকে সেরা খেলাটা বের করে এনেছে। একজন কোচ যখন খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস জোগায়, পাশে থাকে, তখন ভালো খেলার তাগিদ বেড়ে যায়। পাঞ্জাব কিংসে ঠিক সেটাই ঘটেছিল এবারের আইপিএলে। শেষ ধাপে কাপ হাতছাড়া হলেও প্রত্যেকের খেলার মধ্যে সেই তাগিদ প্রতিফলিত হয়েছে।

২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের পাঁচশোর বেশি রান করেছেন। গত আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে দাপট দেখিয়েছেন। যদিও শ্রেয়স কেরিয়ারের সেরা মুহূর্ত হিসেবে বেছে নিলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়কে। চার নম্বরে ব্যাটিং করে দলের পক্ষে সর্বাধিক ২৪৩ রান করেন পাঁচ ম্যাচে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৫ রান বাদ দিলে বাকি সব ম্যাচে সফল।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫৬, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭৯, সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪৫ করেন। ফাইনালে ৬২ বলে গুরুত্বপূর্ণ ৪৮ করে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। শ্রেয়সের কথায়, 'ভারতের হয়ে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয় আমার কাছে সেরা মুহূর্ত, সেরা অনুভূতি।'

বিরাটের রেজাল্ট সুনীলের কাছে!

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : রোহিত শর্মা, শুভমান গিলরা বেঙ্গালুরুতে গিয়ে ফিটনেস টেস্ট দিয়েছেন। বিরাট কোহলি সেখানে লন্ডনে বসেই টেস্ট দিয়েছেন এবং প্রত্যাশামতো উতরেও গিয়েছেন। শুধু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছেই নয়, সেই টেস্টের রেজাল্ট নাকি জানেন সুনীল ছেত্রী! বন্ধু বিরাটই খোদ সুনীলকে তা পাঠিয়েছিলেন!

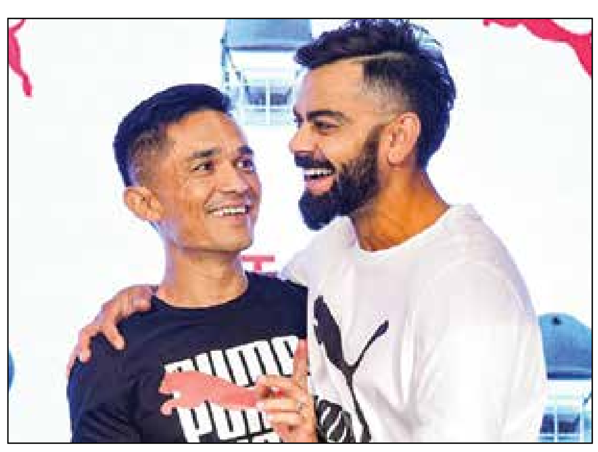

রোনাল্ডোর সঙ্গে তুলনা

সুনীল বলেছেন, 'কিছুদিন আগে ওর ফিটনেস পরীক্ষার ফল পাঠিয়েছিল বিরাট। বরাবরই ও আমার পছন্দের মানুষ। খারাপ সময়ে ওর কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালে উদ্দীপনা চলে আসে। মন বলে, চলো নতুন উদ্যমে শুরু করা যাক। আসলে সবাই নিজের পিক ফর্মে বিরাট, রোনাল্ডো হওয়ার স্বপ্ন দেখে। দুইজনে যেভাবে নিজেদের জায়গা ধরে রেখেছে, তা প্রশংসনীয়।'

এক পডকাস্ট শোয়ে বিরাটের ফিটনেসের মান, সচেতনতাকে সুনীল তুলনা করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে। বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে রোনাল্ডোকে চিনি না। তবে ওকে দেখেছি, ওর সম্পর্কে পড়াশোনাও করেছি। কোহলিকে কিন্তু জানি। রোনাল্ডো আর বিরাটের মধ্যে বড় মিল হল, পেশাদার জীবনে যা অর্জন করেছে, তা নিয়ে খুশি নয়। আরও সাফল্যের তাগিদ তাড়া করে ওদের। বাকি ক্রীড়াবিদদের কাছে যা শিক্ষণীয়।'

ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়কের ফিটনেস, দেশের হয়ে খেলার তাগিদও উদাহরণস্বরূপ। সেই সুনীলের কথায়, তিনিও বিরাট, রোনাল্ডোর থেকে শেখার চেষ্টা করেছেন। শিখেওছেন। বিরাটরা কখনও পিছনের ঘটনা নিয়ে পড়ে থাকে না। নতুন কিছু করার প্রয়াসে লক্ষ্য সবসময় সামনের দিকে। দুইজনে দুই হাত ভরা সাফল্যের অন্যতম কারণ যে মানসিকতা।

আজ দক্ষিণ আফ্রিকা যাচ্ছেন

সৌরভের দলে রাসেল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : নতুন চ্যালেঞ্জ। নতুন লক্ষ্য। নতুন পরিকল্পনা।

এমন মনোভাব নিয়েই সোমবার কলকাতা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা উড়ে যাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রামধনুর দেশে অতীতে ক্রিকেটার হিসেবে বহু ম্যাচ খেলেছেন তিনি। এবারের ভূমিকাটা ভিন্ন। ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগ। সেই প্রতিযোগিতার অন্যতম দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের হয়ে কোচিংয়ের গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন মহারাজ। সোজাকথায়, কিংবদন্তি নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে কোচ হিসেবে ডিসেম্বরের শেষে অভিষেক হতে চলেছে তাঁর।

কোচ হিসেবে নয়া ইনিংস শুরুর আগে ইতিমধ্যেই চমক দিয়েছেন মহারাজ। শেষ আইপিএলের সময় ইডেনে কেকেআরের একটি ম্যাচের শেষে আন্দ্রে রাসেলের সঙ্গে দীর্ঘসময় আড্ডা দিতে দেখা গিয়েছিল সৌরভকে। সেই সময় তিনি দ্রে রাসের মোবাইল নম্বরও নিয়েছিলেন। মাঝের সময়ে রাসেলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁকে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলে নিয়েছেন মহারাজ। সঙ্গে রয়েছেন ইংল্যান্ডের উইল জ্যাকসও। মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগের মেগা নিলাম। সেই নিলামের আসর থেকে আগামী তিন বছরের জন্য আরও ক্রিকেটার দলে নেবেন সৌরভ। কাদের নিতে চান দলে? নিলামে যোগ দেওয়ার জন্যই আগামীকাল দক্ষিণ আফ্রিকা যাচ্ছেন তিনি। সৌরভের কথায়, 'নিলামের আসরে আগাম পরিকল্পনা করে খুব বেশি কিছু করা যায় না। অনেক ভাবনা রয়েছে। দেখা যাক কী হয়।'

২২ সেপ্টেম্বর সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভা। যেখানে সভাপতি পদে মহারাজের প্রত্যাবর্তন প্রায় নিশ্চিত। এমন অবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে (চলবে এক মাস, ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৫ জানুয়ারি) কোচিংয়ের সিদ্ধান্ত কি একটু বেশিই চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেল না? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র মহারাজকীয় জবাব, 'আমি কোচিং পছন্দ করি। তাই দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব নিয়েছি। সফল হওয়ার ব্যাপারেও যথেষ্ট আশাবাদী আমি।' অধিনায়ক সৌরভের সাফল্যের কথা সবার জানা। কোচ হিসেবে তাঁর সাফল্যের অপেক্ষা শুরু হচ্ছে মঙ্গলবারের নিলামের আসর থেকেই।

সিরিজ শ্রীলঙ্কার

হারারে, ৭ সেপ্টেম্বর : জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের টি২০ সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতে নিল শ্রীলঙ্কা। রবিবার তৃতীয় ম্যাচে তারা ৮ উইকেটে জয় পায়। প্রথমে জিম্বাবোয়ে ৮ উইকেটে ১৯১ রান করে। জবাবে শ্রীলঙ্কা ১৭.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১৯৩ রান তুলে নেয়। কামিল মিশারা ৭৩ ও কুশল পেরেরা ৪৬ রানে অপরাজিত থাকেন।

জেমিকে ঘিরে বাড়ছে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে দুশ্চিন্তার নতুন নাম আলবার্তো রডরিগেজ।

বেশ কয়েকদিন হল পুরোদমে অনুশীলন করছেন না জেমি ম্যাকলারেন। রবিবার প্রস্তুতি শুরুর দিকে সতীর্থদের সঙ্গে বল পায়ে হালকা মেজাজে অল্প কিছুক্ষণ গা ঘামালেন বটে। তবে বাকি

আলবার্তোয় অস্বস্তি

সময়টা ফিজিকাল কন্ডিশনিং কোচের তত্ত্বাবধানে রিহ্যাব করতে দেখা গেল সবুজ-মেরুনের অজি বিশ্বকাপারকে। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে অভিযান শুরুর আগে মঙ্গলবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে কলকাতায় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান। ওই ম্যাচে ম্যাকলারেনের খেলা ঘিরে ধোঁয়াশা ক্রমেই বাড়ছে। এরই মধ্যে চিন্তা বাড়ালেন আলবার্তো রডরিগেজ।

এদিন মাঠেই নামেননি আলবার্তো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল পেশিতে অস্বস্তি অনুভব করায় বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। 'এসিএল টু'-তে মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচের দিন এগিয়ে আসছে। ১৬ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দলের প্রতিপক্ষ আহাল এফকে। হাতে সময় থাকলেও সেই ম্যাচে জেমি মাঠে নামতে পারবেন কি না এখনই তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। অনিরুদ্ধ থাপাও এখনও পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেননি। রবিবার তিনিও অনুশীলন করলেন না। এই পরিস্থিতিতে আলবার্তোকে নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ বাগান ম্যানেজমেন্ট। যদিও ম্যানেজমেন্টের দাবি স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সোমবারই হয়তো মাঠে নেমে পড়বেন তিনি।

এদিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে পূর্ণশক্তির দল নিয়ে সোমবার রাতেই কলকাতায় আসছে গোয়া। মঙ্গলবার সকালে ম্যাচ খেলে ওই দিন বিকেলেই আবার গোয়া ফিরে যাবে তারা।

'এসিএল টু'-র প্রস্তুতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের শুভাশিস বসু।

১৪ হাজার কোটি আয় বাড়ল বোর্ডের

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : ২০১৯ সালে ছিল ৬০৫৯ কোটি টাকা। ২০২৫ সালে সেটাই ২০৬৮৬ কোটি টাকা! ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ধনীতম ক্রীড়া সংস্থা, এই কথা কারও অজানা নয়। ২৮ সেপ্টেম্বর সেই বিসিসিআইয়ের ৯৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা রয়েছে। তার আগে বোর্ডের শেষ আর্থিক বছরের হিসাব আজ সামনে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, নিয়মিতভাবে আয় বেড়ে চলেছে বিসিসিআইয়ের। শেষ পাঁচ বছরে বোর্ডের আয় বেড়েছে ১৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি। মনে করা হচ্ছে, দুবাইয়ে আসন্ন এশিয়া কাপের সময় টিম ইন্ডিয়ার জার্সি স্পনসরহীন থাকলেও নয়া স্পনসর এলে বোর্ডের আয় আরও বাড়তে চলেছে। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে আজ বিসিসিআইয়ের আয়ের খতিয়ান সহ তুলে ধরা হয়েছে শেষ কয়েক বছরের সামগ্রিক চিত্র।

ক্রিকেটীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে ক্রিকেট সংক্রান্ত নানা খাতে দেশের সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে অনুদান দেয় বিসিসিআই। অনেক বছর ধরেই এমন নজির চলে আসছে। আজ বোর্ডের যে আয়ের কথা জানানো হয়েছে, সেই অর্থ দেশের সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে অনুদান দেওয়ার পর। ফলে আগামী আর্থিক বছরে সূর্যকুমার যাদব, শুভমান গিলদের জার্সিতে নয়া স্পনসর এলেই বোর্ডের আয় আরও বাড়তে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

এশিয়া সেরা ভারত

আট বছর পর এশিয়া কাপ হকিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উল্লাস ভারতীয় দলের। রবিবার রাজগিরে।

রাজগির, ৭ সেপ্টেম্বর : ৮ বছরের অপেক্ষা শেষ। মাঝের সময়টায় অলিম্পিকে জোড়া পদক ও এশিয়ান গেমসের সোনা দখলে এলেও এশিয়া কাপ জয় অধরাই থেকেই গিয়েছিল ভারতীয় হকি দলের। রবিবার ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কোরিয়াকে ৪-১ গোলে চূর্ণ করে সেটাই করে দেখালেন হরমনপ্রীত সিং ব্রিগেড। সেইসঙ্গে আগামী বছরের হকি বিশ্বকাপেও তারা সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল।

জোড়া গোল করে জয়ের নায়ক দিলপ্রীত সিং ফাইনাল শেষে ভারত খেতাব পুনরুদ্ধার করার সোজাসাপ্টা স্ট্র্যাটেজি ফাঁস করেছেন। বলেছেন, 'প্রথম দিন থেকে আমাদের টার্গেট ছিল গোল লক্ষ্য করে শট নিয়ে যাওয়া। সার্কেলে ঢুকতে পারলে কর্নার আদায় করা। এই স্ট্র্যাটেজি আজ সুন্দরভাবে খেটে গিয়েছে। আজ সবাই সুখী।'

শনিবার সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে চিনকে ৭ গোল দিয়ে আক্রমণাত্মক হকিতে বিপক্ষকে বার্তা দিয়েই রেখেছিল ভারতীয় দল। ফাইনালে সেই ছন্দেই শুরু করে মাত্র ৩০ সেকেন্ডে গোল তুলে নেয়। সেন্টারের পর প্রথম আক্রমণে উঠেই অধিনায়ক হরমনপ্রীতের পাস থেকে রিভার্স হিটে গোলমুখ খুলে ফেলেন সুখজিৎ সিং। ৮ মিনিটের মধ্যেই ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ এসে গিয়েছিল ভারতের সামনে। যদিও যুগরাজ সিংয়ের নেওয়া পেনাল্টি স্ট্রোক সেভ করে দেন জাপানের গোলরক্ষক জেহান। কিন্তু তাতে উৎসাহ না হারিয়ে বল পজেশন ধরে রেখে আক্রমণাত্মক হকি বজায় রাখার সুফল ভারত পায় দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষ দিকে। ২৮ মিনিটে সঞ্জয়ের বাড়ানো বল থেকে দিলপ্রীতের নেওয়া শট জাপানের গোলরক্ষকের দুই পায়ের মাঝ দিয়ে জালে চলে যায়। তৃতীয় কোয়ার্টারে দিলপ্রীত ৩-০ করে কোরিয়ানদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন শেষ করে দেন। হতোদ্যম বিপক্ষকে চতুর্থ গোলটি চাপিয়ে দেন অমিত রোহিদাস। এরপর সন ডেইন কোরিয়ার হয়ে একটি গোল ফেরালেও তা হারের ব্যবধান কমানো ছাড়া কাজে দেয়নি।

সোনা জয়ের সেলিব্রেশন ঋষভ যাদব, আমন সাইনি ও প্রমথেশ ফুগের।

ইতিহাস গড়ে সোনা ঋষভদের

সিওল, ৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব তিরন্দাজি চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস গড়ল ভারত। রবিবার কম্পাউন্ড ইভেন্টে পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা জিতেছে তারা। এই প্রথমবার কম্পাউন্ড বিভাগে ভারতের পুরুষ দল সোনা জিতেছে।

ভারতের ইতিহাস গড়ার কারিগর তিন তিরন্দাজ ঋষভ যাদব, আমন সাইনি ও প্রমথেশ ফুগে। ফাইনালে এই ত্রয়ীর দাপটে ফ্রান্সকে ২৩৫-২৩৩ পয়েন্টে হারায় ভারতীয় দল। প্রথম তিনটি সেটের পর দুই দলের স্কোর ছিল ১৭৬-১৭৬। শেষ সেটে ঠান্ডা মাথায় সোনা নিশ্চিত করেন ঋষভ যাদবরা। ফাইনালে ওঠার পথে তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও তুরস্কের মতো দলকে হারিয়েছেন ।

তিরন্দাজিতে মিক্সড ডাবলসে রুপো জিতে ঋষভ যাদব ও জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম।

এদিকে কম্পাউন্ড ইভেন্টে পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা জিতলেও মিক্সড বিভাগে সোনা হাতছাড়া করেছে ভারত। মিক্সড বিভাগে ঋষভ যাদবকে সঙ্গে নিয়ে নেমেছিলেন জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম। ফাইনালে এই ভারতীয় জুটি নেদারল্যান্ডসের কাছে ১৫৭-১৫৫ পয়েন্টে পরাজিত হয়েছে।

কম্পাউন্ড ইভেন্টে মহিলাদের দলগত বিভাগে দ্বিতীয় রাউন্ডে ইতালির কাছে ২৩৩-২২৯ পয়েন্টে পরাজিত হয়েছে ভারত।

সুযোগ কাজে লাগানোর কথা বলছেন খালিদ

কুইরোজের ওমানকে হারাতে চায় ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : প্রথমবার অংশ নিয়েই বাজিমাত না বলা গেলেও অন্তত হারানো আত্মবিশ্বাস যে ফিরবে, এই কথা বলাই যায়।

কাফা নেশনস কাপে মালয়েশিয়া না আসায় ভারতের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। খালিদ জামিলও দায়িত্ব নিয়েই দলকে দেখে নেওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন। এহেন টুর্নামেন্টের ফাইনাল না হোক, অন্তত তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ খেলার যোগ্যতা অর্জন করাও এই মুহূর্তে ভারতের কাছে যথেষ্ট বড় ব্যাপার। তবে ওমানের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে কাজটা যে সহজ হবে না, এই কথা জানা খালিদ এবং তাঁর ছেলেদের। তিন ম্যাচ খেলে একটিতেই জয় এখনও পর্যন্ত। ইরানের কাছে পরাজিত হলেও আফগানিস্তানের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র। প্লে-অফে নামার আগে খালিদ বলেছেন, 'গ্রুপ পর্যায়ে যা খেলা হয়েছে তারপর আমরা সবাই খুব পজিটিভ মানসিকতা রাখছি। প্রথমদিন থেকেই কিছু করে দেখানোর ভাবনা ছিল। ছেলেদের বিশ্বাস ও পরিশ্রমের জন্যই আজ আমরা প্লে-অফে পৌঁছাতে পেরেছি। সিনিয়ার-জুনিয়ার সবাই সমানভাবে লড়াই করেছে। আমরা এখানে শুধুই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে এসেছি, এটা কখনোই আমার মনে হয়নি ওদের দেখে। ফুটবলাররা সকলেই তৈরি নিজেদের সেরাটা দিতে।' তবে বিশ্বের ৭৯ নম্বর ওমানের বিপক্ষে কাজটা যে সহজ নয় এই কথা জানা ভারতীয় দলের হেড কোচের। বিশেষ করে এইমুহূর্তে তাদের কোচ যখন কার্লোস কুইরোজের মতো একজন বিখ্যাত কোচ। খালিদও সেই কথা মেনে নিয়ে বলেন, 'ওমান দুর্দান্ত দল। তাছাড়া ওইরকম বিশাল মাপের কোচও আছেন। তাই আমাদের জন্য একেবারেই সহজ হবে না ম্যাচটা। তবে আমরা লড়াই করব।'

কাফা নেশনস কাপে আজ
তৃতীয় স্থান নির্ধারক ম্যাচ
ওমান বনাম ভারত
সময় : বিকেল ৫.৩০ মিনিট
স্থান : হিসর, তাজিকিস্তান
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের কোচ খালিদ জামিল।

এর আগে ওমানের বিপক্ষে ড্র করলেও ম্যাচ জিততে পারেনি ভারত। খালিদ কিন্তু অতীত মনে না রেখে জয়ের কথাই বলছেন, 'আমাদের জয়ের লক্ষ্যেই মাঠে নামতে হবে।' প্রথম ম্যাচে তাজিকিস্তানের বিপক্ষে করা দুটি গোলই এসেছে সেট পিস এবং দুই ডিফেন্ডারের পা থেকে। অ্যাটাকাররা এখনও গোল করতে ব্যর্থ। এই প্রসঙ্গে খালিদের মন্তব্য, 'কীভাবে গোল হয়েছে সেটা বড় কথা নয়, আসল হল গোল পাওয়া এবং খেলার ফল। সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তবে সেটাই যথেষ্ট নয়। সেগুলো কাজেই লাগাতে হবে।' ওমানের বিপক্ষে ফল যাই হোক না কেন, এই কাফা নেশনস কাপ থেকে কিছুটা হলেও হারানো অত্মবিশ্বাস ফিরবে ফুটবলারদের। আর এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে সিঙ্গাপুর ম্যাচের আগে সেটাই এখন সবথেকে জরুরি ভারতীয় দলের জন্য।

পাক ক্রিকেটে জঙ্গি হামলার বলি দর্শক

লাহোর, ৭ সেপ্টেম্বর : জঙ্গিদের আঁতুড়। জঙ্গি, সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে নিজেরাও সন্ত্রাসের শিকার পাকিস্তান। এবার জঙ্গিদের নিশানায় ক্রিকেট। ম্যাচ চলাকালীন মাঠের মধ্যে আক্রমণ চালায় জঙ্গিরা। বোমা বিস্ফোরণে মারা গিয়েছেন এক দর্শক। আহতের সংখ্যা অনেক। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের খাইবার

ম্যাচের সময় মাঠে বিস্ফোরণ

পাখতুনখোয়া প্রদেশে।

শনিবার সেখানকার বাজাউর জেলায় একটি ম্যাচ চলাকালীন বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে পুরো মাঠ চত্বর। খেলার সময় জঙ্গিরা বিস্ফোরণ ঘটায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান এক দর্শক। স্থানীয় প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জঙ্গিরা আইইডি-র মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। নির্দিষ্ট টার্গেট করেই এই বিস্ফোরণ।

সমাজমাধ্যমে ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, বিস্ফোরণের পর মাঠ চত্বর ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে। প্রাণভয়ে ক্রিকেট দেখতে আসা সাধারণ মানুষ এদিক-ওদিক দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছেন। এই ঘটনার কয়েকদিন আগে বাজাউর জেলার একটি থানায় হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। শনিবার জঙ্গিদের নিশানায় ক্রিকেট।

সূত্রের দাবি, ক্রিকেট মাঠের বোমা বিস্ফোরণে পর পুলিশের ওপর আক্রমণ চালানোর চেষ্টা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। অল্পের জন্য যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন অবশ্য ঘটনার দায় স্বীকার করেনি।

জোটাকে জয় উৎসর্গ পর্তুগালের

ইয়েরেভান, ৭ সেপ্টেম্বর : বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। কিন্তু মাঠে নামার পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দেখে কে তা বলবে?

এখনও একইরকম আগ্রাসী। আগের মতোই গোলের ক্ষুধা। শনিবার আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে জোড়া গোল করে রোনাল্ডো যেন এটাই বুঝিয়ে দিলেন পর্তুগাল জাতীয় দলে এখনও তিনি অপরিহার্য। যার মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় লক্ষ্যভেদ প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে জোরালো শটে। এরপর পর্তুগিজ মহাতারকার অনুরাগীদের অনেকেই বলছেন, '৪০-এও এমন গোল রোনাল্ডোর পক্ষেই সম্ভব।'

বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে এতদিন তাঁর এবং লিওনেল মেসির করা গোলের সংখ্যা ছিল ৩৬। এদিন জোড়া গোলের সুবাদে আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে টপকে গেলেন সিআর সেভেন। এই তালিকায় শীর্ষে আছেন গুয়েতেমালার কার্লোস রুইজ। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে তাঁর গোলের সংখ্যা ৩৯। অর্থাৎ দুইটি গোল করলেই বিশ্ব রেকর্ড গড়বেন রোনাল্ডো। আর ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে যোগ্যতা অর্জন পর্বে আরও ৪টি ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল। পর্তুগিজ মহাতারকা যে গতিতে এগোচ্ছেন তাতে হয়তো এই নজির গড়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

গোলের পর উচ্ছ্বসিত ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

আর্মেনিয়া ম্যাচের পর পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্টিনেজ বলেছেন, 'রোনাল্ডোর গোল কেবল আমাদের জয়ের পথ দেখিয়েছে তাই নয়, এই গোল ওঁর নেতৃত্বের প্রতীক।' তিনি আরও বলেছেন, 'কঠিন ম্যাচে জয় আমাদের ইতিবাচক মানসিকতার ফল। এটা নিঃসন্দেহে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। তবে আমাদের সামনে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে কাজটা সহজ হবে না।' পর্তুগালের ফুটবলার ভিটিনহা বলেছেন, 'এটা আমাদের অন্যতম সেরা পারফরমেন্স। দিয়েগো জোটাকে সম্মান জানানোর শ্রেষ্ঠ সুযোগটা আমরা কাজে লাগিয়েছি।'

পন্তের সন্ধান দেয় নেহেরা : বাঙ্গার

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : বয়সের ব্যবধান অনেকটা। দুইজন দুই প্রজন্মের। তবে আশিস নেহেরা ও ঋষভ পন্তের 'গুরু' এক- প্রয়াত তারক সিনহা। সেই সুবাদে প্রথম থেকেই ঋষভের দক্ষতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন নেহেরা। জহুরির চোখে ধরা পড়েছিল ঋষভের স্পেশাল প্রতিভা।

ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারকে তা জানিয়ে ছিলেন নেহেরা। বলেছিলেন, ছেলেটাকে দেখে রাখ। ভারতীয় ক্রিকেটের 'এক্স ফ্যাক্টর' হয়ে উঠবে। বাকিটা ইতিহাস। ঋষভকে নিয়ে স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে বাঙ্গার বলেছেন, 'আশিস নেহেরার থেকে ঋষভের কথা শুনেছিলাম। বলেছিল দারুণ খেলোয়াড়। সহজাত প্রতিভা। আলাদা করে বলেছিল ঋষভের ভয়ডরহীন ক্রিকেটের কথা। প্রথমবার যখন ওকে নেটে দেখি, তা ভালোমতো টের পেয়েছিলাম।'

নিজের জন্য সবসময় চ্যালেঞ্জ রাখতে ভালোবাসে ঋষভ। নেটে বোলারদের বলত, আরও জোরে শরীর লক্ষ্য করে বল করতে! বাঙ্গারের কথায়, এহেন মানসিকতা খুব কমজনের মধ্যে রয়েছে। নেহেরার পর্যবেক্ষণ কতটা সঠিক ছিল, তা প্রতিপদে বুঝিয়েছে ঋষভ। ঋষভের আগমনে ইতি পড়েছিল দীর্ঘদিন ধরে ৫ নম্বরে ব্যাট করতে পারে এমন একজন উইকেটকিপারের খোঁজ।

শুভমান গিলকে নিয়েও অজানা গল্প। প্রকাশ্যে জানালেন, সবাইকে চমকে দিয়ে কীভাবে রবি শাস্ত্রী প্রথম এগারোয় শুভমানকে খেলিয়েছিলেন। আর যার নেপথ্যে ছিলেন বিরাট কোহলিও। ২০১৯ সালে হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই অভিষেক ঘটে শুভমানের। নেটে শুভমানকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন

গিলের প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন বিরাট

নতুন জার্সিতে এশিয়া কাপের ফোটোশুটে শুভমান গিল।

বিরাট-শাস্ত্রী দুইজনেই।

বাঙ্গার বলেছেন, 'বিরাট এসে বলে, নেটে শুভমানকে ব্যাট করতে দেখলাম। দুর্দান্ত। ১৯ বছর বয়সে আমি ওর দশ শতাংশও ছিলাম না। কোচ রবি তো বলেই দেয় এখনই শুভমানকে খেলানো উচিত। আমরা সবাই বুঝে গিয়েছিলাম স্পেশাল ট্যালেন্ট পেয়ে গিয়েছি।'

বিরাটের 'অ্যাংরি ইমেজ'-এর প্রসঙ্গও উঠে আসে সাক্ষাৎকারে। বাঙ্গারের কথায়, বিরাটের এই মেজাজটা সহজাত। প্রতি পদক্ষেপে যা প্রতিফলিত হয়। ১৯৭৫-১৯৮০ সালে বলিউডি সিনেমায় অমিতাভ বচ্চনের যে ইমেজ সাফল্যের বিজয়রথ ছুটিয়েছিল। বাঙ্গারের যুক্তি, ভারতীয় তরুণ প্রজন্মের আগ্রাসী মেজাজ সহজাত। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন তেন্ডুলকার, ভিভিএস লক্ষ্মণদের অবসরের পর শূন্যতা পূরণে কোহলির মতো একজন অ্যাংরি ইমেজের কাউকে দরকার ছিল। আগ্রাসী মেজাজকে সঙ্গে নিয়েই দলকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বদলে দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার মানসিকতা।

দলীপ ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলের সামনে মধ্যাঞ্চল

বেঙ্গালুরু, ৭ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির ফাইনালে উঠল দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল। রবিবার দুইটি সেমিফাইনাল ম্যাচই ড্র হয়। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে ফাইনালে উঠেছে দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল। এদিন ৫ উইকেটে ২৭৮ রান হাতে নিয়ে খেলতে নেমে মাত্র ৩৬১ রানে শেষ হয় উত্তরাঞ্চলের প্রথম ইনিংস। ফলে ১৭৫ রানের লিড নিয়ে তখনই ফাইনাল একপ্রকার নিশ্চিত করেছিল দক্ষিণাঞ্চল। শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংস ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ১ উইকেটে ৯৫ রান সংগ্রহ করে তারা।

এদিকে অপর সেমিফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনের শেষে ১১৮ রানের লিড নিয়ে ফাইনালে যাওয়ার রাস্তা আগেই অনেকটা নিশ্চিত করে রেখেছিল মধ্যাঞ্চল। রবিবার তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৬০০ রানে। ফলে ১৬২ লিড পান রজত পাতিদাররা। দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২১৬ রান করেছে পশ্চিমাঞ্চল।

ফুটবল মাঠে নিগৃহীত রেফারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার লিগের ফাইনাল ম্যাচে ফুটবলার ও সমর্থকদের হাতে নিগৃহীত হলেন রেফারি। এদিন খড়দহ সূর্য সেন ও বেলঘরিয়া অ্যাথলেটিক ক্লাব ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল। ম্যাচে লাল কার্ড দেখানোর জন্য সূর্য সেনের ফুটবলার ও সমর্থকরা মাঠের মধ্যে রেফারির ওপর চড়াও হন। ঘটনায় অভিযুক্ত সমর্থকদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত সূর্য সেন ক্লাব ও তাদের এক ফুটবলারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্য।

২৫ অক্টোবর থেকে শুরু সুপার কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : অক্টোবরের ২৫ তারিখ থেকে সুপার কাপ শুরু করার কথা ঘোষণা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের। যা চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। তবে টুর্নামেন্টের মাঝে বিরতি থাকবে জাতীয় দল ও ক্লাব স্তরেও আন্তর্জাতিক উইন্ডো থাকায়। এদিন এআইএফএফের তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। রবিবার ভার্চুয়ালি কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় শুধু সুপার কাপ নয়, ফেডারেশনের বাণিজ্যিক স্বত্বাধিকারী নিয়োগের বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয় বলে জানানো হয়েছে। ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতি দরপত্র নেওয়ার ক্ষেত্রে তিন সদস্যের একটি কমিটি (বিড ইভ্যালুয়েশন কমিটি) গড়ার বিষয়ে একমত হয়ে অনুমোদন দেয়। যারা নতুন স্বত্বাধিকারী নেওয়ার ক্ষেত্রে নজরদারি করবে। এই তিন সদস্যের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এল নগেশ্বর রাওকে আগেই আদালত নিয়োগ করেছে। বাকি দুই সদস্য হলেন এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের অডিট ও কমপ্লায়েন্স কমিটির সদস্য কেশাভারান মুরুগাসু ও এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। এছাড়া গত ৭ এপ্রিল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক একটি এমআরএ টাস্ক ফোর্স কমিটি তৈরি করা হয়। যারা এবার টেন্ডার কমিটি হিসাবে বাণিজ্যিক সঙ্গী হতে চেয়ে দরপত্র জমা করা কোম্পানিগুলির শর্তাবলি খতিয়ে দেখবে। এদিনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার করা হয়েছে। নতুন বাণিজ্যিক সঙ্গী বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভবত দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির দিকে নাও হাঁটতে পারে ফেডারেশন। যা খবর তাতে নতুন টেন্ডার খোলার প্রক্রিয়া শুরু হবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে।

দরপত্র বাছাইয়ে কমিটি গঠন

এদিকে, এবার সুপার কাপই শুধু নয়, যে কোনও টুর্নামেন্ট করার ক্ষেত্রে সবথেকে বড় সমস্যা হল, আন্তর্জাতিক বিরতির পাশাপাশি দেশের দুই ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও এফসি গোয়ার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে অংশ নেওয়া। নভেম্বরের শুরুতেই মোহনবাগান ও গোয়ার ম্যাচ থাকছে। এছাড়াও ভারত বাংলাদেশের বিপক্ষে এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলবে। ফলে প্রয়োজনীয় বিরতি নিতেই হবে সুপার কাপের ক্ষেত্রে। তবে তারিখ জানিয়ে দিলেও শেষপর্যন্ত আইএসএলের কতগুলো ক্লাব সুপার কাপে অংশ নেবে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

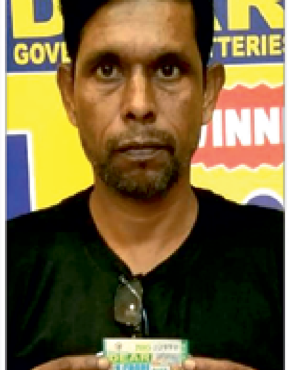

22.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 70G 22131 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি অবিশ্বাস্যভাবে সন্তোষজনক একটি মুহূর্ত। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মাধ্যমে জীবনে উন্নতি করার একটি সুযোগের জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা সুভাষ দোলাই - কে

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে রণিক রাই। ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

সেমিফাইনালে হার গ্রিনের

বীরপাড়া, ৭ সেপ্টেম্বর : জুবিলি ক্লাবের এমপি কাপ ফুটবলে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিল আলিপুরদুয়ারের গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি। রবিবার কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের ১-০ গোলে কার্সিয়াংয়ের ইউকেএফসি হারিয়ে দেয়। গোল করেন ম্যাচের সেরা রণিক রাই। সোমবার খেলবে অসমের গ্লোবাল ফুটবল ক্লাব এবং দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।

সেমিতে চামুর্চি

বানারহাট, ৭ সেপ্টেম্বর : তরুণ সংঘের প্ল্যাটিনাম জুবিলি ফুটবলের সেমিফাইনালে উঠল চামুর্চি মন্দির লাইন ফুটবল ক্লাব। রবিবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে কালিম্পংয়ের জর্জিয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। ম্যাচের সেরা সৌরভ তামাং।

ফাইনালে ধূপগুড়ি একাদশ

রাঙ্গালিবাজনা, ৭ সেপ্টেম্বর : মাদারিহাটের শিশুবাড়িতে চান্দুলাল লাখোটিয়া ও হামিদুল হক সুপার কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল ধূপগুড়ি একাদশ। তৃণমূল যুবর এই প্রতিযোগিতায় রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে দলগাঁও চা বাগানের ডিটিওয়াইডিএফএ-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ১-১ ছিল। ম্যাচের সেরা ধূপগুড়ির আমন শৈব। সোমবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে বীর গঙ্গা বরা আদিবাসী ক্লাব।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন আমন শৈব। ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

জোড়া পদক সায়ন্তির

আলিপুরদুয়ার, ৭ সেপ্টেম্বর : কোচবিহারে এমজেএন ক্যারাটে ডু অ্যাকাডেমির গোল্ড কাপ ক্যারাটেতে আলিপুরদুয়ারের আইএসকেএফের সায়ন্তি পাত্র কুমিতে থেকে সোনা এনেছে। তার ব্রোঞ্জ এসেছে কাতাতে। কুমিতে ইভেন্টে তৃতীয় হয়েছে আরিয়ান ঘোষ।